দাম্পত্য-জীবন

[দুইটী চরিত্রে গাঁথা]

তৈপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, বি, এ
কাব্যসাংখ্যতীর্থ

সপ্তম সংস্করণ

১৩৫৬

[মূল্য এক টাকা

প্রকাশক—শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার শীল

মন্ত্রী

৭৮।১, অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা

—দেশমাতৃকার প্রিয়সন্তান—

"দেশবন্ধুর" আদর্শে গঠিত

দেশ-বন্ধু

শ্রীমতী আশালতা দাশ, রত্নপ্রভা,

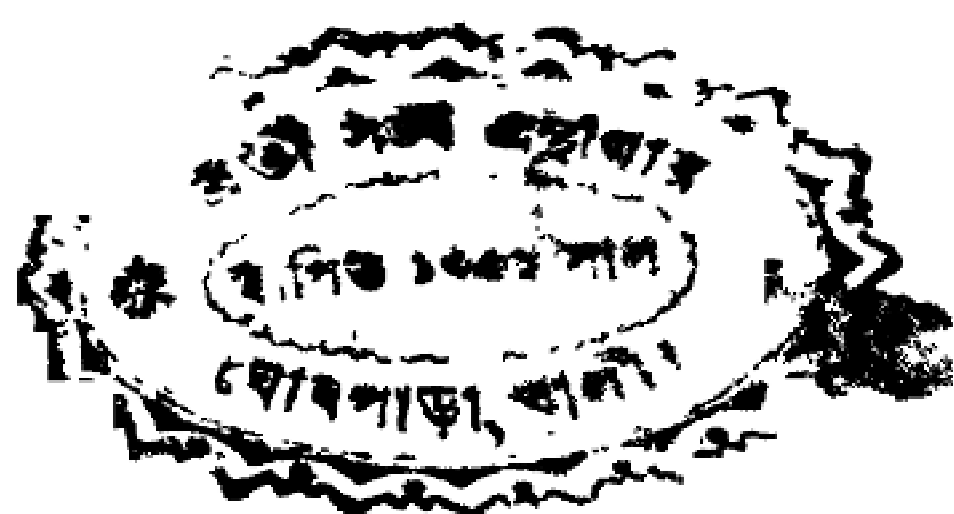
সাহিত্যভারতী রচিত।

পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে।

প্রিণ্টার—শ্রীপঞ্চ

সত্যনারা

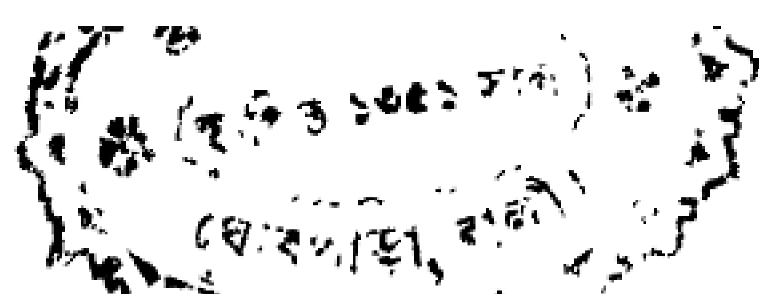
২৫ নং দুর্গাচরণ



নিবেদন

ামী স্ত্রী এক কথাতেই পরস্পরকে চিনতে পারে না। কত ভ্রান্তি, কত রাগ ঝগড়া, কত মান অভিমান, তবে দুয়ের চ মিলন হয়। যখন সেই অবস্থাটা আসে তখনই যথার্থ গ্য-জীবন আরম্ভ হয়, তৎপূর্ব্বে দম্পতির ছাত্রাবস্থা বলা পারে। এই বিষয়টা বোঝাবার জন্যই এই পুস্তকখানি াম। যদি একজন পাঠক বা পাঠিকা এই পুস্তক পড়ে পান আমি নিজেকে কৃতার্থ মনে কর্ব্ব। ইতি—

গ্রন্থকার।



দাম্পত্য-জীবন

—এক—

[illegible] এমন কতকগুলো অপ্রিয় ঘটনা পরপর [illegible] লাগল যাতে করে [illegible] আপনা হতেই খিট খিটে [illegible] উঠলো। সন্ধ্যার সময় তার মেজাজটা যেন চক্ষু কর্ণ [illegible] করে [illegible] ছুট [illegible] একেবারে রণ-রঙ্গিণী মূর্ত্তি ধারণ করলে। [illegible] হ'য়ে

আবার ভবিতব্যের মার এমনি সেদিন সুকুমারও মুখ ভার করে বাড়ী ঢুকল। সে ডেলিপ্যাসেঞ্জার, প্রত্যহ কলিকাতায় আনাগোনা করে, সন্ধ্যার সময় কত কি জিনিষ কিনে এনে হাসতে হাসতে ঘরে ঢোকে, ওপরে নিজের ঘরে চলে যাবার সময় রান্নাঘরের দিকে একবার আপাঙ্গ দৃষ্টি দিয়ে চেয়ে বীণার হাসিটুকু কুড়িয়ে নিয়ে যায়, কিন্তু আজ তার অফিসে কি নাকি একটা অপ্রিয় ঘটনা ঘটেছিল, তাই অশান্তিকর চিন্তায় উন্মনা ও ব্যাকুল হ'য়ে সে মুখ গোঁজ ক'রে নিজের ঘরে ঢুকল এবং জামাচাদর ব্রাকেটে রেখে হাত ধুয়েই একেবারে নিজের বিছানায় আড় হয়ে শুয়ে প'ড়ল।

দাম্পত্য-জীবন

বীণা নিত্যকর্ম্মপদ্ধতির একান্ত অনুরোধে কোনরকমে চা তৈরী ক'রে চা'য়ের কাপটা এমনি সশব্দে স্বামীর সুমুখে স্থাপন করলে তা' দেখে সুকুমার মহা অশান্তির মাঝেও একবার হাঁ করে তার স্ত্রীর দিকে চেয়ে রইল।

কিছুক্ষণ বীণা দুম্-দুম্ ক'রে আবার সেই ঘরে ঢুকল এবং রাগের মাথায় কতকগুলো অসংলগ্ন কথা বলে যেতে লাগ্‌লো। সুকুমার একটু বিরক্ত হ'য়ে বল্‌লে, "আমায় জ্বালাতন করোনা বাবু! মেজাজ ভাল নেই! কি হ'তে কি ঘট্‌বে।"

বীণা ফোঁস্ করে উঠে বল্লে, "তোমার মেজাজ ভাল নেই, আর সকলের মেজাজ ভাল ত'! আমি আর এসব ঝঞ্ঝাট সইতে পার্ব্বনা তা ব[illegible] এই বলে সে ঝড়ের মত ঘর হ'তে বেরিয়ে চলে গেল।

সুকুমার [illegible] মাঝেও বুঝতে পারলে আজ এমন কিছু একটা ঘটেচে [illegible] ঠাণ্ডা বীণা সহসা অগ্নিবীণা হ'য়ে উঠেচে, কিন্তু বোবার শত্রু নেই [illegible] নীতিবাক্যটা স্মরণ ক'রে সে আর কোন বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করে চুপ ক'রে পড়ে রইল।

রাত্রে কোন রকমে দুটো ভাত স্বামীর কোলের কাছে ধরে দিয়ে বীণা আবার ঝাল করে বল্‌লে, "এবার ঝী-চাকর রেখ। আমি আর পারব না তা বলে দিচ্ছি।"

সুকুমার নিজেকে আর সংযত করে রাখ্‌তে পারলে না। একটু খোঁচা দিয়ে বল্লে, "বাপের বাড়ী হ'তে মাসহারার ব্যবস্থা করো। আমার ঝী-চাকর রাখবার ক্ষমতা নেই।"

"মাসহারা দেবার ক্ষমতা থাক্‌লে আর তোমার [illegible] দেয় ?"

সেটা জান যখন, তখন আর কথা বাড়াবার দরকার কি ?"

"আমার ঘাট হ'য়েচে। যদি আর তোমার সঙ্গে কথা কই আমি দু'বাপের বেটী।" এই বলে বীণা আবার ঘরের বার হ'য়ে গেল।

গোটাকতক ভাত দাঁতে কেটে সুকুমার শুয়ে প'ড়ল এবং অনেক রাত্রি অবধি এপাশ ওপাশ করে অবশেষে ঘুমিয়ে প'ড়ল।

মধ্যরাত্রে হঠাৎ তার ঘুম ভেঙ্গে গেল ছেলেটার চীৎকারে। চোখ চেয়ে দেখ্‌লে বীণা কোলের ছেলেকে থাব্‌ড়ে থুবড়ে ঘুম পাড়াচ্ছে আর ঝাল করে বল্‌চে, "ঘুমো [illegible] ঘুমো ! নইলে গলা টিপে মেরে ফেল্‌বো !" যে মায়ের কোমল স্পর্শে ছেলের চোখ আপনি ঢুলু ঢুলু হ'যে আসে সেই মায়ের [illegible] আজ তার [illegible]! কেন ? তাই তার চোখে ঘুম আসা দূরে [illegible] সে মায়ের [illegible] চড়ে এঁকে বেঁকে উঠ্‌ছে আর সঙ্গে সঙ্গে কেঁদে কেঁদে সারা হ'য়ে যাচ্ছে।"

সুকুমারের যেন অসহ্য হ'লো। ছেলেটার যন্ত্রণা দেখে সে চুপ করে না থাকতে—পেরে—বল্লে, "ছেলে মানুষ। অমন বাঘ ভালুকের মত চড় মারলে ওর ঘুম আসবে কেন ?"

আর রক্ষে আছে ? ছেলের গালে, পিঠে চটাচট্ করে চড় পড়তে লাগ্‌লো। ছেলেটা জেলখানার কয়েদীর মত প্রহার যাতনায় জর্জ্জরিত হ'য়ে উঠ্‌লো।

সুকুমার আর থাকৃতে না পেয়ে ধড়মড় করে উঠে স্ত্রীকে কটুভাষায়

গালাগালি দিয়ে বল্লে, "রাক্ষুসী, ডাইনী—কোথাকার! এই করে রোগা ছেলেটাকে খেতে ব'সেচ। একি ডোমহাড়ীর বাড়ী পেয়েছ? ছোটলোকের মেয়ে কোথাকার! কাল যদি না তোমায় বাড়ী হ'তে তাড়াই ত' আমার নাম নয়।" এই বলে ছেলেটাকে জোর করে—কেড়ে নিয়ে ঘরের বাহিরে চলে গেল এবং ছাদে গিয়ে ছেলেকে কোলে ক'রে পাইচারী কর্তে লাগ্‌ল। শিশু তার কোমল বাহুদুটী দিয়ে বাবার গলাটী জড়িয়ে ধরে তার কাঁধের উপর মাথাটী রেখে আবার ঘুমিয়ে প'ড়ল।

পরদিন ঘোর-ঘন-ঘটাচ্ছন্ন প্রাতঃকাল। আকাশে নয়, স্বামী স্ত্রীর মনে! আজ, "কেন যামিনী না যেতে জাগালে না নাথ, বেলা হয়—মরি লাজে! এই ভাবের ঠিক বিপরীত। যামিনী যেতে না যেতেই স্ত্রী ও সুকুমার জেগে উঠ্‌লো এবং প্রত্যেকে পরস্পরকে কি করে শিক্ষা দেবে তাই ভাব্‌তে লাগ্‌ল।

বীণা উঠে নিত্য নৈমিত্তিক কাজগুলো যেন তেন প্রকারে সেরে নিলে। তারপর কাপড় কেচে এসে চা তৈরী ক'রে স্বামীর সুমুখে ত্থুম করে কাপটা রেখে দিলে।

তার চা' দেবার 'ছিরি' দেখে সুকুমারের অন্তরাত্মা একেবারে জ্বলে উঠ্‌লো। সে তৎক্ষণাৎ চায়ের কাপটা টানমেরে ছুঁড়ে ফেলে দিলে। তারপর উঠে এক প্রতিবেশীর বাড়ী চলে গেল।

সে বাড়ীতে ঢুকেই হাঁক দিয়ে বল্লে, "বউদি, একটু চা করে দিতে পার?"

বাড়ীর বউ ঘর হ'তে বেরিয়ে এল, আদর ক'রে বল্লে, "ঠাকুর পো!

এস বস ঠাকুর পো। এক্ষুনি চা করে আন্‌চি।" এই বলে সুকুমারের আত্মীয়া বউদি তাড়াতাড়ি রান্নাঘরে গেল! সুকুমারও অন্য কোথাও না বসে রান্নাঘরে তার বউদির কাছে গিয়ে বস্‌ল। বউদি চা' কর্‌তে কর্‌তে সুকুমারের মুখ হ'তে সমস্ত কাহিনী শুন্‌তে লাগলো। সুকুমার বল্লে, "বউদি! বড় জ্বালিয়ে মারচে! সংসারে থাকা যেন দায় হ'য়েচে।" বউদি সান্ত্বনা দিয়ে বল্‌লে, সর্ব্বত্রই তাই। তুমি যেমন তোমার বউ নিয়ে জ্বলচ, আমি তেমনি তোমার দাদাকে নিয়ে জ্বলে পুড়ে খাক—হ'য়ে যাচ্ছি।"

সুকুমার দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বল্লে, "বউদি তোমায় বল্‌ব কি আমার ভাগ্যে যা জুটেচে, এমন কারোর ভাগ্যে জোটে না কথায় কথায় রাগ। কি হ'য়েছে বল্‌ তা নয়, মুখ ভার হয়েই আছে।"

বউদি একটু মুচ্‌কে হেসে বল্লে, "হ্যাঁ আমিও দেখেচি। তোমার বউ বড় একগুঁয়ে। একটু শক্ত হ'য়ে চলো ঠাকুর পো! মেয়েমানুষ শক্তের ভক্ত। একটু নাই দিলেই মাথায় উঠ্‌বে। আমাদের জাতটা বড় কম নয়! আমাদের—সাপিনী, বাঘিনী, ডাইনী, কুকুর সবই বলা চলে। এই বলে সুকুমারের বৌদি শুভ্র-হাসি-মাখা কটাক্ষ হানিয়া একবার তার ঠাকুরপোর দিকে চাইলে।

সুকুমার মৃদু হেসে ঘাড় হেঁট করে বল্লে, "সে কি রকম বৌদি।"

বৌদি বল্লে, "আমরা সাপিনীর মত ছোবল মারি, বাঘিনীর মত 'পলক পলক লহু চুসি' ডাইনীর মত ভুলিয়ে রাখি আর কুকুরের মত নাই দিলেই মাথায় চড়ে বসি।"

সুকুমার সহাস্তে বল্‌লে, "তাহ'লে তোমাদের জব্দ করা যায় কি করে বউদি ?"

বউদিও হেসে বল্লে, "সে বিদ্যেটি তোমাদের শেখাচ্ছি না ঠাকুর পো ! তাহ'লে আমার জাত বোনেদের কাছে বিশ্বাসঘাতকতা করা হবে। তবে এইটুকু বলে দি, তুমি আজ বউএর উপর যে ব্যবহার দেখিয়েচ, এটা কতকটা সেই বিদ্যের অন্তর্গত। একটু চেপে থেকো, সে আপনি ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।"

উভয়ের আরও কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তা হ'লো, তারপর সুকুমার চা পান করে নিজের ঘরে ফিরল। বউদির এই কথাটা তার মনের মধ্যে গেঁথে গেল—"একটু চেপে থেকো, সে আপনি ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।"

তারপর যতটা সময় তার হাতে রইল সুকুমার সেই সময়টা ধরে কেবলই ভাবিতে লাগ্‌ল তার কাজটা ঠিক হ'য়েচে কিনা। তার মন সায় দিলে। মেয়ে মানুষের অত বাড়বাড়ি কেন ? কি হয়েছে বল্‌? তা নয়, কাল থেকে অগ্নিশর্ম্মা ! একটু না চেপে ধরলে মেয়েমানুষ ঠাণ্ডা হয় না। স্ত্রীকে ভালবাসা মানে কি তার পায়ে মাথা বিক্রী করা ? তা কখনই হতে পারে না। স্ত্রীর দোষ দেখিয়ে দেওয়া প্রত্যেক স্বামীর কর্ত্তব্য।

এই সব সাতপাঁচ ভেবে সুকুমার ঠিক করলে সে আরো একটু এগিয়ে যাবে—স্ত্রীর প্রাণে একটা ভয় ঢুকিয়ে দেবে !

যথাসময়ে ভাত রেঁধে ভাত বেড়ে, রান্নাঘরে আসন পেতে রেখে এসে বীণা স্বামীকে বল্লে, "খাবে চল।"

সুকুমার আফিস যাবার জামা-কাপড় পরতে পরতে গম্ভীর ভাবে বল্লে, এখন আমার খিদে নেই। কল্‌কাতায় গিয়ে খাব।"

বীণা আকাশ থেকে পড়ল। ক্ষণকাল স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে বল্লে, "ক্ষ্যাপামি নাকি? আমি রেঁধে-বেড়ে বসে রইলুম, সব নষ্ট হবে নাকি?"

"নষ্ট হবে কেন, কুকুরকে দিয়ে খাইও।" এই [illegible] কোন দিকে না চেয়ে সে খট্ খট্ করে চলে গেল। বী[illegible] হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইল। দেখ্‌তে দেখ্‌তে তার কোমলাঙ্গ পাষ[illegible] উঠ্‌লো। তারপর তাড়াতাড়ি নীচে গিয়ে খাবার গুলো [illegible] ছেলেকে দুধ খাইয়ে নিজের ঘরে এসে ঢুক্‌ল। তারপর [illegible] দিয়ে বিছানায় শুয়ে প'ড়ল। সে প্রতিজ্ঞা কর্‌লে এ বাড়ীতে আর জলগ্রহণ কর্ব্বে না।

আফিসে এসে সুকুমার এক ঝোঁকে কাজ সেরে নিলে, তারপর অবসর পেয়ে দারোয়ানকে দিয়ে খাবার আন্‌তে দিলে। খাবার হাতে করে যখন মুখে গ্রাস তুলতে গেল তখন তার হাতটা কেঁপে উঠল। ঠিক এই সময় এমনি ক্ষুধার তাড়নার মাঝেও বাড়ীতে একজন দাঁতে দাঁত দিয়ে পড়ে আছে যে! সে কি এক ফোঁটা জলও মুখে দেবে? তা কখনই সম্ভব নয় যাহোক কোন রকমে খাবারগুলো উদরস্থ করে সে আবার আফিসের কাজে মন দিলে।

ক্রমে যতই বেলা যেতে লাগ্‌ল সুকুমারের মন ততই চঞ্চল হয়ে উঠতে লাগ্‌ল। সে স্থির জান্‌ত বীণা একটা ভাতও দাঁতে কাটবে না। বীণার সেই উপবাসখিন্ন মুখখানা সুকুমারের মনের মধ্যে ক্ষণে

ক্ষণে ভেসে উঠ্‌তে লাগ্‌ল। সে প্রমাদ গুণলো। নিজের হঠকারি ব্যথিত, ক্ষুব্ধ ও অনুতপ্ত হয়ে উঠ্‌লো। তার চোখ ফেটে দু'ফোঁ অশ্রুজলও খাতার উপর প'ড়ল। এক হাতে ব্লটিং কাগজ দিয়ে সেই জল মুছতে লাগল আর এক হাতে চোখের জল রুমাল দিয়ে মুছে ফেল্‌লে। কোন কাজেই তার মন বসে না প্রাণটা থেকে থেকে হু হু করে উঠ্‌তে লাগ্‌লো। সে কাজে এত ভুল ক'রতে লাগ্‌ল আর এত কাগজ ছিঁড়তে লাগল যা দেখতে পেলে বড়বাবু তার ফাইন করে ছেড়ে দিত।

এমনি করে কোন রকমে সময় কাটিয়ে আফিসে ছুটী হ'লে সে উন্মাদের মত বাড়ীর দিকে ছুটতে লাগ্‌ল। পথে লুচী ও মিষ্টান্ন এক রাশ পয়সা খর্চ করে সে যথাপূর্ব্বম সন্ধ্যার সময় বাড়ীতে এসে উপস্থিত হ'ল।

কুমার যা ভেবেছিল তাই ঠিক। বীণা যে সমস্ত দিন নিরম্বু উপবাস করে আছে এটা তার মুখ দেখেই বুঝতে পারলে। অনুশোচনা ও আত্মগ্লানিতে তার হৃদয়টা পুড়ে গেল সে স্ত্রীকে উপবাসিনী রেখে নিজে খাবার কিনে খেয়েছে, এই চিন্তাটাই তাকে কেমন লজ্জায় কাতর করে ফেল্‌লে! কিন্তু পরক্ষণেই তার মনে আর একটা চিন্তা এসে পত্নীর প্রতি এই স্নেহপ্রবণতাকে কতকটা বাধা দিলে। সে ভাবলে—কৈ, আমার রাত্রের জন্যে সে ত কোন ব্যবস্থা কচ্চে না? না হয়—সে উপোষ করে আছে, না হয় সে মনে করেছে আমি সকালের মত রাত্রে কিছু খাবনা, তাহ'লেও ত' ,তার রাঁধা উচিত ছিল? স্ত্রীর কর্ত্তব্য সে ত অবহেলা কর্ত্তে পারে না? কতদিন কত

কলহ হ'য়েছে, কিন্তু তা বলে সে রাঁধলে না কেন? এই অভিমানটা তার স্নেহকে কতকটা ঘোলাটে করে দিল।

রাত্রে ছেলেকে দুধ খাইয়ে বীণা শোবার উদ্‌যোগ কচ্চে এমন সময় সুকুমার খাবারগুলো পেড়ে নিজের জন্যে যৎকিঞ্চিৎ রেখে বাকিটা বীণার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললে "খাও।"

বীণা কোন কথা না বলে মুখ বুজে শুয়ে প'ড়ল।

"খাও বল্‌চি না হ'লে আমি কুরুক্ষেত্র কাণ্ড কর্ব্ব পাড়ার লোকজন জড় কর্ব্ব! খাও বল্‌ছি।"

বীণা সুকুমারের কথায় কর্ণপাত করাও আবশ্যক মনে করলে না।

"দেখ আমায় রাগিও না। উপোষ কর্ত্তে হয় বাপের বাড়ী গিয়ে কোরো এখানে ও সব ভিরকুটী চল্‌বে না।"

বীণা এবার তেড়ে-ফুড়ে উঠে খাবারগুলো নিয়ে টানমেরে ছুঁড়ে ফেলে দিলে। সন্দেশ দেওয়ালে গিয়ে আটকে গেল, রসগোল্লা ধুলায় গড়াগড়ি যেতে লাগ্‌ল, লুচীগুলো লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল।

কি দেমাক্! সুকুমারের সর্ব্বশরীর জ্বলে উঠলো। মুখে যা-এলো তাই দিয়ে সে পরিবারকে গালাগালি দিতে লাগলো, শেষে বল্লে, "তুমি যেমন মেয়ে মানুষ, পড়তে যদি তেমনি লোকের পাল্লায় তবে ভাল হ'তো। তোমার মত মেয়েকে দিনরাত চাবুক মারলে তবে সোজা হয়।" তারপর একটু সংযত হ'য়ে বল্‌লে, "যাও মরগে। আমি কেন আহা করে মরি? এই বলে সে নিজের অংশ খেয়ে শুয়ে প'ড়ল।

দাম্পত্য-জীবন

পরদিন ভোরে উঠে সুকুমার কলিকাতার দিকে রওনা হ'ল, এবং সমস্তদিন মহা অশান্তি ও বিরক্তির মাঝে সময় কাটিয়ে রাত্রে শেষ গাড়ীতে বাড়ী পঁহুছিল। আজও দুজনের খাবার কিনে নিয়ে গেল। আজ বীণাকে শুষ্কমুখ ত দেখলেই পরন্তু সে যেন অত্যন্ত দুর্ব্বল হয়ে পড়েচে বলে মনে হ'ল। সুকুমারের প্রাণে ভয় ঢুকলো—বীণা যদি না খেয়ে মরে যায়? কি কেলেঙ্কারী কাণ্ডই না তা হলে হ'বে! আচ্ছা সে কি কিছু খাচ্চে না? বোধ হয় মুড়ী টুড়ী কিনে খায় নইলে বেঁচে আছে কি ক'রে? এই সব নানা চিন্তায় সুকুমারের মনটা বড়ই ব্যাকুল হয়ে উঠল। আজ সে কতকটা নরম হয়ে, কতকটা খোসামোদ করেই খাওয়াবার চেষ্টা কর্‌লে! কিন্তু বীণার চরণ টলিল না, হৃদয় গলিল না,—কেবল এক একবার আড়চোখে খাবারগুলো দেখলে মাত্র।

সুকুমার আবার বিরক্ত হয়ে তার খাবার তার মাথার শিহরে রেখে নিজে খেয়ে শুয়ে প'ড়ল।

তার পরদিন ঠিক এই ভাবেই কাট'ল! তবে একটু বিশেষত্ব এই আজ আর সে বীণার জন্য খাবার নিয়ে গেল না—এমন বিরক্ত হয়ে উঠেছিল সে। শুধু তাই নয়, বীণার জন্য সে যে খাবার কিনে নিয়ে যায়নি এইটি তাকে সম্‌ঝে দেবার জন্য সে তাকে দেখিয়ে দেখিয়ে এটা-ওটা খেয়ে ধপাস করে শুয়ে প'ড়ল।

তার পরদিন কল্‌কেতা হতে ফেরবার সময় সে কারুর জন্যে কিছু কিনলে না। ভাবলে, দুটো ভাত রেঁধে খাবে। বাঙালীর ছেলে তিনদিন ভাত খায়নি, আর থাকতে পারবে কেন? আরও ভাবলে,

পাড়ায় একটা গণ্ডগোল পাকাবে। সকলকে দেখাবে তার ভাগ্য কত বড়—স্ত্রী থাকতে, টাকা থাকতে তাকে রেঁধে খেতে হচ্ছে। স্ত্রীর উপর কতকটা প্রতিহিংসা—পরায়ণ হয়ে সে কতরকম প্ল্যান খাটাতে খাটাতে মনে মনে কতপ্রকার অভিনয় কর্ত্তে কর্ত্তে বাড়ী ফিরিল।

কিন্তু বাড়ী ঢুকেই সুকুমারের রাগ, অভিমান, প্রতিহিংসা কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল! তার স্থানে দেখা দিল সেই পুরাণ অথচ চির নূতন প্রেম! সেই দেবতার দেওয়া দান, দেবভোগ্য উপহার! ফিরে এল সেই অগাধ অসীম অফুরন্ত প্রেম।

দ্বিতলে শয়নগৃহের দক্ষিণদিকে এক উন্মুক্ত জানালার গরাদে হেলান দিয়ে বীণা খোকাকে নিয়ে বসে আছে। খোকা গরাদের ভিতর দিয়ে হাত বাড়িয়ে বাহিরের জীবজন্তু গাছপালা প্রভৃতিকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে,—"এই আয়, আয়, আয়!" আর মা নির্জ্জীবের মত তার গায়েই মাথা রেখে বসে আছে। এমন সময় সুকুমার সেই ঘরে ঢু'কলো।

শুধু তাই নয়। ঘরও আজ পূর্ব্বের মত পরিষ্কার—ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে! যেন বহুদিনের ঝড় ঝাপটার পর আজ সহসা আকাশ মেঘশূন্য হয়েছে। যেখানকার যা সেগুলি আবার সেইখানেই স্থান পেয়েছে। ব্র্যাকেটে সুকুমারের কাপড়গুলি থরে থরে সাজান-গুছান। বিছানা সুমার্জ্জিত ও সুবিন্যস্ত। সুকুমারের আরও যা যা যেখানে থা'ক'ত, যা তিনদিনের বাদলে উল্‌টে পাল্‌টে গেছ'ল, আবার থরে থরে সাজান। এই সব দেখে সে রাগ করবে কার উপর? আর প্রতিশোধ নেবেই বা কার উপর?

স্বামীকে ঘরে ঢুকতে দেখেই বীণা তাড়াতাড়ি উঠে খোকাকে তার কাছে বসিয়ে বাহিরে চলে গেল, তারপর কিছুক্ষণ পরে চা তৈরী করে সেই আদর-ভরা সোহাগমাখা হাতে চা দিল! চলা ফেরার সময় তার দুর্ব্বলতা স্পষ্ট প্রকাশ পাইল, গা টলটল কচ্ছিল।

সুকুমার তাই দেখে ব্যথিত হয়ে ঠাট্টা করে বল্লে, "এবারে একটা লাঠিতে ভর করে চল। অনেক নির্ব্বোধ মেয়ে মানুষ দেখছি, এমন কখন দেখিনি!" এই বলে চা পান ক'রতে লাগলো।

বীণা শুষ্কমুখে মৃদুহেসে বল্লে, "একটাও মেয়েমানুষ দেখনি, তা'হলে মেয়েমানুষকে অমন থেঁত্‌লে থেঁত্‌লেই মারতে না।" এই বলে চলে গেল। সুকুমারের ইচ্ছে হলো সে একবার বীণাকে পাক্‌ড়াও করে ধরে একবার বুকের কাছে টেনে এনে তার চারদিনের রুদ্ধ আবেগ কতকটা নিঃশেষিত করে ফেলে—কিন্তু দুর্ব্বলা ক্ষুৎকামকণ্ঠা পত্নীকে জ্বালাতন করতে তার মন উঠ্‌লো না।

সে আরো ভাবলে যখন একবার চোখ রাঙিয়ে এমন আশাতীত ফল পাওয়া গেছে তখন হঠাৎ নরম হলে চল্‌বেনা—কিছুদিন বুকটাকে চেপে ধরে, রুদ্ধ আবেগ সংযত করে রাখ্‌তে হবে। তাই প্রাণান্ত চেষ্টায় হাত ও মুখকে সংযত করে পত্নীকে এই সময়টা স্বাধীনতা দিলে এবং ছেলেকে নিয়ে যেতে রইল।

রাত্রে শোবার সময় স্বামী স্ত্রীর প্রশ্নোত্তর সোহাগ-অভিমান, আদর-যত্ন, হাসি-ঠাট্টায় অর্দ্ধরাত্রি অতিবাহিত হয়ে গেল। ঘড়ীতে যখন বারটা বাজল, বীণা ও সুকুমার তখনও জেগে!

কতকটা আজে বাজে কথাবার্ত্তার পর সুকুমার জিজ্ঞাসা ক'রল,

আচ্ছা, বীণা, সেদিন এমন মেজাজটা গরম হ'য়ে গিছ্‌ল কেন শুন্‌তে পাই কি?

বীণা মুখে মৃদুহাসি ফুটিয়ে বল্লে, "কিজানি কেন আমিই বুঝ্‌তে পাচ্ছি না।"

সুকুমার। তবু কিছু ঘটেছিল বেকি!

বীণা। সকালে গয়লাণীমাগী দুধ দিতে দেরী কর্‌লে—ছেলেটা খিদেয় বলব কি ছট্‌ফট্‌ কর্ত্তে লাগ্‌ল তারপর দুপুরবেলায় একটা পাথর বাটি ভেঙে ফেললুম—তখনই ভেবেছিলুম আজ আমার বরাতে অনেক খোয়ার আছে! তারপর সেদিন মায়ের চিঠি আসবার কথা ছিল, এল না মনে হ'লো ভাইটার অসুখবিসুখ করেচে। শেষে সন্ধ্যাবেলায় তুমি ঘরে ঢুকলে মুখ ভার করে!

সুকুমার। এত বড় বড় বিরাট্‌ কাণ্ডগুলো যখন ঘটে গেছে তখন আর রক্ষে আছে! কিন্তু জিজ্ঞাসা করি আমি সেদিন কি অপরাধটা করেছিলুম যে আমার ওপর যত ঝাল ঝাড়লে?

বীণা। তুমিই ত মাথাটা বিগ্‌ড়ে দিলে! যা মুখে এল, বলে আমায় গাল দিতে লাগলে—ভাল লাগে?

সুকুমার। মিথ্যে কথা বোলো না বীণা আগে তুমিই আমায় কড়া কড়া কথা শোনাতে লাগলে।

বীণা মুখটিপে হেসে বল্লে, "আচ্ছা আমার না হয় ঘাট হয়েচে!"

সুকুমার। শুধু ঘাট মানলেই চল্‌বে না। তোমায় স্বীকার কর্ত্তে হবে তোমারই দোষ, আমি নির্দ্দোষ। কারণ আমি যা করি ভগবানকে

সাক্ষী রেখে করি। আচ্ছা, খাবারগুলো কি কর্ত্তে? ফেলে টেলে দিতে।

বীণা। ওদের ঝীকে দিতুম্ কিন্তু তোমাকেও বুঝে নিয়েচি, আমার ওপর তোমার এতটুকু টান নেই।

শেষ কথাগুলো বল্‌তে গিয়ে বীণার স্বর হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল। কান্নাভরা চাপাগলায় শেষবাক্যটী বলেই বীণা পাশ ফিরে শুলো।

সুকুমার তার হাতটি ধরে আবার তাকে পাশ ফিরিয়ে তার মুখের দিকে চেয়ে বিস্মিত হয়ে বল্লে, "একি! কাঁদচ?"

বীণা। তুমি কাল নিজের জন্যে খাবার আনলে। আর একট প্রাণী খেলে কি না খেলে, বাঁচল কি মরল সেদিকে তাকালে না। এমন নিষ্ঠুর এমন পাষাণ তুমি।

সুকুমার। বেশ! দু'দিন খাবার আনলুম্, খেলে না। তারপর যদি না আনি, আমার দোষ।

"তা বলে আমি না খেয়ে মরে যাবো, তুমি দেখ্‌বে না?" এই বলে বীণা আবার পাশ ফিরে শুলো এবং ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদ্‌তো লাগ্‌ল।

সামান্য এক ত্রুটি! তাও বীণার নজরে পড়েছে। সুকুমারের হৃদয়টা স্নেহময় হয়ে উঠলো। সে সোহাগভরে আদরিণী স্ত্রীকে নিজের বুকের কাছে টেনে বল্লে, "আর কখনো এমন অন্যায় কাজ কর্ব্বনা? এবারটি আমায় ক্ষমা কর।"

বীণা তেমনি ভাবে মুখ লুকিয়ে রইল। সুকুমারের টানাটানিতে অভিমানভরা ভাঙ্গাগলায় বল্লে, "না, না! আর আমাকে আদর দেখাতে

হবে না। ঢের হয়েছে! আমি না খেয়ে মরব তবু কারোর কাছে হাত পাতব না।"

সুকুমার সোহাগভরে স্ত্রীকে জড়িয়ে ধরে, কাপড় দিয়ে তার চোখদুটী মুছিয়ে দিলে। তারপর বীণার চুলগুলি ফিরিয়ে ফিরিয়ে নিজের রুচি অনুযায়ী গুছিয়ে দিয়ে আদর করে একটী চুমু খেলে।

—দুই—

অমনি করে স্বামী স্ত্রীর দিন কেটে যেতে লাগল। কথনো বহু আরম্ভে লঘু ক্রিয়ায় লঘু কথনো আরম্ভে বহুক্রিয়ায়—কথনো তর্জ্জন গর্জ্জন অভিমানে, কথনো আদর আপ্যায়ন দাম্পত্য সোহাগে কথনো বা ঠেলাঠেলি ধাক্কাধাক্কিতে বীণা ও সুকুমার প্রকৃতির ক্রিড়াপুত্তলীরূপে দিনের পর দিন কাটিয়ে দিতে লাগ্‌ল। সুকুমারও আদর্শ পুরুষ নয়, বীণাও আদর্শ নারী নয়। তারা দুজনেই মধ্যবিত্ত বাঙ্গালীর ঘরের ছেলে ও মেয়ে। তারা উভয়েই দোষগুণে মাখামাখি হয়ে বাঙ্‌লার একটী সংসার বাঙালীর ধরণে বজায় রেখে জীবন কাটিয়ে দিতে লাগ্‌ল। দুইজনকেই দৃঢ়রূপে বেঁধে রেখেছিল একটী সোণার শেকল—একটী কচি ছেলে।

পবিত্র ব্রাহ্মণকুলে সুকুমারের জন্ম। তার পিতা একজন সংস্কৃতজ্ঞ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ছিলেন। তিনি প্রথমে সুকুমারকে বছর কতক সংস্কৃত সাহিত্য অধ্যয়ন করান। তারপর বন্ধুবান্ধবের পরামর্শে এবং বর্ত্তমান আবহাওয়া বুঝে তিনি পুত্রকে ইংরাজী স্কুলে ভর্ত্তি করে দেন। সুকুমার কলেজে বি, এ, অবধি পড়ে, তারপর একটী ভাল সওদাগরি অফিসে মধ্যবিত্ত ভাবে চাকুরী করে। কয়েক বছর হ'ল সুকুমারের পিতা স্বর্গারোহণ করেছেন, মাতা ত বহুদিন পূর্ব্বেই পুত্রকে ছেড়ে গেছেন।

সংসারে স্বামী স্ত্রী একেবারে একা। একদিকে এদের সংসার

যেমন জটিলতা-শূন্য সরল ও ক্ষুদ্র অপর দিকে ভয়ের ও কারণ আছে। বিপদাপদের সময় পাশে এসে দাঁড়াবার কেউ নেই।

কিন্তু আত্মীয়-স্বজন না থাকলেও যে পাড়ায় তাদের বাসা সেই পাড়ার অনেকেই এই সংসারটীর তত্ত্বাবধান করে। সুকুমারের প্রতিবেশীরা সকলেই সহানুভূতিসম্পন্ন। বিশেষতঃ সুকুমারের পিতার আমলের যজমান শিষ্যগণ এখনো সুকুমারকে ভক্তি শ্রদ্ধা করে, এবং পূজাপার্ব্বণে নানাপ্রকার উপহার পাঠিয়ে দেয়। সুতরাং মোটামুটি ভাবে দেখ্‌তে গেলে সুকুমারের সংসারে অভাব ও অস্বচ্ছলতা নেই, ঝগড়াঝাটি ও অশান্তি নেই। তবে দাম্পত্যকলহ। সেত বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মী নারায়ণের সংসারেও আছে।

বীণাও উচ্চ ব্রাহ্মণবংশের কতকগুলি গুণ পেয়েছে। উচ্চাভিলাষ বলে জিনিষটা বীণার মধ্যে একেবারেই নেই। খায় দায় থাকে—কি করে সংসারটাকে চুটিয়ে ভোগ কর্ত্তে হয় সে আদৌ জানে না। তার যত ঝগড়া স্বামীর সঙ্গে, পাড়ায় কারোর সঙ্গে তার মনোমালিন্য নেই, সকলেই তাকে ভালবাসে বাড়ীতে কাজ হলে আগে তাকে নিমন্ত্রণ করে, তার কাছে এসে তার ছেলেটীকে আদর যত্ন করে। বীণা অদ্ভুত দৈববাদী—সে জানে তার সুখ দুঃখের জন্য দৈবই একমাত্র দায়ী, সুতরাং স্বামীর পুরুষকার থাকুক বা না থাকুক, স্বামী দশ টাকাই রোজগার করুক বা দুশ টাকা রোজগার করুক, সে অত শত মাথা ঘামায় না। সে জানে পূর্ব্ব জন্মে সে যেমন তপস্যা করেছিল তেমনি স্বামী পেয়েছে, তার বরাতে থাকে স্বামী সুখ পাবে, না থাকে না পাবে। এর জন্যে মাথা ফাটাফাটি করে কি হবে?

দাম্পত্য-জীবন

এতো গেল দুজনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। এবার পুনরায় গল্প আরম্ভ করা যাক্।

আজ নানাকারণে সুকুমার প্রথম গাড়ীখানি ফেল করেচে! হাওড়া ষ্টেশনে নেমেই সে তীরের মত ছুটতে লাগ্‌ল। অফিসে গেলেই সাহেব একেবারে চোখ রাঙিয়ে উঠ্‌বে—এই চিন্তাটা তাকে ব্যাকুল করে তুল্‌লে। সে ষ্ট্যাণ্ড রোডে—হাইকোর্টগামী একখানা ট্রামে চেপে ব'সল, পয়সা যাক্ তবুত সময়ে যেতে পার্ব্বে?

কিছুক্ষণ পরে ট্রামের কণ্ডাক্টর ভিড় ঠেল্‌তে ঠেল্‌তে এসে সুকুমারের পাশে এসে দাঁড়াল এবং টিকিটের পয়সা চাহিল। সুকুমার তাড়াতাড়ি পকেট হতে মনি-ব্যাগটা বার করলে এবং পয়সা বার করবার জন্য ব্যাগের মুখ খুললে। কিন্তু পয়সা বেরোয় না যে! লজ্জায় তার মুখটা রাঙা হয়ে উঠলো। সে অনেকক্ষণ ব্যাগ ঝাড়াঝাড়ি করলে, যতগুলো খোপ আছে সবগুলো নেড়ে চেড়ে দেখলে কিন্তু একটা পয়সাও প্রকাশ পেলে না! সে কি? একগাদা সিকি দুয়ানী, পয়সা ছিল—তবে কে নিলে? সুকুমারের মাথায় বজ্রাঘাত পড়ল!

অপমানের প্রখর আঁচে তার মুখটা ঝল্‌সে গেল। সে মহা 'কিন্তু' হয়ে কাতরভাবে কণ্ডাকটরকে বল্‌লে, "পয়সা চুরি গেচে! গাড়ী বাঁধো আমি নেমে যাই।" অশিক্ষিত কণ্ডাকটর রূঢ়ভাবে তাকে নেমে যেতে হুকুম দিয়ে, দড়ী টেনে ঘণ্টা বাজালে। সুকুমার উঠে দাঁড়িয়েচে এমন সময় পার্শ্বস্থিত একজন ভদ্রলোক হাতধরে তাকে বসিয়ে বল্লে, "বাড়ীতেই চুরী গেছে! আপনি উঠবেন না, আমি পয়সা দিচ্ছি।"

ও শুধু আপনার নয় মশাই! আমাদের সকলের ভাগ্যেই অমন মাঝে মাঝে ঘটে থাকে।"

এইবার সুকুমার বুঝ্‌তে পারলে কার জন্তে তার আজ এত দুর্গতি! একটু শুষ্কহাসি হেসে বল্লে, "তবে আপনি দয়া করে আমার মানরক্ষা করুন, আপনার ঠিকানাটাও দিন্। দেখুন দেখি মশাই! এমনি করে বিপদে ফেলা?"

যা হোক ভদ্রলোকটীর সাহায্যে সুকুমার সেদিন কোন রকমে আত্মমান বজায় রাখলে। দুজনের মধ্যে ক্ষণেকের জন্ত আলাপ পরিচয় চলতে লাগল। তারপর যে যার অফিসে চলে গেল।

কিন্তু কি অশিক্ষিত আনাড়ী মেয়ে সেই বীণা। একটু কাণ্ডজ্ঞান নেই! সে যদি তখন কাছে থাকতো সুকুমার সত্যসত্যই তাকে অপমান কর্ত্তো?

রাগের মাথায় আরো কত কি ভাবতে ভাবতে সুকুমার অফিসে ঢুকলো এবং নারীজাতির দায়িত্বজ্ঞানহীনতায় পুরুষকে মধ্যে মধ্যে যে কি পাপের ভোগ ভুগতে হয় সেই সব চিন্তাতেই মসগুল্ হয়ে রইল। সে এমন কি মনে মনে একটা গল্পও রচনা করে বসলো।

সন্ধ্যার সময় বাড়ীতে ঢুকেই সুকুমার ডাক্‌লে, "কোথায় যাচ্ছো? একবার শীগ্গির এস।"

বীণা তাড়াতাড়ি এসে দাঁড়াল।

সুকু। ছি! ছি! তোমার একটু বুদ্ধি নেই, বীণা? আমরা কলকেতায় ঘুরি। কত বিপদ আপদের মাঝখান দিয়ে চলা ফেরা করতে হয়। তোমার কি—

বীণা প্রস্থানোদ্যতা হলো।

সুকুমার চীৎকার করে বল্লে, "বীণা, শোন।"

বীণা ফিরে দাঁড়িয়ে চোখ রাঙিয়ে বললে, "আমার নাম ধরে ডাক কেন বল ত? আমি তোমার দাসী না বাঁদী?"

সুকু। নাম ধরে ডাকব না ত কি বলে ডাকব?"

বীণা। ডাকবে আবার কি? ডাকবার কি আছে? কেবল খাবে দাবে আর পড়ে পড়ে ঘুমুবে এই ত তোমার কাজ?

এই বলে বীণা আবার চলে যেতে লাগল। সুকুমার আবার বল্লে, "গেলে চলবে না আজ তোমাকে—"

বীণা সত্যসত্যই চলে গেল। যাবার সময় উদাসীনভাবে বলে গেল, "তোমার বক্তিমে শোনবার সময় আমার নেই।"

সুকুমার রাগের মাঝেও হেসে ফেল্লে, মনে মনে বল্লে, "কি আশ্চর্য্য দেখ! এত বড় একটা অন্যায় কাজ কল্লে, তার গুরুত্ব বুঝিয়ে দিলেও বুঝবে না।"

কিছুক্ষণ পরে বীণা যখন আর একবার ঘরে ঢুকল সুকুমার পূর্ব্ব-কথারই অবতারণা করে বল্লে, "বীণা তুমি যে সকালে কতবড় একটা অন্যায় করেচ, তা স্বীকার কর্ব্বে না?"

বীণা ঝঙ্কার দিয়ে বল্লে, "কি এমন অন্যায় করেচি যার জন্যে জেলে দিতে চাচ্চ?"

সুকু। অন্যায় নয়? না বলে সব পয়সা বার করে নেওয়া? আজ ট্রামে উঠে কি লাঞ্ছনাটাই না হল বল দেখি?"

"পয়সা না দিলেই চুরী কর্ত্তে হয়।" এই বলে সে চলে গেল।

স্ত্রীর নির্ভীক চোটপাট জবাবে সুকুমার থ' হয়ে গেল। সে পড়ে পড়ে ভাবতে লাগল—"স্ত্রীর এ অধিকার আসে কোত্থেকে? সে কি তবে সত্য-সত্যই স্বামীকে অভিন্নরূপে দেখে থাকে? হয়ত সেইটেই সত্য!"

রাত্রে কাজের মাঝে একটু অবসর পেয়ে বীণা যেমন আবার একবার শোবার ঘরে ঢুক্‌ল সুকুমার একটু হেসে বল্লে, "এ চৌর্য্যবৃত্তি কবে থেকে অভ্যাস করা হয়েছে?"

বীণা। যবে হতে টাকার টান ধরেচে।

সুকু। টাকার টান ধরার কারণ? খেতে পাওনা?

বীণা। তা কেন? কিন্তু একটু আধটু তীর্থ কর্ত্তে হবে ত! আমি মনে কচ্চি এবার একবার কালীঘাটে ঘুরে আসবো। সেখানে শুনিছি দান ধ্যান কর্ত্তে হয়।

সুকু। ওঃ তাই সদুপায়ে অর্থ সঞ্চয় হচ্চে! কটা টাকা জমেছে?

"তা চলে যাবে খ'ন। তারপর তোমার কাছে হাত পাতা যাবে। যাই তোমার খাবার যোগাড় করিগে।" এই বলে বীণা চলে গেল।

সুকু। হায়রে স্ত্রী! কে তোমায় বলে দিয়েচে এই গোপন সত্যটা, যে স্বামীর কাছে শত আবদার শত অন্যায় সবই শোভা পায়? কে তোমায় শিখিয়েচে স্বামীর বাক্‌স পেট্‌রা ব্যাগ প্রভৃতিতে তোমার একছত্র অধিকার? কে তোমায় বুঝিয়ে দিয়েচে, তোমার জন্য অপমান লাঞ্ছনা মাথায় পেতে নিতে তোমার স্বামী বিধির নিকট আদিষ্ট হয়েচে?

বীণা একদিন সত্য সত্যই কালীঘাট যাবার জন্যে বায়না ধরলে। তার আহার নিদ্রা ঘুচে গেল, সে অন্য প্রসঙ্গ ভুলে গেল—তার মুখে কেবল কালীঘাট কালীঘাট।

সুকুমার প্রমাদ গুনলে। একে অফিস তায় একা। এ অবস্থায় এতবড় একটা গুরুভার বহন করে কি করে? কিন্তু সে নিজের স্ত্রীকে ভালরূপেই জানত, সে যা গোঁ ধরবে তা না করে ছাড়বে না। সুকুমার বুঝতে পারলে তাকে ব্যবস্থা কর্ত্তেই হবে।

সুকুমার বীণাকে ভালবাসত প্রাণ ঢেলেই ভালবাসত। কিসে সে আনন্দ পায়, কিসে তার মনটা শান্তিতে থাকে এ দিকে তার সর্ব্বদাই নজর ছিল। সে ভাবত, আহা! একটা প্রাণী, বাপমাকে ভুলে, আত্মীয়-স্বজন ছেড়ে কেবল তাকেই আঁকড়ে ধরে আছে। তাকে যা খাওয়াব তাই খাবে, যা পরাব তাই পরবে, যা দেখাবো তাই দেখবে। তবে হোক আমার অসুবিধে, হোক আমার কষ্ট, হোক অর্থনষ্ট তার জীবনের আশা যাতে কথঞ্চিৎ মেটে সে বিষয়ে একটু চেষ্টা করা যাক।

সুকুমার মনে মনে ঠিক করলে কালী-দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে বীণাকে জু ও মিউজিয়াম্ দেখিয়ে আনবে এবং যদি সুযোগ পায় কলিকাতার থিয়েটারও দেখাবে। সুতরাং সে সেইরূপ উদ্‌যোগ আয়োজনে ব্যস্ত রইল।

নির্দ্দিষ্ট দিনে, কালিঘাটের কালীকে উদ্দেশে নমস্কার করে, দুর্গা নাম উচ্চারণ করে, স্বামী স্ত্রীতে যাত্রা কল্লে। বীণার মুখে আজ হাসি ধরে না! ছেলেকে বুকে করে, স্বামীকে সঙ্গে করে সে কালীদর্শনে বহির্গত হ'ল।

বাড়ী হতে যাত্রা করবার সময় সুকুমার বারবার স্ত্রীকে সাবধান করে দিয়ে বল্লে, "কল্‌কেতায় চলা-ফেরা কর্ব্বে খুব চট-পটে হয়ে, তা না হ'লে গরুর গাড়ী চাপা পড়ে মরবে।"

বীণা গাযেঁস করে দাঁড়িয়ে মুখ্ ঘুরিয়ে বল্লে, "হ্যাঁ, তোমাকে আর অত ফফলদালালি কর্‌তে হবে না!"

সুকুমার হেসে বল্লে, "আচ্ছা, দেখা যাবে।"

সুকুমার হাওড়া ষ্টেশনেই বুঝ্‌তে পারলে তার স্ত্রী কত বড় চটপটে। সুদীর্ঘ প্ল্যাটফরম পার হয়ে এসে, বিরাট চত্বরে ঢুকেই সুকুমার গৃহিণী একেবারে ভেবাচেকা খেয়ে গেল। সে এক পা এগোয় আর থমকে দাঁড়ায়! সুকুমার পড়ল ফাঁপরে। স্ত্রীর পাশে গিয়ে চুপিচুপি বল্লে, "থম্‌কে থম্‌কে দাঁড়িও না। পা হাঁকিয়ে চল।"

বীণা ঝঙ্কার দিয়ে বল্লে, "কোন্ দিক দিয়ে যাবো আমার মাথা। সব 'উঠোন' জোড়া করে বসে রয়েচে, সরে যেতে বল না।"

সুকুমার হেসে ফেলে বল্লে, "এ আমার বাবার উঠান নয়। ওরাও যেমন উঠোন জোড়া করে বসে আছে, তুমিও ওদের ঘাড়ের ওপর দিয়ে চল—কেউ কিছু বলবে না।"

তুজনে হাস্‌তে হাস্‌তে ঘোড়ার গাড়ীতে গিয়ে বসল। গাড়ী কালীঘাটের অভিমুখে ছুটল।

সুকুমার কালীঘাটের এক অধিকারীর বাড়ীতে বাসা নিলে এবং সেই খানেই রন্ধনাদি ব্যবস্থা কর্ল্লে। সব ঠিক ঠাক্ করে, অধিকারীর এক ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে কালীদর্শনে বহির্গত হ'ল।

দাম্পত্য-জীবন

আজ কতদিন পরে বীণার একটী সাধ মিটবে। তার মুখটী এখন কি পবিত্র গম্ভীর সুন্দর শোভা ধারণ করেচে বল দেখি!

কালীদর্শন সাঙ্গ হ'ল—এবার দানধ্যানের পালা। বীণা পেট কাপড় হতে তার চৌর্য্যলব্ধ পয়সাকড়ি বার কর্‌লে এবং সম্মুখস্থিত দুই এক কাঙ্গালীকে দুই একটী পয়সা দিতে লাগল। আর রক্ষে আছে? দলে দলে কাঙালী এসে তাকে ঘিরে তার পথ রোধ করে দাঁড়াল। সে একপা এগোয় আর এক গোছা করে পয়সা বার করে। ক্রমে তার গলদ্‌ঘর্ম্ম উপস্থিত হ'ল—সে আত্মহারা হ'য়ে প'ড়ল। সুকুমার ছেলেকে কোলে করে এগিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিল আর মাঝে মাঝে পিছন ফিরে মুখ টিপে টিপে হাসছিল।

পয়সা সব ফুরিয়ে গেল, ক্রমে সিকি দুয়ানিতে টান ধরল। কিন্তু কাঙালীর ভিড় ক্রমশঃ বাড়তেই চল্‌ল। বীণা হাঁপিয়ে উঠে কাঁদ কাঁদ ভাবে বল্লে, "ওগো! তুমি দেখ্‌চ না! আমায় যে খেয়ে ফেল্‌লে!"

সুকুমার কাছে এসে বল্লে, "বেশ ত! চোরের উপর বাটপারী কচ্চে!"

"আগে আমায় রক্ষে কর তারপর ঠাট্টা কোরো।" এই বলে বীণা সাহসভরে একটা ধাক্কা দিয়ে কতকটা পথ করে সুকুমারের পাশে এসে দাঁড়াল। এই সময় অধিকারীর ছেলে সুমুখে এসে ধমক দিয়ে কাঙালীদের তাড়িয়ে দিলে তারপর তাদের বাসায় নিয়ে গেল।

বাসায় গিয়ে আহারাদি সেরে একটু বিশ্রাম কর্‌লে। তারপর অধিকারীর প্রাপ্য চুকিয়ে দিয়ে গাড়ী করে জু-গার্ডেন দেখ্‌তে গেল। পথে একটা দোকানে বীণা একরাশ জিনিষ পত্র কিন্‌লে।

জু- দখা সাঙ্গ করে দুজনে অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ল। বীণা বল্লে, "আজ আর পারি না। বাড়ী ফিরে যাই চল।" সুকুমার বল্লে, "তাই ভাল! আর একদিন এসে মিউজিয়াম ও থিয়েটার দেখা যাবে।" উভয়ে হাওড়া ষ্টেশনাভিমুখে রওনা হ'ল।

এখন ট্রেনের আর অল্পমাত্র সময় অবশিষ্ট আছে। সুকুমার ছুটে টিকিট কিনে এনে' বীণাকে একপ্রকার টান্‌তে টান্‌তে গাড়ীতে গিয়ে উঠ্‌লো। বীণাও উঠেচে আর কে একজন দমাস্‌ করে দোর ভেজিয়ে দিলে। বীণা একবার অস্ফুটস্বরে উঙ্‌ঃ করে উঠ্‌ল মাত্র।

গাড়ী ছেড়ে দিলে। সুকুমার বেঞ্চিতে বসে, জামার বোতাম খুলে চাদর ঘুরিয়ে হাওয়া খেতে লাগল।

একটী যুবক অপাঙ্গ দৃষ্টি দিয়ে বীণার মুখটি মাঝে মাঝে দেখ্‌ছিল। কেমন তাহার সন্দেহ হ'ল, এই ভদ্রলোকের মেয়ে হাতে গুরুতর আঘাত পেয়েচে। সে একটু ভাল করে দেখে হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে সুকুমারকে সম্বোধন করে বল্লে, "মশাই! আপনার এই স্ত্রীলোকটী বোধ হয় হাতে খুব আঘাত পেয়েচেন। আপনি একবার কাছে এসে দেখুন।

সুকুমার তাড়াতাড়ি বীণার কাছে তার বাঁ হাতটা তুলে যা দেখলে তাতে তার চক্ষু স্থির হয়ে গেল! দুটো আঙ্গুল একেবারে ছেঁচে গেছে, রক্তের স্রোত বয়ে যাচ্চে, আর হাতটা থর থর করে কাঁপচে!

সুকুমার অনুচ্চ আর্ত্তনাদ করে বল্লে, "কি সর্ব্বনাশ করেচো?"

"জল, জল, জল,"—চার পাঁচ জন এক সঙ্গে চীৎকার করে উঠলো।

অনেক অন্বেষণের পর গাড়ী হতেই একটু জল যোগাড় হলো। সেই যুবকটী ভাবের আতিশয্যে ফস্ করে তার চাদর ছিঁড়ে সুকুমারের হাতে এগিয়ে দিলে। অনেকে অনেক ভাবে পরামর্শ দিতে লাগ্ল।

সুকুমার জলপটী বেঁধে বীণার হাতটা চেপে ধরে রইল। আর সে বেচারী! যন্ত্রণার উপর লজ্জায়, একেবারে আধমরা হয়ে ঘাড় নিচু করে বসে রইল, কেবল তার মুক্তার মত বড় বড় অশ্রুবিন্দু সকলকে বুঝিয়ে দিলে সে কি যন্ত্রণাই ভোগ করচে।

এই সময়টা সুকুমারের বুকের এক একখানা পাঁজর বোধ করি খুলে খুলে যাচ্ছিল। সে এইটেই ভেবে পাচ্ছিল না বীণা এখনো কেন অজ্ঞান হয়ে যায়নি, আর সে এমন কি পাপ করেছিল যার জন্য ভগবান তাকে এই কঠোর শাস্তি দিলেন। সরলা গ্রাম্য বধূ সে—স্বামীর হাতধরে তীর্থ কর্ত্তে এসেছিল, এইটেই কি তার অপরাধ? গরীব দুঃখীকে দু'পয়সা দেবে বলে বছর ধরে অর্থসঞ্চয় করেছিল, এইটেই কি তার অপরাধ? বিধির বিড়ম্বনায় অনেককেই পড়তে হয় কিন্তু এতবড় বিড়ম্বনা বোধ করি খুব কম লোকের ভাগ্যেই ঘটে থাকে।

যাহোক দুজনে কোনরকমে জীবন্মৃত হয়ে বাড়ী পঁহুছিল। সুকুমার একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বল্লে, "খুব শিক্ষা হ'ল!"

বীণা যন্ত্রণাকাতর মুখখানি উন্নত করে জলে ভেজা হাসি ফুটিয়ে বল্লে "তবু ত মাকে দর্শন হ'ল।"

সুকুমার। ফফল-দালালী কর্‌তে ত' সকালে বারণ করেছিলে। বীরত্বটাও ত' খুব দেখালে!"

বীণা। পোড়ার মুখোরা দাঁত তাড়াতাড়ি দোর ভেজিয়ে দেয়? কি করে জান্‌বো?

সুকু। ঠেকে শেখার চেয়ে স্বামীর কাছ হতে শেখা ভাল ছিল। যদি আমার ফফল-দালালী শুন্‌তে, সকালে সব বুঝিয়ে দিতুম্‌।

বীণা মুখ ঘুরিয়ে বল্লে, যাও, যাও আর বাক্য ব্যয় করতে হবে না। মরুচি নিজের জ্বালায়, তার উপর বাক্য-বাণ দেখনা!

এই বলে সে আঙ্গুলে ফুঁ দিতে লাগ্‌ল।

—তিন—

অনেকদিন ধরে হাতে যন্ত্রণা ভোগ করে বীণা গা ঝাড়া দিয়ে উঠলো। আবার দৈনন্দিন জীবনের কাজগুলি নিত্য নিয়মিত রূপে সেরে যেতে লাগল। কিন্তু কালীঘাট দর্শনের স্মৃতি—একদিনে ফুরোয় না কিছুদিন ধরে ঐ আলোচনা ঐ প্রসঙ্গেই চলতে লাগল। একদিন হেসে বল্লে, "কালীঘাট হলো, এবারে কাশীটা দেখে আসতে হবে।"

সুকুমার। তাহ'লে আবার সদুপায়ে—অর্থসঞ্চয় করা ত হবে? কবে হতে কাজ আরম্ভ করা হবে?

বীণা হেসে বল্লে, "এখনো দেরী আছে—তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার।"

সুকুমার। না বাবু, তোমায় একটী অনুরোধ করি—তোমার তীর্থফাণ্ডে মাসে মাসে কিছু চাঁদা দোব, আর আমার ব্যাগ খালি কোরনা।

বীণা হাসতে হাসতে চলে গেল।

সেদিন দু'জনের কাছেই রাতটা বড় মনোরম ঠেক্‌ল। বীণা যখন রাত্রের সব কাজ সেরে ঘরে ঢুকলো সুকুমার বল্লে, "চল একটু ছাদে শুইগে।

"চল" বলে মাত্বর বালিস নিয়ে বীণা সুকুমারের পেছু পেছু ছাদে গেল—ছেলে ঘরে ঘুমুতে লাগলো। আজ পুর্ণিমা! শুভ জ্যোৎস্নার বিমল ধারায় সর্ব্বদিক বিধৌত বৃক্ষ, লতা, পবন, গগন পুর্ণচন্দ্রের শীতল কিরণে আনন্দে মগন হয়ে এ ওর পানে চেয়ে চেয়ে হাসচে। মৃত্নমন্দ সমীরণ—আনন্দে নৃত্য কর্ত্তে কর্ত্তে এধার ওধার ছুটাছুটি ক'রে বেড়াচ্চে।

কি স্নিগ্ধ সুন্দর মনোরম রাত্রি!—

বীণা মাত্বর পেতে বালিসে মাথা রেখে শুয়ে প'ড়ল আর সুকুমার তার প্রাণের প্রিয়া প্রিয়তমার পার্শ্বে তারই শিথিলাবৃত বক্ষে মস্তক রক্ষা করে —'আঃ' করে একটী স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে শুয়ে পড়ল।

পরস্পরের অঙ্গস্পর্শে উভয়ের চিত্ত ক্ষণকালের জন্ম অবশ হ'য়ে পড়ল! সুকুমার ও বীণা মোহিত ও আড়ষ্ট হ'য়ে কিছুক্ষণ চুপ করে শুয়ে রইল। কিছুক্ষণ পরে বীণা স্বামীর গলা জড়িয়ে ধরে মৃত্ন হেসে বল্লে, "গল্প কর।"

সুকুমার। কি গল্প কর্‌ব? আজ প্রকৃতির সৌন্দর্য্য দেখে চিৎপাত হয়ে শুয়ে পড়েছি।

বীণা উচ্চহাস্থ করে উঠলো। আজ মনটা এতই স্ফূর্ত্তিযুক্ত। সকাল থেকে সে আজ হেসে হেসে সারা হয়ে যাচ্চে, তার উপর এই যোগাযোগ যুড়বার একটু সামান্ত কথাতেই তার মুখ দিয়ে হাসির ফোয়ারা ছুটে যাচ্ছে—সে আজ আনন্দে উন্মাদিনী!"

সুকুমার বল্লে, "তার চেয়ে তুমিই আজ গল্প কর। তোমার বন্ধুদের গল্প কর—আমি শুনি।"

বীণা সোহাগ ভরে স্বামীর মুখ চেপে ধরে বল্লে,—"তুমি আবার কবি হলে কবে? আমার মুখ কি এতই সুন্দর? কতলোক বলে আমার মত কুৎসিত কেউ নেই!" সুকুমার একবার উঠে স্ত্রীর মুখে মুখ দিয়ে বল্লে, "হ্যাঁ, হ্যাঁ তুমি কুৎসিৎ।"

বীণা হঠাৎ এক অপ্রাসঙ্গিক কথা তুলে বল্লে,—"আচ্ছা বেশ্যারা কি?"

সুকুমার। কি, কি?

বীণা। তারা কোন্ জাত?

সুকুমার। তারা তোমাদেরই মত বাঙালীর মেয়ে।

বীণা। আচ্ছা তারা কি করে পরের কাছে লজ্জার মাথা খায়?

সুকুমার। ওটা বড় শক্ত প্রশ্ন, বীণা। বাঙ্গালীর মেয়ে হয়ে বাঙ্গালীর রক্তমাংসে গঠিত হয়ে তারা যে কি করে যার তার কাছে দেহ বিক্রী করে তা আমি ভেবে উঠতে পারি না। তবে এর সাধারণ উত্তর পেটের দায়ে।

বীণা। শুনেছি তারা দিনরাত বুকের কাপড় খুলে থাকে।

সুকুমার। ওটা অতিরঞ্জিত। পথে ঘাটে তাদের লজ্জাহীনতার চিহ্ন দেখতে পাওয়া যায় না। তবে মদ খেয়ে যখন ঢলাঢলি করে তখন কিরূপ অবস্থায় থাকে বলতে পারি না।

বীণা। মদ খায়? কি সর্ব্বনেশে কথা। আচ্ছা সব বেশ্যা কি সমান?

সুকুমার। বোধ হয় তা নয়। আমার বোধ হয় তিন ধরণের বেশ্যা আছে। এক ধরণের আছে, তারা পুরুষের সঙ্গে স্বামী-স্ত্রী ভাবেই

থাকে। তাদের ছেলে, মেয়ে, মা, ভাই, আত্মীয়স্বজন থাকে। তারা ষষ্ঠীপুজায় ছেলেমেয়ের কল্যানের জন্ম উপোষ করেও থাকে। কিন্তু তবু তারা বেশ্যা, কারণ যথাশাস্ত্র বিয়ে হয়নি বলে। আর এক ধরণ তারা খাঁটি বেশ্যা হলেও সর্ব্বদা মরমে মরে থাকে। তারা সর্ব্বদাই অনুতাপে জলে পুড়ে মরে, কখনো কখনো আত্মহত্যা করে! আর এক ধরণের আছে তারা অতি—ঘৃণ্য জীব। তারা বেশ্যাবৃত্তিকে পরম মজার জিনিষ বলে মনে করে। নিজের সৌভাগ্যে নিজে ফুলে থাকে। তারা মনে করে তাদের মত সুখী বুঝি আর কেউ না।

বীণা আবার এক নতুন প্রসঙ্গের উত্থাপন করে বলে, "আচ্ছা মেয়েরা কি বিয়ে করে?"

সুকুমার। হুঁ তাদের শ্বশুর শাশুড়ী ছেলে মেয়ে ঘর সংসার সবই আছে।

বীণা। তবে যে শুনেছি তারা বিয়ে করে না!

সুকুমার! সেটা ভুল। আমাদের স্বভাব এই, পরের জাতের মেয়েদের খাট করা।

বীণা। তারা কি সতীত্ব বজায় রেখে চলে? তারা ত যার তার সঙ্গে মেশে।

সুকুমার। নিশ্চয় চলে। সতীত্ব সব জাতের মেয়েদেরই কাম্য। মিশ্‌লেই যে সতীত্ব নষ্ট হয়—তার মানে কি? আগুনের সঙ্গে খেলা করলে যে নিজেরই মুখ পুড়ে যায় এটা সকলেই জানে। মেয়েরাও জানে লালসাকে যতই বাড়াবে অশান্তি ততই বাড়বে। সুতরাং সতীত্ব জিনিষটার মর্য্যাদা কম বেশী জগতের সব মেয়েই বুঝে রেখেছে। সেদিন

একখানা বইয়ে পড়ছিলুম একটা মেম্ তার সতীত্ব রক্ষা করবার জন্ম যে সাহস দেখিয়েচে তা ভাবলে স্তম্ভিত হয়ে যেতে হয়।

বীণা। কি, কি গল্পটা বল।

সুকুমার। লণ্ডনে একটা স্ত্রীলোক ছিল, সে একের নম্বর বদ্‌মাইস। তার কারবার ছিল রাজ রাজন্মার ছেলের সঙ্গে, জমীদারের ছেলের সঙ্গে। কত জমীদারের ছেলে পাশবিক বৃত্তি চরিতার্থ করবার জন্তে তার বাড়ীতে রাত কাটাতে যায়। সে সুন্দরী মেয়েদের যোগাড় করে তাদের ঘরে ছেড়ে দিত।

বীণা। এসব মেয়ে পেত কি করে?

সুকুমার। সে অনেক কথা, মাগীটার একটা বড় পোষাক পরিচ্ছদের দোকান ছিল। সেখানে অনেক গরীব দুঃখীর মেয়ে কাজ কর্ত্ত আর সে তাদেরই সর্ব্বনাশ কর্ত্ত।

বীণা। তারপর?

সুকুমার। এমনি একটী গরীবের মেয়ে দোকানে চাকুরী নিয়ে ছিল। এখন হবিত হ, একদিন সে রাজ পুত্রের নজরে পড়ল। আর রক্ষে আছে? এমনি সেই স্ত্রীলোকের সঙ্গে ষড়যন্ত্র চলতে লাগল। মেয়েটা প্রথম প্রথম ভেবেছিল তার মনিব খুব ভদ্রলোক। তাই সে যা বলতো তাই শুনতো। একদিন সেই স্ত্রীলোক বল্লে,—"তুমি অনাথা, রাত্রে আর কোথাও যেওনা আমার বাড়ীতে থাক। এই বলে তাকে তার অট্টালিকার পাঁচতলায় একখানা ভাল ঘরে পুরে রাখলে। খানিকক্ষণ পরেই রাজপুত্র এসে উপস্থিত। মাগীটা রাজপুত্রকে সরাসরি উপরে নিয়ে গিয়ে সেই মেয়েটার ঘরে পুরে দিয়ে নিচে নেমে এলো।

বীণার গা কেঁপে উঠ্‌লো। সে স্বামীকে সজোরে চেপে ধরে বল্লে, "তারপর ?"

সুকুমার। তারপর দু'জনের দ্বন্দ্বযুদ্ধ। একজন পশুবৃত্তি চরিতার্থ করবার জন্য উন্মাদ, আর একজন সতীত্ব রক্ষার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। শেষে কিছুতেই কিছু হয় না দেখে মেয়েটা একটা বুদ্ধির কাজ কল্লে। সে রাজপুত্রকে হাতজোড় করে বল্লে, "আপনি পনের মিনিট নিচে যান আমি নিজেকে একটু সাম্‌লে নিই, তারপর আপনার নিকট দেহ বিক্রী করব।" রাজপুত্র ভাবলে সে যখন তার মুঠোর ভেতরে তখন তার আবদারটা শোনা যাক। এই ভেবে সে ঘরে চাবী দিয়ে নীচে নেমে গেল। এদিকে মেয়েটা এই সুযোগ পেয়ে—একবার ঘরের সবদিক তাকালে। দেখ্‌লে রাস্তার দিকে যে জানলা তার মাথায় শারসী-ভেঙ্গে ফেলা যায়। এখন কি করে রাস্তায় গিয়ে পড়ে। ভেবে দেখ বীণা পাঁচতোলা বাড়ী। তার ঘরখানা যেন মেঘে ঠেকে আছে। সেই ঘর থেকে সে পালাবে। সে তাড়াতাড়ি বিছানার চাদর মশারি সব ছিঁড়ে ছিঁড়ে দড়ি তৈয়ারী কর্‌লে। একটা সুবিধে এই মাগীটার পোষাক পরিচ্ছদের বড় দোকান ছিল বলে সব ঘরেই কাপড় ঠাসা। সুতরাং অনেক কাপড় সে সুমুখে পেলে। সে চটপটে মেয়ে। এসব কাজ এক নিমেষে করে ফেললে। তারপর সেই দড়িটা রাস্তার দিকে ঝুলিয়ে দিয়ে একটা খুঁট ঘরের কোথাও বেঁধে তড়াক করে জানালার মাথায় উঠে পড়ল।

ঠিক সেই সময় রাজপুত্র ঘরে ঢুকল। সেত দেখেই স্তম্ভিত। ব্যাপার বুঝতে পেরে—মেয়েটাকে ধরে ফেলবার জন্য সে যাই উপরে

উঠতে যাবে মেয়েটা অমনি ভগবানকে স্মরণ করে ঝুলে পড়ল। তারপর ধীরে ধীরে যেন আকাশ থেকে নামতে লাগল।

উঃ সে কি দৃশ্য! ছবি দেখলে গা কেঁপে উঠে। সেই জয়ী হল। ঘোর রাত্রে নির্জ্জন রাস্তায় নেমে পড়ল, পড়েই ছুটতে লাগল। কোথায় যাচ্ছে তার ঠিক্ নেই কিন্তু এদের কবল হতে ত রক্ষা পেলে। ছুটতে ছুটতে এক ভদ্রলোকের বাড়ীর সুমুখে গিয়ে,—'আমায় রক্ষা কর?' বলেই অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল। তেমনি করে সে সতীত্ব রক্ষা করলে।

বীণা। আশ্চর্য্য বুকের পাটা।

সুকুমার। তবেই বোঝ, তার সতীত্ব রক্ষা করবার আগ্রহ কত?

এই প্রকার এলোমেলো গল্প চলতে লাগল। সেদিন বীণার হৃদয়-দ্বার একেবারে উন্মুক্ত। সে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করতে লাগল, আর সুকুমার—নিজের সামর্থ্য মত উত্তর দিয়ে যেতে লাগল। ক্রমে রাত গভীর হয়ে এলো। পূর্ব্বাকাশের চাঁদ পশ্চিম গগনে ঢলে প'ড়ল। দুজনের সর্ব্বাঙ্গ বরফের মত ঠাণ্ডা হয়ে গেল। সুকুমার ক্লান্ত হয়ে ক্ষণকাল চুপ করে রইল।

কিছুক্ষণ পরে বীণা নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে বল্লে,—"কি ভাবচ? সেই মেয়েটাকে?"

সুকুমার। না, ভাবচি তোমাকে আর আমাকে। বেশ আমরা দু'জন শুয়ে আছি, না? যেন তোমাকে আর রাঁধতে হবে না আমাকে আর চাকরি করতে হবে না। যেন দু'জনে একখানা ট্রেণে চেপে আছি আর সেই গাড়ীখানা অবিরাম গতিতে অনন্তের দিকে ছুটেচে, কোথাও

থামা নেই, পশ্চাতে চাওয়া নেই, কেবল চলেছে, হু হু করে সুমুখের দিকে ছুটেচে। আর সেই গাড়ীতে তুমি আর আমি একা।

বীণা। সত্যি এমনি করে নিশ্চিন্ত হয়ে শুয়ে থাকতে বেশ লাগে। আমার মাঝে মাঝে আতঙ্ক হয়, বুঝি বরাতে আমাদের এ সুখ সইবে না।

সুকুমার। এ কথা মিথ্যা নয় বীণা। মানুষের বরাতে এ সুখ বড় ঘটে না। তোমার কথায় আমার আর একজনকে মনে পড়ে গেল—সীতা দেবীকে। ঠিক এমনি করে সীতারাম এক সঙ্গে পাশাপাশি শুয়ে থাকত। আমার একটা শ্লোক মনে পড়ে গেল——

কিমপি কিমপি মন্দং মন্দ মাসত্তিযোগা
দবিরলিত কপোলং জল্পতোরক্রমেণ।
অশিথিলপরিরম্ভ ব্যাবৃতৈকৈক দোষ্ণো
রবিদিতগতযামা রাত্রিরেব ব্যরংসীৎ॥

বীণা। তার মানে?

সুকুমার। অর্থাৎ কবি বলচেন এমনি রাত্রে সীতাদেবী রামচন্দ্রের পাশে শুয়ে থাকতো। যে একজনের কপোল অর্থাৎ গাল আর এক-জনের গালে ঠেকে থাকতো, তারা দুজনে মৃদুস্বরে মন্দ মধুর কত গল্পই করে যেতো, সে সব গল্পের একটাও ক্রম অর্থাৎ থেই ছিল না। একজন আর একজনকে গাঢ় ভাবে জড়িয়ে ধরে থাকত। এমনি করে তাদের কোন দিক দিয়ে রাত কেটে যেত কেউ বুঝতে পারত না।

বীণা। বেশ লিখেচে ত!

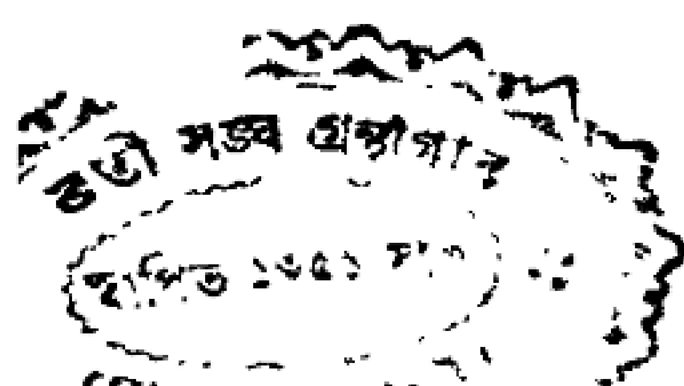
সুকুমার। কিন্তু এভোগ তাদের বেশী দিন সহ্য হয়নি। দু'দিন পরেই দুর্ম্মুখ এসে তাদের সুখ ঐশ্বর্য্য কেড়ে নিলে।

বীণা। সত্যি সীতার দুঃখের কথা ভাবলে গা শিউরে ওঠে, আচ্ছা কি অপরাধে তার এই শাস্তি ?

সুকুমার। তার অপরাধ, সে স্বামী সোহাগিনী। স্বামীকে একদণ্ড চোখের আড়াল কত্তে না পেরে কারোর কথা না শুনে স্বামীর সঙ্গে বনবাসে চলে গিয়েছিল। এই মহা অপরাধে তার শেষজীবনটা "হা রাম হা রাম" করে কেটে গেল।

বীণা ফোঁস করে একটা নিঃশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়িয়ে কাপড় সংযত করে বল্লে,—"চল শুয়ে পড়িগে। ছেলেটা এইবারে উঠবে।"

দুজনে নিচে চলে এলো।



—চার—

পূর্ব্বরাত্রের স্মৃতিটুকু সমস্ত সকাল ধরে স্বামি-স্ত্রীকে মোহাবিষ্ট করে রাখলে। দুজনে আবার রাত্রের প্রতীক্ষায় বসে রইল, ক্রমে রাত্রি এসে উপস্থিত হ'ল।

বীণা বল্লে, "চল আজও ছাদে শুইগে।" উভয়ে ছাদে চলে গেল বীণা কোলপেতে বসল, সুকুমার তার কোলে মাথারেখে শুয়ে প'ড়ল।

সুকুমার বল্লে, "একটু সেবা কর, মাথায় হাত বুলিয়ে দাও।"

বীণা অনিয়ন্ত্রিত হস্তক্ষেপে সুকুমারের মাথায় হাত বুলুতে বুলুতে বল্লে,—"কালকের মত গল্প কর।"

সুকুমার। কি গল্প কর্ব্ব ?

বীণা। কালকের মত শোলোক বল।

সুকুমার। আমার কি শ্লোক মনে আছে ? সে কবে, কোন যুগে পড়েছি। সে চর্চ্চাই আর নেই। এখন এমন বন্ধু নেই যে তাদের সঙ্গে সংস্কৃত সাহিত্যের আলোচনা করি।

বীণা। তা হোক্, তবু বল।

সুকুমার। সত্যি, বীণা কিছু মনে নেই। তবে মোটামুটি গল্প শোন ত বলি। সংস্কৃত 'সাহিত্য দর্পণের' কথা শুনবে ?

বীণা। সে কে ?

সুকুমার। সে একখানা বই তার নাম অলঙ্কার শাস্ত্র তাতে মেয়ে মানুষের চলন-বলন, হাসি-কান্না, বাল্য যৌবন সব পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণনা করা আছে।

বীণা। হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাই বল, তাই বল।

সুকুমার। ভালবাসার লক্ষণ শুনবে ?

বীণা। তার মানে কি ?

সুকুমার। অর্থাৎ একজন নায়িকা একজন নায়ককে, ভালবাসে তা কি কি বাহ্য লক্ষণে টের পাওয়া যায়।

বীণা। নায়িকা মানে কি ?

সুকুমার। বিবাহিত বা অবিবাহিত মেয়েকে নায়িকা বলে। সুশিক্ষিতা অনুরাগিনী বেশ্যাকেও নায়িকা বলে। এরা যাকে ভালবাসে, —অর্থাৎ বিবাহিতা হলে স্বামী, অবিবাহিতা হলে ভাবী স্বামী, আর বেশ্যা হলে কোন পুরুষ—তাকে নায়ক বলে।

বীণা। বুঝেচি, বল।

সুকুমার। মনে কর একজন নায়িকা একজন নায়ককে ভালবাসে। নায়ক যখন পথ দিয়ে অফিসে যাবে, নায়িকা ঠিক তখন জানালার কাছে এসে দাঁড়াবে। নায়ক যখন পুকুরে নাইতে যাবে, নায়িকা ঠিক্ সেই সময় কলসী নিয়ে সেই পুকুরে জল আন্‌তে যাবে।

বীণা। তারপর ?

সুকুমার। মনে কর, নায়ক, নায়িকার বাড়ীর সুমুখে কোন কারণে এসে দাঁড়িয়েচে, নায়িকাও নায়ক দেখতে পায়, এমন স্থানে এসে

দাঁড়াবেই। দাঁড়িয়ে কি কর্ব্বে জান? কত ভিরকুটিই কর্ব্বে। মাঝে মাঝে খোঁপায় হাত দেবে!

বীণা। কেন?

সুকুমার। তাতে বুকের কাপড় একটু খুলে যাবে। নায়ক দেখতে পাবে।

বীণা। মিথ্যে কথা! মিথ্যে কথা! মেয়ে মানুষকে খাট কর্ব্বার জন্যে ঐ বই লেখা।

সুকুমার। তা জানিনা। যেমন আছে বলে যাই। নায়কের সুমুখে আর কি কি কর্ব্বে বলি শোন। মাঝে মাঝে মাথা চুলকুবে। চুলের গোছা একবার খুলবে আবার বাঁধবে। এক একবার হাই তুলবে, দুই একবার ভোস্ করে নিশ্বাস ফেল্‌বে, কাছে যদি কোন ছোট ছেলে থাকে তাকে জড়িয়ে ধরে চুমু খাবে।

বীণা। তুমি বানিয়ে বলচ!

সুকুমার। মাইরি না। শ্লোকে আছে—"জৃম্ভতে স্ফোটয়ত্যঙ্গং বাসমাশ্রিত্য চুম্বতি!"

বীণা। তারপর?

সুকুমার। কখনো কখনো নিজের ঠোঁট্ কাম্‌ড়াবে। কখনো পায়ের বুড়া আঙুল দিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মেঝেতে লিখবে। কখনো নীচু দিকে চেয়ে থাক্‌বে কখনো নায়কের মাথার একহাত উপরে চেয়ে থাক্‌বে।

বীণা। বাবা! এতও জানে! কে এ লোকটা বই লিখেচে বলত?

সুকুমার। লোকটা। খুব রসিক পণ্ডিত। তার নাম বিশ্বনাথ কবিরাজ। মেয়ে মানুষই ছিল তার ধ্যান তার তপস্যা।

বীণা। তাই ত দেখছি। তারপর?

সুকুমার। আরো অনেক লক্ষণ আছে। নায়কের ছোট ভাই বা চাকর যদি বাড়ী আসে নায়িকা তাকে আড়ালে নিয়ে গিয়ে কত কথাই জিজ্ঞেস কর্বে। কোন একটা ছল পেলেই প্রিয়তমের বাড়ী আসবে। এসে যদি তাকে ঘরে দেখতে পায় ত ঘরের আশে পাশে ঘুরবে। যদি সে ঘরে না থাকে তবে তার ঘরে ঢুকে তার প্রিয় জিনিষগুলি ঘাটবে বা তার চেয়ারে বসে পড়বে। আর কত বলব?

বীণা। আর বলে কাজ নেই। আমার দম আটকে যাবে।

সুকুমার। তবে বন্ধ করি।

বীণা। না গো ভারি মিষ্টি লাগচে, বুড়োর অন্য কথা বল। আচ্ছা আমার ভালবাসার কোন লক্ষণ পেয়েচ?

সুকুমার। কিছু না, কিছু না। তবে একটা পেয়েচি। সন্ধ্যের সময় যখন অফিস থেকে আসি, তুমি জানালার কাছে দাঁড়িয়ে থাক।

বীণা উচ্চহাস্য করে উঠলো। আবার গল্প চলতে লাগল।

সুকুমার। বিবাহিতা নায়িকা তিন ধরণের মুগ্ধা, মধ্যা ও প্রগলভা। বিবাহের প্রথম দু'চার বছর মুগ্ধা, তারপর দু'চার বছর মধ্যা তারপর প্রগলভা। প্রথম যখন যৌবনের ঢেউ লাগে তখন সে মুগ্ধা। তখন লজ্জায় জড়সড়। স্বামীর শত অনুরোধেও মুখ দিয়ে কথা ফোটে না, দুই একটা ভাঙা ভাঙা কথা। স্বামী হাত ধরে মুখ ফিরিয়ে দিলেও আবার

পাশ ফিরে শোবে। স্বামী গায়ে হাত দিলে শিউরে উঠবে—গা কাঁপতে থাক্‌বে। তারপর মধ্যা, যেমন তুমি। একটু একটু বুলি ফুটেছে লজ্জা আছে আবার নেই। যৌবনে ঢল ঢল যেন মদনানন্দ বটিকা।

বীণা আর থাক্‌তে না পেরে ঝুঁকে পড়ে স্বামীর মুখ চেপে ধরে বল্লে, "ওগো, থাক্ থাক্ আর তোমায় বর্ণনা কর্ত্তে হবে না!"

সুকুমার। তারপর প্রগল্‌ভা যেমন ও বাড়ীর বৌদি। সব বিষয়ে ওস্তাদ। স্বামীর উপর টেক্কা দেয়। কথার দাপটে স্বামী পরাস্ত। কখনো রাগ কখনো ঝাল কখনো অভিমান! এদিকে আবার পবিত্র মাতৃমূর্ত্তি। "অতি বড় দুশ্চরিত্র ব্যক্তি সে মূর্ত্তি দেখলে অধোমুখে থাকে। তখনই তার নাম হয় গৃহিণী।

বীণা। হুঁ, বল।

সুকুমার। আর এক ধরণের নায়িকা আছে যাকে বলে অভিসারিকা। যে সব কুলবধূ পরপুরুষে আসক্ত বা যে সব বেশ্যা কোন ব্যক্তিবিশেষের উপর অনুরক্ত তাদেরি অভিসারিকা বলে। এরা প্রথমে প্রণয়ীর সঙ্গে চিঠি চালাচালি করে। তারপর সঙ্কেত মত সন্ধ্যার সময় একস্থানে গিয়ে উপস্থিত হয়, সেখানে কিছুক্ষণ পরে নায়ক মশাই এসে দেখা দেয়! ভাঙ্গামন্দির, দূতীর বাড়ী, নদীর তীর, শ্মশান এই সব হল মিলনের স্থান।

বীণা। ও কালামুখীদের গল্প শুন্‌তে চাই না। অন্য কথা বল।

সুকুমার। আচ্ছা অন্য কথা বলি শোন। যৌবন দেখা দিলে মেয়েদের মধ্যে আঠাশ রকম সৌন্দর্য্য ফুটে ওঠে। এই সব এক এক ধরণের সৌন্দর্য্যকে এক একটা অলঙ্কার বলে। গোটাকতক বলি

শোন। একটার নাম হচ্চে ভাব! আর একটার নাম হচ্চে হাব। "নির্ব্বিকারাত্মকে চিত্তে প্রথম বিক্রিয়া।" কুমারীর মনটী নির্ব্বিকার। তারপর তার ওপর যৌবনের বাতাস বইতে সুরু করলে, তখন যে প্রথম ঢেউটী উঠবে সেইটীর নাম ভাব। তখন দৃষ্টি সলাজ হয়ে যাবে, স্বর ভাঙা ভাঙা হবে, চলতে গিয়ে পা কাঁপবে, বুকের কাপড় সর্ব্বদাই টেনে দিতে থাক্‌বে—এই অবস্থাটী হলো ভাব। আর এর চেয়ে আর একটু গাঢ় অবস্থা হল হাব। আর একটা সৌন্দর্য্যের নাম হলো—মাধুর্য্য। "সর্ব্বাবস্থাবিশেষেতু মাধুর্য্যং রমণীয়তা! ভরাযৌবনে নারীর এমন এক দিন আসে যখন তার প্রত্যেক অবস্থাটাই সুন্দর! তার চলা-ফেরা, শোয়া-বসা, দাঁড়ান, হাসি-কান্না সবতাতেই একটা সৌন্দর্য্য খেলে যায় সেই অবস্থাটার নাম হলো মাধুর্য্য। আর একটা সৌন্দর্য্যের নাম হসিত। "হসিতংতু বৃথা হাস যৌবনোদ্ভেদ সম্ভবঃ।" যৌবনের মুখে নারী সদাই ফিক্ ফিক্ করে হেসে থাকে। হাসবার কোন কারণ নেই অথচ হাসি। এই হাসি হাসিমাখা অবস্থাটার নাম হসিত। আর একটা অবস্থার নাম চকিত! "কুতোপি দয়িতস্যাগ্রে চকিতং ভয়সম্ভ্রমঃ" প্রিয়তমের সঙ্গে কথা কইতে কইতে হঠাৎ চম্‌কে উঠে তাকে জড়িয়ে ধরার নাম চকিত! কালরাত্রে তুমি যেমন সেই পাখীটাকে দেখে চম্‌কে উঠে আমায় ধরেছিলে।

এই বলে সুকুমার একটু থামল।

বীণা। আর সব?

সুকুমার। আর সব আমার মনে নেই, বা বলবার নয়।

বীণা। তার মানে?

সুকুমার। এমন সব কথা আছে যা স্বামী-স্ত্রীতেও আলোচনা করা যায় না।

বীণা। তবে লিখেছিল কি করে?

সুকুমার। লজ্জাসরমের মাথা খেয়ে। তখনকার লেখকদের চোখের চামড়া ছিল না।

কথা কইতে কইতে দুজনে অনেকটা অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল সুতরাং তাদের গলার আওয়াজও একটু চড়ে গিছল। সুকুমারের পূর্ব্ববর্ণিত বউদিও সেদিন পুত্র কন্যা নিয়ে ছাদে শুয়ে হাওয়া খাচ্ছিল। তার কাণে এদের স্বামী-স্ত্রীর স্বর গিয়ে পঁহুছিল। বউদি অনুচ্চস্বরে সুকুমারকে সম্বোধন করে বল্লে,—"ঠাকুরপো! তোমাদের কি গল্প হচ্চে?"

সুকুমার একটু লজ্জিত হয়ে বল্লে, কে বউদি নাকি? তুমিও ছাদের আশ্রয় নিয়েচ?"

বৌদি। ঘরে বড় গরম, ভাই। তাই একটু ছাদে পড়ে আছি। যাহোক্ তোমাদের গল্প একটু একটু কাণে যাচ্চে। আমারো গিয়ে শুনতে ইচ্ছে করে।

এই কথা শুনে বীণা সুকুমারকে কি বলে দিলে। সুকুমার হাসতে হাসতে বল্‌লে, "বউদি, 'এ' বলচে তুমি একটু ছাদে এসে আমার কাছে বস, এর ঘুম্ পেয়েচে ঘরে শুতে যাবে।

বৌদিও সহাস্যে বল্‌লে, "ঠাকুরপো। বউকে বল, সে যদি আলো ধরে নিয়ে যায়, যেতে পারি। বুড়ো হয়েচি, একা যেতে পারি না।"

বীণা আবার কি তার স্বামীর কাণে কাণে বললে। সুকুমার বল্লে,—বউদি, তোমার যা' বলচে, বার্দ্ধক্যের কোন চিহ্নইত দেখা যায় না। এখনো ওরূপ দেখলে 'মনীনাঞ্চ মতিভ্রমঃ' ঘটে।

বৌদি। বার্দ্ধক্য কি আগে দেহে হয় ঠাকুরপো, হয় মনে! যদি বুড়ই না হবো, এমন রাত্রে একা পড়ে আছি কেন বল।

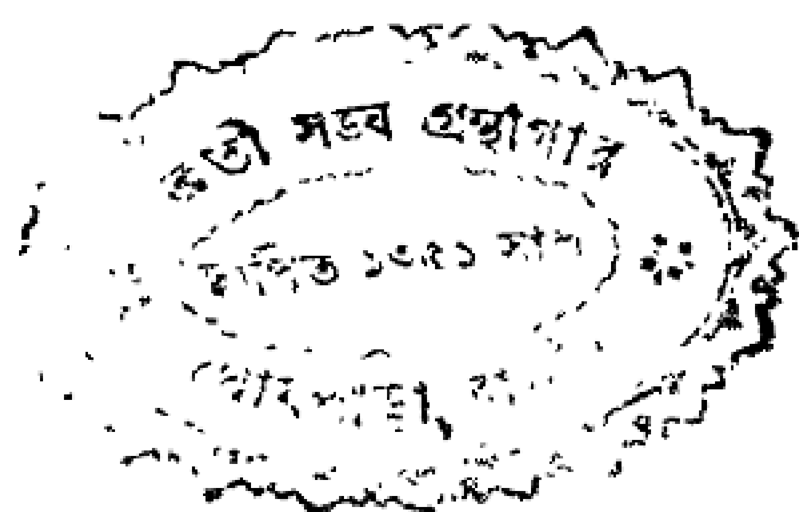
বীণা এইবার অনুচ্চস্বরে বল্লে, তাই ত তোমার ঠাকুরপোর কাছে আসতে বলছি।

বৌদি। আজকে তুই-ই ঠাকুরপোকে নিয়ে থাক। কালকে আমি দখল কর্ব্ব।

বীণা। কাল অবধি তুমি বাঁচ্‌লে ত!

বৌদি। ওলো, আশায় আশায় বিকারের রোগীও বেঁচে থাকে। সামান্ত রসিকতা হতে আরম্ভ করে দুই বউএতে নানা কথায় মেতে রইল, ইত্যবসারে সুকুমার নাক ডাকিয়ে ঘুমিয়ে প'ড়ল।

এমনি করে আরো কিছুক্ষণ কাটল। এমন সময় খোকার কান্না বীণার কাণে গেল। সে ধড়মড় করে উঠে, বৎসহারা ধেনুর মত উর্দ্ধশ্বাসে ছুটে চলে গেল, তার বুকের ধনকে বুকে তুলে নিতে। সুকুমারও আস্তে আস্তে নেমে গিয়ে বিছানায় শুয়ে প'ড়ল।



—পাঁচ—

দাম্পত্য-জীবনের অত্যুৎকৃষ্ট অবস্থাটা নরনারীর ভাগ্যে কতটুকু ভোগ হয়ে থাকে? যে অবস্থাটির সঙ্গে নিত্য পরিচয় সেটা তত মনোরম বা উপভোগ্য নয়। রোগ, শোক, অশান্তি, উদ্বেগ প্রভৃতি জঞ্জালভরা সংসারে রাকাচন্দ্রের শুভ্র জ্যোৎস্নায় গা ভাসিয়ে, উন্মুক্ত আকাশতলে আত্মবিস্মৃত হয়ে স্বামী-স্ত্রী কত রাত্রি সাত্বিক সুখ অনুভব কর্বার অবসর পায়? বীণা ও সুকুমার যে উপর্য্যুপরি দু'দিন এ হেন সুখের অধিকারিণী হয়েচে এজন্য ভগবানকে ধন্যবাদ!

পূর্ব্বোক্ত ঘটনার দিনকতক পরেই বীণার বাপের বাড়ী হতে এমন একখানা চিঠি এল যা পড়ে সে একেবারে ম্রিয়মান হয়ে ত গেলই সঙ্গে সঙ্গে তার মনটাও এমন বিগড়ে গেল যার ঘাত-প্রতিঘাতে সুকুমারের সংসারটা বহুদিনের মত বিষণ্ণ ও বিশৃঙ্খল হয়ে প'ড়ল। ঘটনাটা এই।—

বীণার ঠাকুরদা তখনো জীবিত ছিলেন। এই বৃদ্ধটী যেমন নাতনী বলতে অজ্ঞান হতেন নাতনীও সেইরূপ দাদামশাই বলতে পাগল হতো। দাদামশাই পূর্ব্বে সুকুমারের বাড়ী মাঝে মাঝে এসে নাতনীকে দেখে যেতেন। কিন্তু আজ দু'বছর তিনি শয্যাগত। ভীষণ হাঁপানি রোগে আক্রান্ত হয়ে পলে পলে মৃত্যু যন্ত্রণা ভোগ কচ্ছেন। কিন্তু শেষে

যে এত বাড়াবাড়ী হয়ে উঠচে তা বীণা জান্‌তে পারেনি, কারণ সে এক বৎসরেরও অধিক বাপের বাড়ী যায়নি।

হঠাৎ সংবাদ এল ঠাকুরদা অন্তিমশয্যায় শায়িত, বীণা যদি তাকে একবার দেখতে চায় যেন পত্র পাঠে চলে আসে।

চিঠি পেয়ে বীণা কেঁদে সারা হ'ল। রাত্রে যখন সুকুমার বাড়ী ঢুকল সে সেই চিঠিখানা স্বামীর হাতে দিয়ে গুম্ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল! সুকুমার চিঠি পড়ে প্রমাদ গুনলে। এখন অফিসে গোলমাল চলেচে এ অবস্থায় অফিস কামাই করে কি করে? একটু কিন্তু হয়ে সে বীণার দিকে চেয়ে সহানুভূতিসূচক কোমলস্বরে বল্লে,—"চিঠি পড়লুম কিন্তু কি ক'রে যাই ভাবচি। তুমি চলে গেলে এখানে কি করে চলবে তাও বুঝ্‌তে পারি না, আর অফিসেও বোধ হয় ছুটী দেবে না!"

বীণা। আমিও যে বুঝি না ত নয়, কিন্তু একবার দেখতেও ইচ্ছে করে ত? কি উপায় কর্ব্বে?

সুকুমার। তুমি যদি আমার একটা কথা শোন ত ব'লি। তোমাদের গ্রামের একজন ভদ্রলোক আমাদের অফিসে কাজ করেন জান ত? কাল তাঁর কাছ হতে সংবাদটা নি তারপর যা হবার হবে।

এ যুক্তিটা বীণার চক্ষে সমীচীন ঠেক্‌ল। সে একটু চিন্তা করে বল্লে —"তবে যা ভাল বোঝ তাই ক'র, কিন্তু কাল সংবাদ নিতে ভুলো না।" এই বলে সে চলে গেল।

বীণা অবোঝ মেয়ে নয়। একদণ্ড সে না থাকলে স্বামীর যে কি কষ্ট তা সে বুঝ্‌তে পারে। যে ছেলেটাকে একদিন না দেখলে সুকুমার বিশ্বসংসার অন্ধকার দেখে তাকেই বা কাছ ছাড়া কর্ব্বে কি

করে ? তার উপর সংসার। স্বামীকে দেখা ত আছেই সংসার বলেও একটা সত্ত্ব আছে। সে তিল তিল সাধনা করে একটা সংসার গড়েচে এবং সেইটেই তার জীবন স্বামী হয়ে দাঁড়িয়েচে। বাঙালীর সংসার কচীছেলেরও বাড়া। ছেলেকে একদিন না দেখলেও চলে কিন্তু সংসার একদিন না দেখলে চলে না। এই সব বুঝেই বীণা আর বায়না না ধরে মুখ বুজে পড়ে রইল। কিন্তু ঠাকুরদার অমঙ্গল চিন্তা তাকে সারারাত ধরে ব্যাকুল করে তুললে।

পরদিন অফিসে গিয়ে সুকুমারের প্রথম কাজ হলো শ্বশুর বাড়ীর সেই ভদ্রলোকটীর সঙ্গে দেখা করা। ভদ্রলোক সুকুমারের কথা শুনে বল্লে,—"হ্যাঁ, মধ্যে হরিপ্রসন্নবাবুর খুবই বাড়াবাড়ি হয়েছিল, এখন অনেকটা ভাল সাম্‌লে উঠেছেন।"

সুকুমার একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বল্লে,—"আপনি ঠিক্ জেনে বলছেন ত' ?"

ভদ্রলোক অবিচলিত চিত্তে বল্লে,—"আমি ঠিক জানি। কাল ওপাড়ায় গিছলাম। তাঁকে বসে থাকতে দেখেছি।"

সুকুমার নিশ্চিন্ত হলো। বাড়ীতে এসে স্ত্রীকে সব কথা খুলে বল্লে। বীণারও একটা দুর্ভাবনা কেটে গেল। সে বল্লে,—"কিন্তু মাঝে মাঝে তার নিকট হতে খপর নিও।"

দু'চার দিন পরে সুকুমার আবার সেই ভদ্রলোকটীকে জিজ্ঞাসা কল্লে। এবারও সুসংবাদ পেলে। আরো কিছু দিন কেটে গেল। যখন শ্বশুর বাড়ী হ'তে আর কোন সংবাদ আসচে না, এবং যখন

একটী লোক সুনিশ্চিত সুসংবাদ দিচ্চে তখন সুকুমার আর কোন উচ্চবাচ্য না করে চুপচাপ কাজ করে যেতে লাগ্‌ল।

এমনি একদিন তার অফিসের ঠিকানায় একখানা চিঠি এসে পড়ল —তার শ্বশুরের লেখা। তাতে লেখাছিল তাঁর পিতার অর্থাৎ বীণার ঠাকুরদার 'কাল' হয়েছে। সে অর্থাৎ সুকুমার যেন বীণাকে নিয়ে পত্রপাঠ চলে আসে।

সুকুমারের মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়ল। নিজের বুদ্ধি-হীনতার বিষয় চিন্তা করে সে মর্ম্মাহত হয়ে প'ড়ল। তার কেবল এই ভাবনা হ'ল কি করে এ সংবাদ বীণাকে দেবে? কি অন্যায়ভাবে সে বীণার প্রাণে দাগা দিলে! স্ত্রীর উপর এত বড় অত্যাচার আর কোন স্বামী করেচে না কর্ত্তে পারে? ছি ছি! আর লোকটাই বা কি রকম? ভাল রকম না জেনে দায়িত্ব-জ্ঞানহীন আনাড়ীর মত 'ভাল থাকার' সংবাদ দিত? সুদুর পল্লীগ্রামের লোক যে কতবড় কাণ্ডজ্ঞানহীন হয় সুকুমার এই ঘটনা হতে বুঝতে পারলে। তার এখন সব ভাবনার সেরা ভাবনা হ'ল, বীণাকে জানায় কি করে?

সে ভাবলে কি করা যায়? যদি বীণাকে সব খুলে বলি সে ত' আর্ত্তনাদ কর্ব্বেই পরন্তু আমার উপর একটা মর্ম্মান্তিক অভিমান পোষণ কর্ব্বে আর না হয় তাই হলো, কিন্তু তাতে শ্বশুরবাড়ী নিয়ে যাওয়া কি সঙ্গত? যাকে শেষ দেখা দেখতে গেল না তার শ্রাদ্ধে লুচী খেতে যাওয়া —এটা কেমন কেমন ঠেকে না?"

অনেক সংকল্প বিকল্পের পর সুকুমার ঠিক করলে এখন কিছুতেই বীণার কাছে এই ব্যাপার ভাঙবে না বা তাকে নিয়ে যাবে না।

তারপর কৌশলে তার বুদ্ধি অভিভূত করে দিয়ে তাকে সংবাদ দেবে এক কথায় বীণাকে প্রবঞ্চনা কর্ব্বে।

বীণাকে প্রবঞ্চনা কর্ব্বে—এই কথাটা চিন্তাচক্রে আরোহন করবা-মাত্রই সুকুমারের অন্তরাত্মা শিউরে উঠ্‌ল। পতিব্রতা, বিশ্বাসশীলা পত্নীকে প্রবঞ্চনা! না না, তার চেয়ে তাকে খুলে বলাই ভাল। সে অফিস থেকে গিয়েই বীণাকে এই দুঃসংবাদ দেবে।

আবার বীণার রোরুদ্যমান মূর্ত্তি সুকুমারের মানস পটে বায়োস্কোপের মত ফুটে উঠ্‌লো! সংবাদটা শুনেই বীণা যেন চম্‌কে উঠলো, তারপর অঝরঝরে কাঁদতে লাগ্‌ল, তারপর আছাড় খেয়ে পড়ে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে গেল! না না, সুকুমার এ দৃশ্য দেখতে পার্ব্বে না! সে বীণাকে কোন সংবাদ দেবে না। মা বোন, পরিবারের কাছে অনেক কথা চেপে রাখতে হয় সেটা প্রবঞ্চনা নয়।

কিন্তু তারা কি মনে কর্ব্বে—শ্বশুর শাশুড়ী? নিশ্চয় ভাববে তারা গরীব বলে জামাই এমন দুর্ব্ব্যবহার কল্লে।

সুকুমার ঠিক কল্লে তাদের নিকট ক্ষমা চেয়ে সব কথা খুলে বলে একখানি পত্র দেবে কিন্তু এখন যতদিন পারে বীণার কাছে কথাটা চেপে যাবে!

রাত্রে বীণা যখন জিজ্ঞাসা কল্লে তার দাদামশাই কেমন আছে, সুকুমার অলক্ষ্যে একটা ঢোঁক গিলে বল্লে,—সেই রকমই আছেন। তোমাকে, মনে কচ্ছি, একবার নিয়ে যাবো। আর শুন্‌লুম্ যা কষ্ট পাচ্চেন তার চেয়ে যদি স্বর্গে চলে যান ত জুড়িয়ে যান্। "বীণা কি বল?"

দাম্পত্য-জীবন

বীণা একবার উদাস দৃষ্টি দিয়ে স্বামীর পানে চেয়ে বল্লে,—"তা বটে। সে যে কি যন্ত্রণা, দেখলে পেটের ভিতর হাত-পা সেঁধিয়ে যায়।"

সুকুমার। আমি ত তাই ভাবি, তিনি যদি স্বর্গে চলে যান ত বেঁচে যান। আচ্ছা বীণা তুমি স্বর্গ মান?

বীণা। মানি না? পুণ্য কর্লেই স্বর্গে যায়, পাপ কর্লে নরকে যায়। স্বর্গ আছে নরকও আছে। আমার দাদামশাই কখনো কারোর অপকার করেনি।

এমনি করে আরো কটাদিন কেটে গেল! বীণা আবার একদিন জিজ্ঞাসা কর্লে তার দাদামশাই কেমন আছে আর কবে তাকে নিয়ে যাবে।

সরলা স্ত্রীর নিকট এখনো ব্যাপার লুকিয়ে রাখ্তে সুকুমারের যে কি অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছিল তা ভগবান ছাড়া আর কেউ বলতে পার্ব্বে না। কিন্তু আজও সে কিছুতে ভাঙ্তে পার্লে না, বল্লে,—"ভাল আছেন।" তারপরই বীণার মনোযোগ আকর্ষণ করে বল্লে,—"আচ্ছা বীণা, মনে কর, যদি তোমার দাদামশাই মারাই যান তুমি কচী খুকীর মত পা ছড়িয়ে কাঁদ্বে?"

বীণা একবার বিহ্বল দৃষ্টি দিয়ে সুকুমারের মুখের দিকে চেয়ে বল্লে, —"সত্যি কিছু ঘটেচে নাকি? মাইরি! খুলে বল আমায়।"

সুকুমার। না না কেবল জিজ্ঞাসা কচ্চি—তুমি কি কেঁদে অনর্থ ঘটাবে?

বীণা। কাঁদ্তে যাবো কেন? দাদামশাইয়ের দিন ফুরুলেই চলে যাবে, এতে কাঁদবার কি আছে।

সেদিন এখানেই শেষ হয়ে গেল!

পরদিন সুকমার ভাবলে আর স্ত্রীর সঙ্গে লুকোচুরী খেলবে না। তাই অফিস থেকে ফিরে এসেই স্ত্রীকে ডেকে বল্লে,—"বীণা, বড় দুঃসংবাদ। তোমার দাদামশাই স্বর্গে চলে গেছেন।"

আচম্বিতে কথাটা শুনেই বীণা কেমন ভেবাচেকা খেয়ে গেল! তার দাঁড়াবার শক্তি লোপ পেয়ে গেল, সে অবশ শরীরে নির্জ্জীবের মত ধপ্ করে মেঝের উপর বসে প'ড়ল। বসে বসে মহাচিন্তায় নিমগ্ন হয়ে প'ড়ল। কিন্তু তার চক্ষে একবিন্দু জল দেখা দিল না। সে যে স্বামীকে বলেচে কাঁদবে না, আর কি কাঁদতে পারে?

সে কাঁদলে না বটে কিন্তু তার অবস্থাটা বড়ই শোচনীয় হয়ে উঠ্‌লো। বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্মে তার শুভ্রকপাল স্বেদ সিক্ত হয়ে উঠলো এবং চূর্ণকুন্তল রাশি সেই ঘর্ম্মের সঙ্গে জড়িত হয়ে তার মুখখানায় এক হৃদয় বিদারক শোভা এনে দিলে। সে ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেল্‌তে লাগ্‌ল। তার অবস্থা দেখে সুকুমার মহাব্যথিত হলো এবং তার পাশে বসে গায়ে হাত বুলিয়ে কত কি সান্ত্বনা বাক্য প্রয়োগ কর্ত্তে লাগ্‌ল।

কিছুক্ষণ পরে বীণা উঠে চলে গেল এবং কলের পুতুলের মত সব কাজ সেরে গভীর রাত্রে ঘরে ঢুকে বিছানায় শুয়ে প'ড়ল। সুকুমার তখন তাকে পরম যত্ন সহকারে সেবা কর্ত্তে লাগল। যা যা ব্যাপার ঘটে ছিল সবই বল্লে, শেষে ক্ষমা চেয়ে বল্লে,—"তোমার প্রাণে আঘাত লাগবে বলেই আমি বল্‌তে পারিনি বীণা। আমার অন্য উদ্দেশ্য ছিল না।"

বীণা 'হ্যাঁ না' না দিয়ে গুম্ হয়ে শুয়ে রইল। শুয়ে থেকে থেকে

হঠাৎ তার চোখ দুটো যেন ফেটে গেল। অশ্রু প্রবাহে তার মাথার বালিস, কাপড়ের আচল ভিজে জল হয়ে উঠ্‌লো। সুকুমারের শত সান্ত্বনাতেও চোখের জল আর বাঁধ মান্‌লে না। অনেকক্ষণ ধরে কেঁদে কেঁদে শেষে সে ঘুমিয়ে প'ড়ল।

দুই একদিন এমনি করে কেটে গেল। বীণার মন যেন ক্রমশঃ ভেঙ্গে প'ড়তে লাগল। সে সব বিষয়ে অন্যমনস্ক হয়ে প'ড়ল। সুকুমার বল্লে,—"দুই একদিন বাপের বাড়ী বেড়িয়ে আসবে চল।" কিন্তু বীণা কোন মতে যেতে স্বীকৃত হলো না, বল্‌লে, "কোন মুখে আর সেথায় যাবো ?"

ইতিপূর্ব্বে সুকুমার তার শ্বশুর শাশুড়ীকে একখানি পত্র দিয়েছিল, কিন্তু তার কোন উত্তর পেলে না। বুঝতে পারলে তারা রাগ ও অভিমান করেচে।

এর কিছুদিন পরেই বীণার নামে তার মায়ের এক কড়া চিঠি এসে হাজির হলো। সুকুমারের শাশুড়ী সুকুমারকে খোঁচা দিয়ে কন্যাকে পাঁচ কথা শুনিয়ে দিয়েছেন। তিনি একথা সে কথার মধ্যে লিখেছেন ———

"মা, জামাই পেয়ে বড় সৌভাগ্যই মনে করেছিলাম। কিন্তু আমার বরাতে যে এমন জামাই জুটবে তা স্বপ্নেও ভাবিনি। তুমি আজকাল-কার মেয়ে, মা-বাপকে একেবারে ছেঁটে বাদ দিয়েছ। তোমার বাপের যদি টাকা কড়ী থাকতো তোমায় আনবার সামর্থ্য থাকতো তবে সুকুমার হয়তো পাঠাতো, তুমিও হয়তো আসতে। যাক্ আমার সবই

ভাগ্য তুমি সুখে আছ এইটে জান্‌লেই আমার সুখ। আমার জীবনে সাধ আহ্লাদ সব ঘুচে গেছে।" ইত্যাদি।

চিঠিখানা শুনে সুকুমার বিরক্তিতে ভ্রূকুঞ্চিত কর্লে। স্বামীর সে মুখের ভাব দেখে বীণা মনে মনে ভয় পেলে। সুকুমার শাশুড়ীর বিরুদ্ধে বিশেষ কোন দোষারোপ না করে কেবল বল্লে,—মেয়েমানুষের মন এমনি নীচু হয়ে থাকে। তারা শিবকে বানর করে বসে।"

—ছয়—

শ্বশুর শাশুড়ীর ব্যবহারে সুকুমার তাদের ওপর এমন হতশ্রদ্ধা হয়ে প'ড়ল যে তাদের নাম উচ্চারণ হবামাত্র সে অধীরতা প্রকাশ কর্ত্তে লাগল। বীণা স্বামীর মনোভাব দেখে প্রমাদ গুনলে। লজ্জা সঙ্কোচের দরুণ বাহ্যতঃ পিত্রালয়ে যেতে স্বীকৃত না হলেও বাপ-মাকে দেখবার জন্য তার প্রাণটা ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল। কোলের ভাই বোনগুলিকে কতদিন সে দেখেনি তাদের জন্যও তার মন কেমন কর্ত্তে লাগল। যতই দিন যেতে লাগল ততই সে মনমরা হয়ে উঠলো মেজাজটাও খিটখিটে হয়ে প'ড়ল।

বাপমাকে দেখবার বাসনা যখন, একবার চেপে ধরে তখন আর কিছু ভাল লাগে না। বীণারও সেই দশা ঘটল। সংসারের সকল কর্ত্তব্য তার কাছে তুচ্ছ বলে বোধ হতে লাগল।

একদিন সে সুকুমারকে বল্লে,—"সত্যি সত্যি তুমি নিয়ে যাবে না নাকি ?"

সুকুমার। কবে বলেছি নিয়ে যাব না ? তবে এখন আমার মন ভাল নয়। আর অফিসেও অশান্তি চলেচে ! এখন দিনকতক তোমায় চুপ করে বসে থাক্‌তে হবে।

বীণা। তুমি রাগের কথা বলচ, আমি আর বুঝতে পাচ্ছিনা? হাজার হোক মা ত! সে যদি অভিমান করে একটা কড়া বলে, তুমি তাই নিয়ে মাথা খারাপ কর্ব্বে?

সুকুমার। আমি কি তাই নিয়ে মাথা খারাপ কচ্চি? আমি বল্‌চি শীঘ্রই গুড্‌ফ্রাইডের ছুটি আসবে সেই সময় তোমায় নিয়ে যাবো। দুটো মাস তোমায় মুখবুজে থাকতে হবে।

"বলনা ছেলে ছেড়ে থাকতে পার্ব্বনা?" এই বলে বীণা মুখটা ভার করে চলে গেল।

এমনি করেঁ তর্ক, বচসা ও কথাকাটাকাটিতে দিন কাটতে লাগ্‌ল। মেয়েমানুষের মনই এমনি একবার ভাঙ্‌লে আর গড়তে চায় না। যতদিন না দৈবানুকুল্যে আবার জোড়া লাগে ততদিন মন ভাঙ্‌তেই থাকবে। তুচ্ছ কারণ নিয়ে বীণা সুকুমারের মনে দাগা দিতে লাগ্‌ল।

যে কাজটা না কর্লে নয় কেবল সেই কাজগুলোই সে ক'রে যেতো, স্বামীর জন্য যতটুকু করা দরকার কেবল ততটুকু কর্ত্তো—সে যেন ইচ্ছে করে নিজের হাতে গড়া সংসার পা দিয়ে ভাঙ্‌তে লাগ্‌ল।

এই সব দেখে সুকুমারেরও কেমন গোঁ ধরে গেল সে বীণার সুখস্বাচ্ছন্দ্যের দিকে এমন কিছুদিন মনোযোগ দেবে না—সে যা করে করে করুক হ্যাঁও বল্‌বে না, নাও বল্‌বে না! স্ত্রীর ওপর একটা বুকভরা অভিমান এসে প'ড়ল। অভিমান জিনিষটা সহজেই এক হতে অন্যে বিসর্পিত হয়ে থাকে। শ্বশুর শাশুড়ীর ওপর অভিমানটা

সুকুমারের অলক্ষ্যে বীণার ওপর জুলুমেত হতে লাগ্‌ল। তার উপর বীণার এই ব্যবহার! সুকুমার কি করে মনকে বোঝাবে বীণা তার জীবন-সঙ্গিনী, তার সুখে সুখী, দুঃখে দুঃখী? সুকুমার ভাবলে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে যে একটা অচ্ছেদ্য বন্ধন আছে বলে কবিরা ঘোষণা করে সেটা ভূয়া, অন্তঃসারশূন্য মিথ্যাপ্রবোধ। পরকে আপনার করে থাকতে হলে কতকগুলো বুজরুকি দরকার। স্ত্রী জীবন-সঙ্গিনী, স্ত্রী অভিন্নাত্মা, স্ত্রী অর্দ্ধাঙ্গিনী এসব হ'ল শাক মাছ ঢাকবার বৃথা প্রয়াস। পর কথনো আপনার হয় না।

রাগী ঝালী মেয়ের স্বভাব এই, সে ইচ্ছে করে, সখ করে নিজের শরীরটাকে নষ্ট কর্বে যদি বোঝে এরূপ কর্লে তার স্বামীকে জব্দ করা হয়। বীণাও সোজা পথ ছেড়ে এই বাঁকা পথ ধরলে। অনিয়মিত আহারে তার হৃষ্টপুষ্ট লাবণ্যময় দেহটা দিন দিন ক্ষীণ ও মলিন হয়ে যেতে লাগ্‌ল। তার নিটোল বাহুতে হাড় দেখা দিলে, যে রুলী কব্জীছেড়ে এক ইঞ্চি ওপরে উঠতো না সেই রুলী কনুইএর কাছ অবধি উঠা নামা কর্ত্তে লাগ্‌ল। এসব বিষয় সুকুমারের লক্ষ্যে পড়তে লাগ্‌ল। সে যতই টিক্ টিক্ করতে লাগ্‌ল বীণার আত্মপীড়ন ততই বেড়ে যেতে লাগ্‌ল।

এক রবিবার ঘাট হতে কাপড় কেচে আসতে বীণার একটু দেরী হয়েছিল, সুতরাং চা তৈরী কর্ত্তে বিলম্ব ঘটেছিল। চাখোর মানুষ চায়ের দেরী হলেই বিরক্ত হয়। সুকুমারও কোন একটা কথায় বিরক্তির ভাব প্রকাশ কর্লে। এই তার অপরাধ। এইজন্ত বীণা আর ভিজে কাপড় ছাড়লে না। সুকুমার নিজের দোষ স্বীকার করে

ক্ষমা চাইলে কিন্তু বীণার 'চরণ টলিল না হৃদয় গলিল না'! সে ভিজে কাপড়েই রইল।

সুকুমার দালানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আপনার মনে কত কি বলে যেতে লাগ্‌ল "আমি ত' বলেছিলুম মশাই! আমার দ্বারা বিয়ে করা চলবে না—আমি ওসব আপদ সইতে পার্ব্বনা। শ্বশুরমশাই জোর করে আমার ঘাড়ে একটা বোঝা চাপিয়ে দিলেন। এখন মর্‌ শালা তুই। তা'ও বরাতে জুটল একটা জানোয়ার!" ইত্যাদি ইত্যাদি।

কিছুক্ষণ গজ্‌গজ্‌ ফোঁস ফোঁস করে মহারণ্যে রোদন করে সুকুমার তার বৌদির কাছে মনের দুঃখ জানাতে গেল। এদিকে বীণার ভিজে কাপড় তার গায়ে শুকুতে লাগ্‌ল।

মজা এই, যতক্ষণ সুকুমার বক্ বক্ কর্‌ছিল বীণা একটীও কথাও কয়নি। রাত্রে মানসিক ক্লান্তিতে কতকটা অবসন্ন হ'য়ে সুকুমার যখন মাথায় হাত দিতে পড়েছিল, বীণা যেন পাণ্টা জবাব দিতে সেই করে ঢুকল। ছেলেটাকে ঘুম্ পাড়াতে পাড়াতে বল্‌তে লাগ্‌ল, "মুখে আগুন পোড়ামুখো বিধির। মুখে নুড়ো জেলে দিতে ইচ্ছে করে। লোকে শাশুড়ী-ননদের জ্বালায় কাপড় ছেড়ে ফেলে পালায়। আমার বরাতে এমন কেউ জুটল না যে দুদিন জুড়িয়ে বাঁচি। হাঁড়ী ধরতে ধরতে জীবন কেটে গেল! কত লোকের মরণ হয় আমার ত' হয় না।" ইত্যাদি।

সুকুমার বাক্যকে কোনরকমে সংযত কর্ত্তে না পেরে বল্লে, "শাশুড়ী ননদ থাক্‌লে তোমার মত মেয়ে টিট্ হ'য়ে যেতো। উঠতে বস্‌তে ঝাঁটা খেতে।"

বীণা মুখ ঝাম্‌টা দিয়ে বল্লে, "সেও আমার ভাল ছিল।" বলে ছেলেটাকে শুইয়ে দিয়ে রাগে গণ্‌ গণ্‌ কর্ত্তে কর্ত্তে ঘরের বার হয়ে গেল! রবিবারটা এমনি অপ্রিয় ঘটনাপরম্পরায় কেটে গেল।

এতদিন সুকুমার খুব সকাল সকাল বাড়ী ফিরত। অফিসে ছুটির পর যে গাড়ীখানা প্রথম সে ধরতে পারত' সেই গাড়ীখানাতেই এতাবৎ-কাল সে বাড়ী এসেচে। যদি কোন ক্রমে গাড়ীখানা ফেল কর্‌ত, সে ভাবত বুঝি একটা রাজ্য তার হাতছাড়া হয়ে গেল! কিন্তু বাড়ী ফেরবার এই উন্মত্ত উন্মাদনা এখন যেন কোন অজ্ঞাত কারণে তার মন হতে বিলীন হ'য়ে যেতে লাগল। এবার হতে সে অনিয়মিত ভাবে আসতে লাগল।

বীণা প্রথম প্রথম ঠিক নির্দ্দিষ্ট সময়ে জানালার নিকট দাঁড়িয়ে থাকত। কিন্তু যখন তার কাছে ধরা প'ড়ল, সুকুমারের মনোভাবটা তার অন্তরাত্মা একেবারে বিদ্রোহী হ'য়ে উঠলো। সেও প্রতিজ্ঞা কর্ল্লে স্বামীর উপর তার যতটুকু কদর বাকী আছে—সেটুকুও দেখাবে না। তাই প্রথম কাজ হলো, আল্‌তা পরা ও চুল বাঁধা বন্ধ করে দেওয়া। এটা যে কতবড় প্রচণ্ড প্রতিশোধ তা সে জান্‌ত।

অল্পদিনের মধ্যেই বীণার এ ব্যবহারটা সুকুমারের কাছে ধরা প'ড়ল। সে জিজ্ঞাসা কর্ল্লে "আর আল্‌তা পরনা কেন, চুল বাঁধনা কেন?"

বীণা। ভাল লাগে না।

সুকুমার। কেন, ভাল লাগে না কেন?

বীণা। যম জানে!

সুকুমার। তুমিও জান। আমায় খাট কর্ব্বার জন্ত তোমার এই ভিরকুটী। সকলকে জানাতে চাও, আমার কাছে কি কষ্ট-ই আছ।

বীণা। জানাতে চাই জানাব, না জানাতে চাই না জানাব। তাতে তোমার কি? তোমার পরিবারের ওপর যা টান বুঝে নিয়েছি। বল্‌তে লজ্জা করে না তোমার! সন্ধ্যে-বেলা জানালার কাছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পা ধরে যায়। বাড়ীতে একা ভয়ে আঁৎকে থাকি। বাবুর আসা হয় আধ্যেক রাত্রে! না আসলেই ত পার। আবার লোক দেখিয়ে বাড়ীতে আসবার দরকার কি?

বক্তৃতা দিতে দিতে বীণার গলা বসে গেল, চোখ ফেটে জল দেখা দিলে। সে মুখ লুকিয়ে অন্তত্র চলে গেল। সুকুমার কতকটা অনুতপ্ত হলো বটে, কিন্তু মন তার শান্ত হলো না। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে সে অন্ত কাজে মন দিলে।

এর পরও সুকুমার যখন অধিক রাত্রে বাড়ী আসতে লগল বীণা প্রতিশোধ দেবার জন্ত ফন্দী আবিষ্কার কল্লে। সে রন্ধনাদি সেরে ছেলে কোলে করে নিকটস্থ কোন প্রতিবেশীর বাড়ীতে গিয়ে বসে থাকতে আরম্ভ কল্লে। সুকুমার এসে খটখট শব্দ কচ্চে দেখলে সে মুখ গোঁজ করে ঘরে ঢুকত এবং অতি অনিচ্ছার ভাণ করে স্বামীর সেবায় মন দিত। এই সময় তার মুখের বুলিই ছিল, "আর পারি না। মরে গেলেও কেউ দেখবার নেই এমন পোড়া বরাত করেছিলুম! মা বসুন্ধরা কত লোককে কোলে স্থান দেয়, আমাকে সে ভুলে গেছে।" ইত্যাদি।

দাম্পত্য-জীবন

এর-পর বীণা আরো এককাটি ওপরে উঠলো। একদিন রাত্রে স্বামীর আহারাদি হয়ে যাবার পর হাতের কাজ সেরে, ছেলেটাকে ঘুম পাড়িয়ে সে তার বিনি ঠাকুরঝীর বাড়ী চলে গেল।

রাত্রি গভীর হ'লো, তবু তার দেখা নেই। সুকুমার প্রথমে বিরক্ত হলো তারপর ক্রুদ্ধ হলো তারপর প্রতিহিংসা পরায়ণ হয়ে উঠ্‌লো। স্ত্রীর এতবড় অপরাধ তার চক্ষে অক্ষমনীয় বলে বোধ হ'লো। একবার সে ভাবলে খুঁজতে বেরোয়, কিন্তু সেটা অপমানকর বলে মনে করলে। রাগে ফুলতে ফুলতে সে কত কি আজগুবি চিন্তা করতে লাগল, শেষে দমাস করে ঘরে খিল দিয়ে নিদ্রার আরাধনা কর্ত্তে সুরু করে দিলে। কিছুক্ষণ পরে বীণা বাড়ী এল, দোরে ধাক্কাধাক্কি কর্ত্তে লাগল, কিন্তু কোনক্রমে দোর খুলল না দেখে বাধ্য হ'য়ে সে দালানে শুয়ে পড়ল।

এতবড় অপমান? সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। দলিতা ফণিনীর মত অপমানের তীব্র আঘাতে জর্জ্জরিত হয়ে সে শুয়ে শুয়ে ছটফট কর্ত্তে লাগল। মনে মনে প্রতিজ্ঞা কর্ল্লে সকাল হলেই এ বাড়ী ছেড়ে চলে যাবে। এই সব ভাবতে ভাবতে সে ঘুমিয়ে পড়লো!

সুকুমার ভেবেছিল বীণা কড়া নেড়ে জাগিয়ে তুলবেই। কিন্তু ভোরে উঠে বীণাকে দালানে পড়ে থাকতে দেখে, অনুশোচনায় তার হৃদয়টা গলে গেল। তারপর বীণা যখন জেগে উঠলো সুকুমার আর লজ্জায় তার দিকে চাইতে পারলে না। সেদিন ছেলেটাও

যেন আফিম খেয়ে ঘুমিয়ে ছিল, একবার জাগে নি একবার কাঁদে নি। তাহ'লে বীণাকে ছুটে ঘরে আস্‌তে হতই।

যাহোক, সুকুমার কৃতকর্ম্মের ফল ভোগ কর্ব্বার জন্তে প্রস্তুত হ'য়ে রইল। সে নীরবে দেখতে লাগলো, বীণা উঠে, দুই একটা নিত্যকর্ম্ম সেরে কাপড় কেচে ছেলেকে নিয়ে চলে গেল। সুকুমার কোন কথাই বল্লে না। আহার না করে আফিস চলে গেল।

সন্ধ্যের সময় বাড়ী এসেও সে যখন বীণাকে দেখ্‌তে পেলেনা তখন সে মহা ভাবনায় প'ড়ল। একবার সে ছাতে গিয়ে তার বৌদিকে ডেকে জিজ্ঞাসা কল্লে, বউ কোথা গেছে, উত্তর পেলে বিনোদ-দের বাড়ী। সুকুমার কতকটা আশ্বস্ত হ'য়ে নেমে এসে বিছানায় শুয়ে প'ড়ল।

কিছুক্ষণ পরে বিনো অর্থাৎ বীণার বিনি ঠাকুর-ঝী চা' নিয়ে উপস্থিত হ'ল এবং সুকুমারের সুমুখে চা' রেখে ঘাড় হেঁট্ করে বল্লে, "সুকুমার দা, মা একবার আপনাকে ডাক্‌ছে।"

সুকুমার চা' খেয়ে আর উচ্চবাচ্চ না করে বিনোদের হ্যারিকেনের আলোর সাহায্যে তার সঙ্গে তাদের বাড়ী গেল। বিনোদের মা তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসে বল্লে,—"এস, বাবা, বস।" সুকুমার যেখানে হোক একস্থানে বসে প'ড়ল।

বিনোদের মা। বৌমা সকাল থেকে বসে আছে! ওর হাত ধরে নিয়ে যাও। তোমাদের কাল কি হয়েছিল?

সুকুমার। অনেক রাত অবধি ও না যাওয়াতে আমি দোরে খিল দিয়েছিলুম। কিন্তু ওর ত' ডাকা উচিত ছিল, পিসিমা?

বীণা নিকটেই ঘোমটা দিয়ে বসেছিল। সুকুমারের কথা শুনে বিনোদের মায়ের দিকে চেয়ে বল্লে, "পিসীমা ও মিথ্যে কথা বল্‌চে। আমি আধ ঘণ্টা ধরে ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি করেচি। ও তখন জেগে।"

সুকুমার একটু উত্তেজিত হয়ে বল্লে,—"পিসিমা, তোমার বউও সত্যি কথা বল্‌চেনা। ও প্রমাণ করুক তখন আমি জেগেছিলুম।" বিনোদের মা উভয়কে সান্ত্বনা দিয়ে বল্লে,—"সে যা হবার হয়ে গেছে। সুকুমার, তুমি বাবা, বউএর হাত ধরে নিয়ে যাও। বউমা, ওঠ। ছিঃ মা! কাঁদ্‌তে আছে কি। স্বামীর অকল্যাণ হবে! ...র অভিমান করো না। ঘরের লক্ষ্মী, ঘরে যাও।"

বীণা জলভরা চোখ দুটা আঁচল দিয়ে মুছতে মুছতে বল্লে,—"না, পিসীমা, আমি ওর বাড়ী আর মাড়াব না। আমাকে যখন তাড়িয়ে দিয়েচে, ও তখন সব কর্ত্তে পারে।

এই সময় আরো দু'চারিটা স্ত্রীলোক সমবেত হ'ল। সকলের চেষ্টায় বীণা ছেলে কোলে করে উঠে দাঁড়াল। সুকুমার আলো নিয়ে এগিয়ে প'ড়ল। বীণা পশ্চাৎ পশ্চাৎ যেতে লাগ্‌ল।

বাড়ী ঢুকে সুকুমার হাত দিয়ে তার চোখদুটো রগড়াতে লাগল কারণ তার চোখের কোণে জল দেখা দিয়েছিল। অশ্রুজল যে শুধু নারীর একচেটিয়া সম্পত্তি তা নয় পুরুষেরও তাতে অধিকার আছে। তবে নারীর চোখে অশ্রুজল যেমন শোভা পায় পুরুষের চোখে তেমন না পেতেও পারে! তাহলেও সুকুমারের জলভরা চোখদুটা দেখলে অনেকেই হয়ত তার উপর সমবেদনা প্রকাশ কর্ত্তো। কিন্তু তার

আবার চোখে জল কেন? অবশ্য অভিমানে। অভিমানটা কার উপর প'ড়ল? তা সে জানেনা। সুকুমার মনে কল্লে সে যেন আজ হৃদ্দমদ্দ অপমানিত হয়েছে, তার পুরুষাত্মা যেন লাঞ্ছিত ও পদদলিত হয়েচে তাই তার চোখেও জল দেখা দিল।

—সাত—

এমনি করে দিন কেটে যেতে লাগ্‌ল। বীণাও ভাবতে লাগ্‌ল তার স্বামী দোষী আর সে নির্দ্দোষী আর স্নকুমার ভাবতে লাগল বীণারই সমস্ত দোষ আর সে নির্দ্দোষ।

কিন্তু তাদের ঘরোয়া ব্যাপারটা বীণার ছেলেমান্নষিতে প্রায়ই পাড়ায় ছড়িয়ে প'ড়ত। এতে স্নকুমার নিজেকে অপমানিত বোধ কর্ত্তে লাগ্‌ল।

এই সমস্ত অপ্রিয় ঘটনা পর পর ঘটে যাওয়ায় স্নকুমারের মনে কতকগুলো আজগুবি চিন্তা দেখা দিলে। সে ভাবতে লাগ্‌ল তবে কি বীণা তাকে ভালবাসেনা যত্ন করেনা ?

বীণা তাকে ভালবাসে না এ কল্পনাটা স্নকুমারের হৃদয়ে এক অসহ্য বেদনা জাগিয়ে দিলে। যতই দিন যেতে লাগ্‌ল, তার যন্ত্রণা ততই যেন বেড়ে যেতে লাগ্‌ল।

বীণা আমায় ভালবাসে না ! উঃ, এ যে অসহনীয় মর্ম্মন্তুদ কল্পনা। সব পাওয়ার সেরা পাওয়া যেটা—সেই স্ত্রীর ভালবাসা হতে আমি যদি বঞ্চিত হলাম তবে আর আমার বাকী রইল কি ?

বীণা আমায় ভালবাসে না ? এইটেই কি সত্য না আমার মনের ভুল ? সে যদি আমায় ভাল না বাসত তাহ'লে ত এতদিন বাপের বাড়ী

চলে যেত? সে যদি আমায় ভাল না বাসত তাহ'লে তার চোখের জল পড়তো না, কথায় কথায় অভিমান আসত কেন? প্রেমহীনা নারী ত অভিমান করে না। আমার উপর আন্তরিক টান তার যদি না থাকত তবে নিশ্চয়ই সে ভণ্ডামীর আশ্রয় নিয়ে বাহ্যিক টান দেখাবার প্রয়াস পেত।

বীণা আমায় ভালবাসে, ভালবাসে!

সুকুমার সেদিনের মত আশ্বস্ত হ'ল। কিন্তু আবার তার মন বিগ্‌ড়ে গেল। বীণা নিশ্চয় আমায় যোল আনা ভালবাসে না। যদি একথা সত্য হয়, যে আমায় ভালবাসে, তবে সে ভালবাসা, আটা আনা, বড় জোর দশ আনা। এতেও পুরুষের ক্ষুধা মেটে না। সুকুমার ক্ষুধার জ্বালায় ছট্‌ফট্‌ কর্ত্তে লাগল!

এইবার সুকুমারের চিন্তার ধারা আর একটা নূতন পথে প্রবাহিত হতে আরম্ভ কর্লে। বীণা আমায় ভালবাসতে পারে, কিন্তু সে যে আমায় যত্ন করে না এটা ধ্রুব সত্য। পুরুষ যত্নের কাঙাল! নারীর যত্ন হতে বঞ্চিত হলে পুরুষের জীবন ব্যর্থ! অনেকের মা থাকে, বোন্‌ থাকে, বৌদি থাকে, অন্যান্য আত্মীয় থাকে, কিন্তু সুকুমার এসব হতে বঞ্চিত। অনেকের অনাত্মীয়া আত্মীয়া থাকে, কিন্তু সুকুমারের এসবও কিছু নেই। আছে এক প্রতিবেশীনী বৌদি। বৌদির যত্ন মৌখিক নয়, আন্তরিক! কিন্তু সে যত্ন কন্টকবনে অবস্থিত, সুতরাং দুর্ল্লভ! সুকুমার পল্লীর সামাজিক অবস্থা ভালরকম জানে। সে তার বৌদির বাড়ী যায় বটে, কিন্তু তাও অতি সন্তর্পণে। পাছে তার শ্রদ্ধেয় বৌদিকে কেউ একটা কড়া কথা বলে বসে। বৌদির স্নেহ, যত্ন, রসিকতা তার

চিত্তে সুধার ধারা ঢেলে দেয়, কিন্তু এ সুধা সম্ভোগের প্রবল আগ্রহও সে দমন করে রাখে লোকনিন্দার ভয়ে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, তার একমাত্র সম্বল—বীণা। এই বীণা তাকে আদর করে না, যত্ন করে না এই চিন্তা সুকুমারকে উন্মাদ করে তুললে। একটা গান ক্ষণে ক্ষণে তার চিত্তে ভেসে উঠে তার সমস্ত হৃদয়টাকে অবশ, অধীর ও অসংযত করে তুল্‌লে।

"এ পৃথিবীর কেউ ভাল ত বাসেনা
এ পৃথিবী ভাল বাসিতে জানেনা
যেথা আছে শুধু ভালবাসাবাসি
সেথা যেতে প্রাণ চায় মা!" ইত্যাদি

বোধ করি এই সময় যদি কোন মহিলা সুকুমারের কাছে এসে বল্‌ত, "সুকুমার! দুঃখ করো না আমি তোমার মা।" সুকুমার হৃদয়ের সর্ব্বস্ব নিয়ে তার চরণে বলি দিত। কিন্তু তেমন স্নেহময়ী আনাত্মীয়াও সুকুমারের সুমুখে এসে দাঁড়াল না।

এই সব চিন্তা কর্ত্তে কর্ত্তে সুকুমারের মনে পড়ে যেত তার পরলোকগতা জননীকে। কোথায় সে? কেন তাকে একা ফেলে চলে গেল? তার কাছে সে কি এমন অপরাধ করেছিল? সে যদি আজ বেঁচে থাক্‌ত তবে কি সুকুমার একটা পরের মেয়ের একবিন্দু যত্ন পাবার জন্যে এত লালায়িত হ'ত, একদিন প্রাতঃকালে এই ধরণের চিন্তায় সুকুমারের মাথা দিয়ে যখন আগুন ছুটছিল বীণা হন্তদন্ত হয়ে সেই ঘরে ঢুকে জিজ্ঞাসা কল্লে, "বসে আছ? এখনো নাইবার সময়

হয়নি ? আমি মনে করেছিলুম্ দেরী হয়ে গেছে তাই ছুটো উনুনে আগুন দিয়েছিলুম।"

সুকুমার কিছুক্ষণ বীণার দিকে ফ্যাল্‌ফ্যাল করে চেয়ে রইল। তার সরলতা ও ব্যস্ততাপূর্ণ মুখখানিতে সে যেন একটা জটিল প্রশ্নের মীমাংসা দেখতে পেলে। একবার ঘড়ীর দিকে চেয়ে বল্লে,—"এখনো নাইবার দেরী আছে। তাড়াতাড়ি কর্ব্বার কোন দরকার নেই। বীণা চলে গেল।

হঠাৎ সুকুমারের জ্ঞানচক্ষু খুলে গেল। বীণা যত্ন করে না ? তবে অমন করে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এল কেন ? না হয় সে ষোল আনা যত্ন দেখাতে পারে না, কিন্তু কতটুকু মেয়ে সে, কতটুকু তার প্রাণ ? বীণা যদি তার কামনাকে পরিতৃপ্ত কর্ত্তে না পারে, সেও প্রতিশোধ নেবে ? সেও কি যত্ন দেখাতে কৃপণতা কর্ব্বে ?

"না, না, না !"

কে যেন সুকুমারের অন্তর হতে বলে উঠলো,—"না, না, না !"

অবলা রমণী সে, অনভিজ্ঞা তরুণী সে, তার উপর কি এ নিষ্ঠুরতা সাজে ? সুকুমার মনে মনে ঠিক করলে, সে বীণাকে সমভাবেই স্নেহ যত্ন কর্ব্বে, পূর্ব্বের মতই ভালবাসবে—বীণার এতটুকু বাসনা সে অতৃপ্ত রাখ্‌বে না।

এই সময় বিবেকানন্দের একটা পদ্যাংশ তার মনে অপূর্ব্ব বল সঞ্চার করে দিলে।

"দাও, আর ফিরে নাহি চাও, যদি থাকে হৃদয়ে সম্বল।" সুকুমার ভাবলে, সেও বীণাকে দিয়ে যাবে, দিয়ে যাবে, একবিন্দু প্রতিদান

চাইবে না। হ্যাঁ কেবল ভালবেসে যেতে হয়, ভালবাসা ফিরে চাইতে নেই!

ঠিক এমনি যখন সুকুমারের মনের অবস্থা, তখন একদিন রাত্রে সে দেখলে বীণা বিছানায় শুয়ে এপাশ ওপাশ কচ্ছে, যেন কিসের যন্ত্রণায় ছট্‌ফট কচ্চে। তার গায়ে হাত দিয়ে দেখলে গা পুড়ে যাচ্চে বীণার জ্বর! সুকুমার অস্ফুটস্বরে আর্ত্তনাদ করে বলে উঠলো, "যা ভেবেছি তাই হ'ল। একি আমাকে জব্দ করা বীণা? দিন রাত টিক্ টিক্ কচ্চি, ওগো সাবধানে থাক, সাবধানে থাক, তুমি ততই বাড়াবাড়ি করে তুলেছ! ছি ছি, এখন কি হতে কি হবে বুঝতে পাচ্চিনা!"

এই বলে সে বীণার গায়ে হাত বুলুতে গেল।

বীণা সুকুমারের হাতটা সরিয়ে দিয়ে নিজেও খানিকটা সরে গেল। সুকুমার রাগ করে বল্লে,—"বাড়াবাড়ি করোনা বীণা। স্বামীর প্রাণে ব্যথা দিয়ে কোন স্ত্রী সুখী হয় না—তা জেনে রেখো।"

প্রথম প্রথম সুকুমার যতবার তার সেবা কর্ত্তে গেল, বীণা ততবার তার হাত সরিয়ে দিতে লাগলো। শেষে জোঝবার শক্তি যখন ফুরিয়ে এলো তখন সে আর বাধা দিতে পারলে না। সুকুমার জোর করে তার মাথায় হাত বুলুতে লাগল।

পরদিন প্রভাত হবামাত্র সুকুমার শশব্যস্তে উঠে প'ড়ল। তারপর সংসারের অতি প্রয়োজনীয় দুই একটা কাজ নিজের হাতে সেরে নিয়ে, সে একবার বিনোদের বাড়ী গিয়ে তাকে ডেকে আনলে। বিনোদ এসেই বীণার মাথার শিওরে গিয়ে ব'সল, তারপর বীণার কথামত

তার সংসারটী পরিচালনার ভার নিজের হাতে তুলে নিলে। বিনোদের সুব্যবস্থা দেখে সুকুমার কতকটা আশ্বস্ত হ'ল।

এখানে বিনোদ সম্বন্ধে দু'চারিটী কথা বলা আবশ্যক। বিনোদ বাল-বিধবা, বীণার সমবয়সী ও একপ্রকার সঙ্গিনী। তার ভাল নাম বিনোদিনী। সকলে বিনোদ বলে ডাকে—আর বীণার সে বিনী-ঠাকুরঝি। অতি শান্ত শিষ্ট ও সুচরিত্রা মেয়ে। তার প্রধান গুণ এই, পাড়ার লোকের বিপদাপদ সে নিজের বলে মনে করে। যখন যার অসুখ হয়, তাকে ডাক প'ড়লেই সে বুক দিয়ে তার সেবা ক'রে আসতো। বীণাকে সে অত্যন্ত ভালবাসত বলেই সুকুমার অপরকে ফেলে তাকেই ডেকে আনলে।

বিনোদের হাতে একপ্রকার বীণাকে ছেড়ে দিয়ে সুকুমার ডাক্তারখানায় গেল এবং বীণার জ্বরের ওষুধ নিয়ে এলো। ওষুধ এনে বীণাকে খাওয়াবার জন্য ঝুলোঝুলি ক'রলে, কিন্তু বীণা তখন ওষুধ খেলে না, ব'ললে—"মুখ ধুয়ে খাব।"

অফিসে যাবার সময় সুকুমার বারবার অনুরোধ করে বীণাকে ব'ললে, —বীণা, আমার কথা শোন—ওষুধ খেও। একটী সংসার তোমার উপর নির্ভর ক'রছে। তুমি একদিন পড়ে থাকলে সব দিক অন্ধকার। তোমার হাতে ধরে বলে যাচ্চি—ওষুধ খেও।" এই বলে সুকুমার উদ্বিগ্নচিত্তে অফিসে চলে গেল।

সন্ধ্যার সময় অফিস থেকে বাড়ী এসেই সুকুমারের প্রথম কাজ হ'লো ওষুধের শিশি দেখা। শিশির ওষুধ যেমন তেমনি, বীণা এক দাগও ওষুধ খায়নি।

সুকুমারও জ্বলে উঠে রুক্ষস্বরে বল্‌লে,—"ওষুধ খাওনি কেন?"

বীণা মুখ বুঁজে নির্জ্জীবের মত প'ড়ে রইলো।

সুকুমার আরও চড়া গলায় ব'ল্‌লে—"আমি একটা উত্তর চাই! ওষুধ খাওনি কেন? না ব'ললে আমি কুরুক্ষেত্র কাণ্ড বাধাবো—পাড়ার লোক জড় ক'রব। বল—ওষুধ খাওনি কেন?"

বীণা একবার ঘাড়টা তুলে, মহা বিরক্তির ভাব দেখিয়ে ব'ললে,—"কি ফ্যাচ ফ্যাচ করে তার ঠিক নেই। জ্বর নেই, জ্বালা নেই, ওষুধ খেতে যাব কেন?"

মিছামিছি নিজের মাথা দেওয়ালে ঠোকা ভেবে সুকুমার আর উচ্চ-বাচ্য ক'রলে না! কিন্তু স্বামীর আগমনে বীণা চা প্রভৃতি প্রস্তুত করবার জন্ম যতবারই উঠতে চেষ্টা ক'রতে লাগল—সুকুমার ততবারই তাকে জোর করে শুইয়ে দিতে লাগ্‌ল।

কিছুক্ষণ পরে বিনোদ দেখা দিল। সুকুমার দুই একবার তার সঙ্গে কথা কইতে গেল, কিন্তু রাত্রে বিনোদের কেমন জড়সড় ভাব দেখে তাকে আর কিছু ব'ললে না। বিনোদ নিজের কর্ত্তব্য সেরে চলে গেল।

সুকুমারের কিন্তু কেবলই মনে হ'তে লাগল—ওষুধ খেলে না রাত্রে আবার না জ্বর আসে। সে এই অবাধ্য, একগুঁয়ে, বদরাগী জীবটাকে নিয়ে যে কি ক'রবে, তা ভেবে পেলে না।

স্নেহাধিক্য বশতঃ হোক বা অনভিজ্ঞতাজনিত হোক, সুকুমার বীণার জ্বরটাকে বড় ভয়ঙ্কররূপে দেখে ফেলেছিল। এই জ্বরটা টাইফয়েড দাঁড়াবে বা নিমোনিয়ায় দাঁড়াবে তা সে ভেবেই পাচ্ছিল

না। সুতরাং সে ভাবলে, অধম বৈদ্যের মত শুধু অনুরোধ না করে উত্তম বৈদ্যের মত পীড়াপীড়ি করে বীণাকে ওষুধ খাইয়ে দেব।

শোবার সময় গ্লাসে একদাগ ওষুধ ঢেলে বীণার কাছে এসে সুকুমার অনেকটা খোসামোদ করে বল্লে,—"লক্ষীটী খাও। আমার মাথা খাও এক দাগ খাও। তোমার জ্বর হলে আমার মাথায় বজ্রাঘাত পড়ে। মনে হয়, বুঝি আমার সাজান সংসার লণ্ডভণ্ড করে দিতে দানবে পেছু লেগেচে! স্বামীর একটী অনুরোধ রাখ। একদাগ ওষুধ খাও।"

সুকুমারের বক্তৃতা সাঙ্গ হতে না হতে বীণা গা ঝাড়া দিয়ে উঠলো। বিছানা হতে উঠে, অসংযত বেশে টল্‌তে টল্‌তে দক্ষিণদিকের জানালার কাছে এসে ঠাণ্ডা মেঝের ওপর আঁচল পেতে শুয়ে প'ড়ল। শোবার সময় একবার মুখটা বিকৃত করে বল্লে,—এমন জ্বালাতন পোড়াতনে মানুষ পড়ে।

"দেখ একবার! বলে সুকুমার ক্ষণকাল স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। রাগে তার পা দুটো থর্ থর্ করে কাঁপতে লাগল। তার মন হতে পুরুষের গাম্ভীর্য্য অদৃশ্য হয়ে গেল। সে বীণার পায়ের কাছে গিয়ে মেঝেতে দশ পোনেরবার নিজের মাথাটা ঠক্ ঠক্ করে ঠুকে বলতে লাগল,—"ওগো, আমার ঘাট হয়েছে—ঘাট হয়েছে। আর কখনো ওষুধ খেতে বলবো না। এখন বিছানায় শোবে চল।"

সুকুমারের চীৎকার শুনে পাড়ার দুই একজন গিন্নীবান্নী গোছের স্ত্রীলোক স্ব স্ব ঘরের জানার কাছে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা কল্লে,—"কি সুকুমার! কি হয়েছে? এতরাত্রে তোমাদের ঝগড়া কেন?"

সুকুমারও উঠে নিজের ঘরের জানালার কাছে এসে তাদের সব ব্যাপার বল্‌তে লাগল।

দেখতে দেখতে দুই একটী স্ত্রীলোক সুকুমারের ঘরে এসে জমায়েৎ হ'ল—কেউ লম্প জেলে, কেউ প্যাঁগাটী জ্বেলে, কেউ বা হ্যারিকেন হাতে করে। সুকুমার অশ্রুপূর্ণ নয়নে বীণার অবাধ্যতাসম্বন্ধে সকলের নিকট নালিশ কর্ল্লে। স্ত্রীলোকেরা হাসতে হাসতে বীণার মাথার শিওরে বসে তার মাথায় হাত বুলিয়ে বল্লে,—"ছি—বৌ! স্বামীর অবাধ্য হতে আছে কি? যা, গিয়ে বিছানায় শুগে যা, ওষুধ খা।"

বীণা ঘোমটাটা একটু টেনে নিয়ে, নিম্নস্বরে বল্লে,—"রোগ নেই কি ওষুধ খাব—বলত তোমরা? আমার হাড় ভাজা ভাজা করে দিচ্ছে!"

স্ত্রীলোকেরা সব হেসে উঠ্‌লো।

পাড়ার একটী বাক্যবাগীশ মেয়ে সুকুমারের ঘরে উপস্থিত ছিল। সে একটু হেসে সুকুমারকে লক্ষ্য করে বল্লে, সুকুমার দা, তোমার বরাত ভাল—পাড়াগেঁয়ে বউ পেয়েছ। যদি সহুরে বউ আন্‌তে, তাহলে বটকৃষ্ণ পালের দোকানটা কিনে আন্‌তে হতো।"

সুকুমার। সেটা না হয় আমার সৌভাগ্য! কিন্তু অনেক সময় সস্তার তিন অবস্থা ঘটে থাকে। এখন দুই এক শিশি ওষুধে কাজ হ'তো—পরে বাড়ী ঘর বাধা দিয়ে ডাক্তার দেখাতে হবে।

মেয়েটী। আমাদের ডাক্তার দেখাতে হয় না সুকুমারদা। আমাদের যে অসুখ দেয়—সেই আবার অসুখ সারিয়ে দেয়।

সুকুমার। যে সখ করে তোমাদের অসুখ দেয়—আবার সখ করে

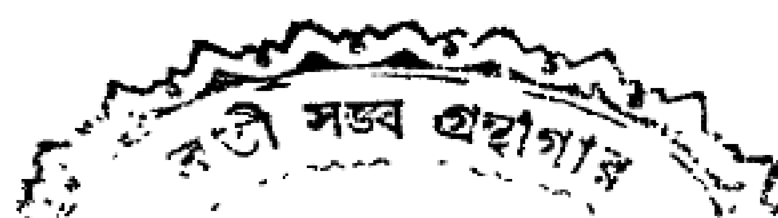
অসুখ সারিয়ে দেয়, তাকে কি বিশ্বাস করা উচিত! সে তোমাদের আরো অনিষ্ট কর্ত্তে পারে!"

মেয়েটী একটু মুচকে হেসে বল্লে,—সুকুমারদার কাছে কথায় পারবার যো নেই!"

যাহোক, স্বামী স্ত্রীকে ঠাণ্ডাঠুণ্ডী করে স্ত্রীলোকেরা চলে গেল। তারা চলে গেলে সুকুমার একটু হেসে বল্লে,—"দেখ দেখি, কি কেলেঙ্কারীটাই কল্লে?"

বীণা ফোঁস করে উঠে বল্লে,—"তোমার মত বাঁদরের গলায় মালা দিয়েছি যখন—তখন আরো কত কেলেঙ্কারী হবে। দাও, কি ছাই ভস্ম ওষুধ আছে দাও।"

সুকুমারের হাত হতে ওষুধের গ্লাস নিয়ে, নাক টিপে, নানারকম রঙ্গ-ভঙ্গিমা করে, সুকুমারের চৌদ্দপুরুষের উদ্ধার করে বীণা ঢক্ করে একদাগ ওষুধ খেয়ে ফেল্লে।



—আট—

দশ বার দিন এমনি করে কেটে গেল। তারপর একদিন সুকুমার গম্ভীরভাবে বল্লে,—"গুড্‌ফ্রাইডের আর সাত আটদিন দেরী আছে। তোমায় নিয়ে যাবো। তোমার মাকে একখানা চিঠি লিখে দাও।"

সংবাদটা বীণার প্রাণে যেন অমৃত সেচন কল্লে। সে চুপ করে শুনে গেল।

বীণার দুষ্টামী, একগুয়েমী যেন কোথায় চলে গেল! তার মুখে হাসি ফুটে উঠ্‌লো, চোখের কোনে প্রীতির রেখা দেখা দিলে। তার স্বাস্থ্য ফিরে আসুক আর না আসুক যৌবন-শ্রী আবার অঙ্গ প্রত্যঙ্গে বিদ্যুল্লতার মত ছুটোছুটি কর্ত্তে লাগল। স্বামীর চোখে পড়্‌তেই সে মুখ টিপে টিপে হাস্‌তে লাগল।

কিন্তু সুকুমারের আর ত হাসি আসে না। তার মুখ দিন দিন শুষ্ক ও বিমর্ষ হতে লাগল।

একদিন সুকুমারের গা ঘেঁস করে বসে, ছেলেটাকে ঘুম পাড়াতে পাড়াতে বীণা বল্লে,—"আমি কি আর বুঝ্‌তে পাচ্ছি না? ছেলে ত নয়, বুকের একখানা হাড়। কি কর্ব্ব, একবার না গেলে মা কি মনে কর্বে, সেইজন্য যাওয়া।"

সুকুমার ফোঁস্ করে একটা নিঃশ্বাস ফেলে বল্লে,—"সে আমিও

বুঝি। নইলে এ সাতছরকটের মাঝে তোমায় পাঠাতাম না। যাক্, বেড়িয়ে এস, আমিও দু'দিন হাঁপ ছেড়ে বাঁচি।"

বীণা মুচ্‌কে হেসে একটু ঠাট্টা করে বল্লে,—"তা জানি। কেবল ছেলের জন্যে তোমার যা। তা ছাড়া ত সব আপদ! সরে গেলেই বাঁচ।"

সুকুমারও একটু হাসি ফুটিয়ে বল্লে,—"সেটা তোমার ভুল কথা নয়। ছেলেটা যদি না থাক্‌ত, বাড়ীটাকে কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগীদের মঠ বানিয়ে ফেলতুম।"

বীণা সোহাগে স্বামীর হৃদয়টা ভরিয়ে দিয়ে তার কোলে নিজে একটী হাত রাখলে। সুকুমার অন্যমনস্কভাবে বীণার হাতখানি নিয়ে নাড়াচাড়া কর্ত্তে কর্ত্তে বলতে লাগল,—"মিথ্যে কথা নয়! আমি কি বিয়ে কর্ত্তুম? ছেলেবেলায় কত কল্পনাই ছিল। এই বাড়ীটা একটা আশ্রমে পালিত কর্ব্ব। কত সাধু সন্ন্যাসী আসবে। কিন্তু—"

বীণা। কিন্তু এক কালসাপিনী এসে সব মাটী করে দিলে?

সুকুমার। না, আমি অত কড়া উপমা দিতে চাইনি। আমি বল্‌তে যাচ্ছিলুম. মহামায়ার খপ্পরে পড়ে সব লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল।

আরো কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তার পর বীণা উঠে চলে গেল।

আর একদিন বীণা জিজ্ঞাসা কর্লে, "তোমার নিজের কি ব্যবস্থা কর্ব্বে?"

সুকুমার। সে যা হয় হবে। তুমি মাকে চিঠি দিয়েছ?

বীণা। যা হয় বল্লেত চল্‌বে না। আমি ঠাকুরঝীকে

বলেছিলুম। সে তার মাকে বলেছিল। তারা দুবেলা দুটী ভাত তোমায় রেঁধে দেবে।

সুকুমার। না বীণা। ওসব বাজে ব্যবস্থা করো না। আমি আমার এক আফিস বন্ধুর কলকেতার বাড়ীতে থাকবো মনে কচ্চি। সে পীড়াপীড়ি কচ্চে।

এই বলে সুকুমার একটা সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেল্লে। বীণা এ নিঃশ্বাসের মর্ম্ম বুঝ্তে পেরে পরম সহানুভূতি দেখিয়ে বল্লে,—"তাই কোরো, এ বাড়ীতে তুমি একা থাকতে পার্ব্বে না। ছেলেটা একটু বড় হলে তোমার কাছেই রেখে যেতুম!"

ক্রমে গুড্‌ফ্রাইডে এসে প'ড়ল। শুক্রবার দিন সকালে স্ত্রী পুত্র নিয়ে সুকুমার শ্বশুরবাড়ী চলে গেল। তারপর সেখানে দুই একদিন থেকে রবিবার আবার নিজের দেশে নিজের ঘরে ফিরে এল। ষ্টেশন হতে গৃহাভিমুখে আসবার সময় সুকুমারের পাটা একবার কেঁপে উঠল বুকটা গুর্‌গুর্ করে উঠ্‌ল। কি করে এতদিন সে তার বাড়ীতে কাটাবে। এইটেই তার মহাভাবনা হয়ে উঠ্‌ল। রাত্রে কোন রকমে বাড়ী ঢুকে যাহোক কিছু খেয়ে সে ধপাস করে বিছ্‌নায় শুয়ে প'ড়ল। সেদিন সে অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল অল্পক্ষণ পরেই গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হয়ে প'ড়ল।

সকালে একটু বেলাতে তার ঘুম ভাঙ্গল চোখ চেয়েই দেখলে সূর্য্যকিরণে বিশ্বপ্রকৃতি ঝলমল কচ্চে। তার ঘরের জানালা দিয়ে তরুণ তপনের শুভ্ররশ্মি ঘরের দেওয়ালে লেগে ঘরখানাকে যেন শান্তো-জ্জলে দিব্যপুরীতে পরিণত করেছে। সুকুমারের ঘুম ভাঙ্গল একটী

চড়াইয়ের কিচির মিচির শব্দে। দাম্পত্য-জীবনটার সঙ্গে চড়াইএর কতকটা পরিচয় আছে। তাই বোধ হয় সে ব্যথার ব্যথী হয়ে সুকুমারকে সান্ত্বনা দিয়ে গেল।

সুকুমার ধড়মড় করে উঠে প'ড়ল। উঠে মুখ হাত পা ধুয়ে নিলে। তারপর কি জানি কিসের প্রেরণায় সে একবার বাড়ীখানার চারিধার ঘুরে এল, সব ঘর খুলে খুলে দেখলে, একবার ছাদে গেল, উঠানে গিয়ে খানিকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল, তারপর নিজের ঘরে এসে দক্ষিণ দিকের জানালায় ধপাস্ করে বসে প'ড়ল।

কিছুক্ষণ পরে বিনোদ চা নিয়ে ঘরে ঢুকল। সুকুমার সকৃতজ্ঞ সম্ভ্রমে তার নিকট হতে চায়ের কাপ নিয়ে চা-পান কর্ত্তে লেগে গেল। বিনোদ চুপ করে ঘাড় হেঁটে করে দাঁড়িয়ে রইল। সুকুমার একবার মুখ তুলে বল্লে,—"বিনোদ, তুমি কি কিছু বলবে ?"

বিনোদ কম্পিতকণ্ঠে বল্লে,—"মা বল্লে, এ ক'টাদিন আমাদের বাড়ীতে খেলে ত হতো।"

সুকুমার মাথা চুলকে বল্লে,—"খেলে ত বেশ হতো কিন্তু এ বাড়ীতে থাকি কি করে, বিনোদ।"

তবে কলকেতাতেই থাকুন, তবে মাঝে মাঝে আসবেন।" এই বলে বিনোদ চায়ের কাপ নিয়ে গমনোদ্যত হ'ল।

সুকুমার। আচ্ছা, বিনোদ বৌ কি তোমায় কিছু বলে গেছে ?

বিনোদ। কি বলে গেছে ?

সুকুমার। যত্ন আত্তি দেখাতে ?

বিনোদ। বউ না বলে গেলে আমরা দেখাতুম না ?

সুকুমার। তা বটে! তুমি হয়ত ভোলনি, ছেলেবেলায় তোমায় কোলে করে বেড়িয়েছি!

বিনোদ। দাদা ভুলিনি। জীবনে কখনো ভুলতে পার্ব্ব না! তবে এটা তার প্রতিদান নয়! দাদা আমি অনাথা, আমার প্রতিদান দেবার মত কোন সম্বল নেই।

এই বলে বিনোদ চট্ করে চটে গেল! সুকুমার গালে হাত দিয়ে চুপ করে বসে রইল।

ক্রমে বেলা বাড়তে লাগল, সুকুমারের চিত্তটা কি একটা অতৃপ্ত ক্ষুধার জ্বালায় কেঁদে কেঁদে উঠতে লাগ্‌ল! কিন্তু প্রকৃতির অফুরন্ত সৌন্দর্য্য আজ তার নিকট যেন শূন্য বলে বোধ হতে লাগল। সুকুমারের শ্বাস-প্রশ্বাস যেন অনিয়ন্ত্রিতরূপে ওঠা নামা কর্ত্তে লাগ্‌ল। বহুক্ষণ নিঃশ্বাস-গুলো বুকের মধ্যে জমায়েৎ হয়ে, একসঙ্গে সশব্দে বেরিয়ে যেতে লাগ্‌ল। কখনো সে মনে কর্ল্লে নিঃশ্বাস বায়ুতে তার বুকটা এমন ভরাট্ হয়ে আছে যেন বুক ফেটে যাবার যোগাড় হচ্চে, আবার কখনো সমস্ত নিঃশ্বাস এমনভাবে বেরিয়ে যাচ্চে যেন সুকুমারের বুকটা বায়ুর অভাবে খাঁ খাঁ করে উঠ্‌ছে। নিঃশ্বাসের সজোর ওটা নামায় সুকুমারের চক্ষে জল টেনে আনলে।

সমস্ত বাড়ীখানা যেন তাড়কার মূর্ত্তি ধারণ করে হাঁ করে সুকুমারকে গিলতে আসছে! সুকুমার নিজের বাড়ীতে বসে আতঙ্কে শিউরে উঠতে লাগল।

কি আশ্চর্য্য শক্তি সেই মেয়েটার! সামান্য একটা মেয়ে অথচ সমগ্র বাড়ীখানার উপর এমন আধিপত্য বিস্তার করে বসেছিল! এতটা

মমত্ব রেখে সে এই বাড়ীখানি আলো করে বসে থাকত! কোথায় সে নেই? দেওয়াল হতে খানিকটা বালির চাব্‌ড়া ভেঙে নিয়ে মনোযোগ দিয়ে দেখ, বীণার অস্তিত্ব তাতে লুকিয়ে আছে। কোথা সে নেই? উঠানের একমুঠা ধূলা নিয়ে মনোযোগ দিয়ে দেখ, তার অস্তিত্ব সেই ধূলার মধ্যেও মিশিয়ে আছে। সুকুমার উদ্‌ভ্রান্তভাবে বাড়ীর সর্ব্বত্র চলা ফেরা কর্ত্তে লাগল আর যত্রতত্র সেই বহু পরিচিত শত আদরের হাত দুখানার অস্তিত্ব অনুভব কর্ত্তে লাগল। সুকুমার অস্ফুটস্বরে বলে উঠ্‌লো—"বীণা যায়নি যায়নি! সে এই বাড়ীতেই আছে ঐ যে, ঐ যে কাছে কাছে ঘুরে বেড়াচ্চে!"

শুধু কি একটা মুখ! আর একখানা কচি মুখ বীণারই সঙ্গে গলা জড়াজড়ি করে উঁকি ঝুঁকি মারে যে! এটাও কি কম বন্ধন? সুকুমারের কেবলই মনে হতে লাগ্‌ল, যেন তার আদরের ধন, নয়নের মণি, বক্ষের পঞ্জর পিছু হতে ছুটে এসে তার গলা জড়িয়ে ধরেছে! সে ভ্রান্ত আশায় বার বার পিছন ফিরে দেখতে লাগ্‌ল।

এমনি করে সমস্ত সকালটা কেটে গেল। দু'পুরবেলা স্নান সেরে নিয়ে সুকুমার বিনোদের বাড়ী আহার ক'রে এসে বিছানায় গড়িয়ে প'ড়ল। কত স্মৃতি, অতীতের কত কাহিনী একে একে মাথা ঝাড়া দিয়ে উঠ্‌ল। একবার বীণা একবার খোকা যেন পালা করে সুকুমারের সঙ্গে লুকোচুরি খেলতে লাগলো।

বীণার একটা একটা কথা সুকুমারের মনে প'ড়ে গেল। সে প্রায়ই ঠাট্টা করে বল্‌ত, ছেলেকে পেয়ে আমায় ভুলে গেছ। সুকুমারও তখন ভাবত—বুঝি তাই। বুঝি তার প্রাণের টানটা ভাগাভাগি হয়ে গেছে।

কিন্তু আজ সে দেখ্‌লে, বীণার ব্যাঙ্কে সব টাকাই জমা আছে এমন কি শুধটুকু পর্য্যন্ত আদায় করে নেওয়া হয়নি!

বিকালে চারটে না বাজতে বাজতেই বিনোদ চা' নিয়ে এসে উপস্থিত হ'লো! বিনোদের একদিনের সেবা-যত্নে সুকুমার অবাক হ'য়ে গেল কি সুন্দর এই মেয়েটী! যেন মূর্ত্তিমতী করুণা! সুকুমারের এমন ইচ্ছে হ'লো সে কলিকাতায় না গিয়ে,কটা দিন বিনোদেরই সেবা যত্নের ভিখারী হয়। কিন্তু তার ভয় হ'লো পাছে ভাল হতে মন্দ জেগে ওঠে, অমৃত ---হতে গরল বাহির হয়!

বিনোদ চা' দিয়ে চলে যাচ্চে দেখে সুকুমার বল্লে,—"বিনোদ, একটু বোস না কথাবার্ত্তা কই। তুমিত ছোট বোনের মত। দাদার সঙ্গে গল্প কর্ত্তে লজ্জা কি?"

বিনোদ সুকুমারের প্রস্তাবে যেন একটু চম্‌কে উঠ্‌ল। সসঙ্কোচে, সুকুমারের প্রতি সকাতর দৃষ্টি দিয়ে বল্লে, "দাদা, কাজ ফেলে এসেছি। এখন বস্‌তে পার্ব্বনা।" এই কথা বলেই সে চলে গেল।

বিনোদের বাহ্যতঃ অসামাজিক ব্যবহারে সুকুমারের প্রাণে একটু ব্যথা অনুভব কর্ল্লে। কিন্তু বিষয়টা যতই সে তলিয়ে বুঝ্‌তে লাগলো বিনোদের প্রতি শ্রদ্ধা তার ততই বেড়ে যেতে লাগলো। সুকুমার ভাবলে, কি সাবধানে বিধবারা থাকে! যাকে এক সময়ে কোলে ক'রে মানুষ করেছি, সে আজ নির্দ্দোষ মন নিয়েও আমার কাছে বস্‌তে রাজী হ'লো না। ক্ষুরের ধারের উপর দিয়ে বিধবার পথ!

সুকুমার এটাও ভাবলে বিনোদ সঙ্কোচ ও ভয়ের মধ্যেও তার তত্ত্বাবধানের ভার নিয়েচে কোন সাহসে? তবে কি সে কারোর

যারা ঐকান্তিক ভাবে অনুরুদ্ধ হ'য়ে এই কাজের ভার নিয়েচে সে কে? সেই কি বীণা? নিশ্চয় নিশ্চয় এ তার কাজ! সে হাতে ধরে বলে না গেলে বিনোদ—এত যত্ন দেখাতে যাবে কেন?

কিন্তু বীণাত' যত্ন কর্ত্তে জানে না? ভুল, ভুল, মহাভুল! যে নিজে যত্ন কর্ত্তে জানে না সে পরকে—এমন ক'রে অনুরোধ ক'র্ত্তে যাবে কেন?" সুকুমারের চোখ দিয়ে দুফোঁটা জল গড়িয়ে প'ড়ল। সে উঠে, দালানের এপাশ হতে ওপাশ পর্য্যন্ত বার বার পদচারণ কর্ত্তে লাগলো। হঠাৎ তার নজরে প'ড়ল সেই দিকটা যেখানে বসে, বীণা প্রায় প্রত্যহ চুল বাঁধ্‌ত। সেখানকার মেঝেতে তার পায়ে পরা আল্‌তার ছাপছাপ দাগ প'ড়ে রয়েছে। সে থম্‌কে দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে সেই পায়ের দাগ দেখতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে একটা মধুর গীত তার মনে জেগে উঠ্‌ল।

"শুধু সে রেখে গেছে চরণ রেখা গো!
মধুর স্মৃতি খানি বাসনা মাখা গো!
চপল চঞ্চল আলোক রাশি মাঝে
সহসা হেরেছিনু সোহাগ সুখ সাজে
তাই সে রেখে গেছে আঁধার হৃদি মাঝে
তাই নিয়ে বসে আছি আঁধারে একাগো।
পীযুষ প্রীতি ভরা অমিয় সুধারাশি
চির পিপাসিত মৃদু'ল মধুর হাসি
আর ত' আসিল না আর ত' হাসিল না
আর ত' দিল না সে আসিয়া দেখাগো!"

দাম্পত্য-জীবন

এই গানখানি যিনি যে উদ্দেশ্যেই রচনা করুন সুকুমারের অবস্থার সঙ্গে যেন ঠিক্ ঠিক্ মিলে গেল! আল্তার দাগে বীণার চরণ রেখা দেখতে পেয়ে সুকুমার এই গানটী বার বার করে গাইতে লাগ্‌লো।

সন্ধ্যায় সময় সে একবার তার বৌদির কাছে গেল এবং এই কটা দিন সে কিরূপ ব্যবস্থা করেছে তা তাকে বুঝিয়ে দিলে। বৌদিও একবার তাকে দেশে থাকতে অনুরোধ কল্লে কিন্তু সে যুক্তি দেখিয়ে বৌদির অনুরোধ খণ্ডন কর্ল্লে। কিছুক্ষণ পরে—সে আবার ফিরে এল।

এমনি করে কঠোরে কোমলে সেই দিনটা কেটে গেল। পরদিন প্রাতঃকালে অত্যাবশ্যক জিনিষ পত্র গুছিয়ে নিয়ে সে কলিকাতায় চলে গেল। সেখানে তার অফিস-বন্ধু মোহিতের বাড়ীতে দ্রব্যাদি রেখে তাড়াতাড়ি স্নানাহার সেরে দুই বন্ধুতে অফিসে চলে গেল।

সকালে যে মহিলাটী কতকটা মাথায় কাপড় টেনে, কতকটা সামাজিকতা বজায় রেখে সুকুমারের আহারাদির ব্যবস্থা করেছিলেন, সন্ধ্যার সময়, দুই বন্ধু বাড়ী ফিরে এলে, তিনি একেবারে স্বাধীন ভাবে সুকুমার ও মোহিতের পাশে এসে দাঁড়ালেন। মোহিত সুকুমারকে সম্বোধন করে বল্লে, "এ আমার দিদি, আমার বড় বোন! এরই উপর আমাদের সংসারের ভার।"

সুকুমার দেখ্‌লে এক সবেমাত্র বিগত-যৌবনা সধবা মহিলা তাদের নিকটে দাঁড়িয়ে। মোহিতের কথা শুনে সুকুমার তাকে প্রণাম কর্ল্লে।

মহিলাটী গম্ভীর হাসি হেসে বল্লে, "আমার মোহিত, সুকুমার

দু'পাশে দু'জন হ'লো। দাদাভাইটী আমার! কিছু লজ্জা করো না। যে কটাদিন থাকবে, আপনার করে থেকো।" এই বলে তিনি অন্যত্র চলে গেলেন?

মহিলাটীর পরমাত্মীয়তাব্যঞ্জক নিঃসঙ্কোচ ব্যবহারে সুকুমারের মনটী একেবারে গ'লে গেল। বাঙলার সংসারে এক অপূর্ব্ব ছবি তার মনের মধ্যে ভেসে উঠতে লাগলো। কি মজার সংসারে এই বাঙ্গালীর সংসার! এখানে আত্মীয় অনাত্মীয়, আপন-পর কেমন গলা ধরাধরি করে, কেমন মাথামাথি মেশামেশি করে একটী বিরাট গোষ্ঠ গড়ে তুলেছে? এখানে স্নেহের প্রবাহ নিরবিচ্ছিন্ন ধারায় ঝরঝর করে বয়ে চলেছে—বিরাম নাই, অব্যাহতি নাই, বৈফল্য নাই! এখানে গৃহহীনজনকে সহস্র গৃহ 'আয় আয়' করে ডাকে, অন্নহীন জনে ভিক্ষার ঝুলি নিমেষে পরিপূর্ণ হয়ে যায়, স্নেহহীন জনকে কোলে তুলে নেবার জন্য শত শত জননী আগ্রহভরে হাত বাড়িয়ে থাকে!

সুকুমার সবেমাত্র দু'ই একদিন বীণার যত্নে বঞ্চিত হ'য়েছে, কিন্তু মুহূর্ত্তের জন্যও স্নেহ-প্রীতি আদর-যত্ন তার নিকট হ'তে সরে দাঁড়ায়নি। গ্রামে সেই এক অনাত্মীয়া ছোট বোন্ কলিকাতায় এই এক অনাত্মীয়া বড় বোন্! বা, বা, বলিহারি! কি মধুর, কি সুখময়, কি স্বর্গীয় বাঙ্গলার সংসার। তাই না কবি গেয়েছে,—"আমার এই দেশেতে জন্ম যেন, এই দেশেতে মরি, তাই না কবি প্রার্থনা করেচে— 'বাঙ্গালীর ঘরে যত ভাই বোন এক হউক এক হউক এক হউক হে ভগবান!"

এমনি করে এক, দুই, তিন করে সুকুমারের বীণাবর্জ্জিত সাতটা দিন কেটে গেল। বন্ধুর উপহাসে আর বন্ধুর দিদির আদর আপ্যায়নে সুকুমারের বিরহব্যথার ষোল আনা হতে এক আনা লঘু হয়ে প'ড়ল।

এইবার একবার পাঠক পাঠিকাকে বীণার কাছে যেতে হবে। আহা, গো, বেচারী সে তাকে ভুলে গেলে চলবে কেন?

ঐযে সে বসে না? বাপের বাড়ীর একখানি ঘরের চৌকাটে বসে পা'দুটো ছড়িয়ে দিয়ে কি ভাবে সে? সে যে অতক্ষণ ধরে চুপ করে এক স্থানে কখনো বসে থাকেনি? আজ কি তার দশা ঘটিল?

বীণা বসেই আছে, আর মাঝে মাঝে হাই তুলছে। বীণার মা, একবার তার পাশে এসে দাঁড়িয়ে বল্লে,—"ওঠ্‌না বীণা! চুল বেঁধে নে, কাপড় কেচে আয়। সূর্য্যি যে ডুবতে চলল। এ যেন কুটুম বাড়ীতে এসেছিস। এই বাড়ীতেই ত' মানুষ হয়েছিস, এর মধ্যে সব ভুলে গেলে চলবে কেন?"

নিকটেই বীণার সদ্যোবিধবা ঠাকুরমা দাঁড়িয়েছিলেন! নাতনীকে শকুন্তলাবস্থা দেখে তিনি একটু ঠাট্টা করে বল্লেন,—"ওকি আর ধাতে আছে? ও এখন দুষ্মন্ত চিন্তায় বিভোর। শালী রাত্তিরে আমার পাশে শোয় সারারাত আমায় আঁক্‌ড়ে ধরে থাকে। শালী মনে করে আমিই যেন সুকুমার!"

বীণা ধড়মড় করে উঠে মুখ রাঙ্গা করে বল্লে,—"ঠাকুরমার মুখে কিছু আটকায় না। বুড়ো বয়সে ভীমরতি ধরেছে!" এই বলে সে এক সঙ্গিনীর বাড়ীতে চুল বাঁধতে গেল।

বীণার মা নিকটস্থ আর একজন স্ত্রীলোককে সম্বোধন করে বল্লেন,

—"তাই যেন হয়! সুকুমারকে নিয়েই ও মেতে থাকুক! মায়ের প্রাণ এর বেশী আর চায় না!"

দেখতে দেখতে আরো কতকগুলি বয়ঃস্থা রমণী এসে দেখা দিলে বীণার ঠাকুরমা তাদের কাছে বাণার বিরহাবস্থা বর্ণনা কর্ত্তে লেগে গেলেন। সত্যি মিথ্যের গোঁজামিল দিয়ে তিনি এক মনোরম গল্প সুরু করে দিলেন।

বীণা যখন চুল বেঁধে ফিরে এসে তাদের কাছে দাঁড়াল সকলে সহানুভূতি সূচক দৃষ্টি দিয়ে তার দিকে চেয়ে রইল। বীণা রাগে আগুন হয়ে তার ঠাকুরমাকে শাসিয়ে বল্লে,—"তুই যদি ফের আমার কথায় থাক্‌বি, তোর মুখ রগ্‌ড়ে দেবো। হতভাগী কোথাকার স্বামী পেয়ে বসল, তবু রসটুকু এখনো মরেনি।"

সকলে হো হো করে হেসে উঠল।

সন্ধ্যার পর দোরে মাদুর পেতে শুয়ে বীণা নিজের অবস্থাটা ভাবতে লাগল। সে ভাবলে সত্যই কি তার এমন অবস্থা ঘটেছে যার জন্যে সকলেই তার দিকে চেয়ে থাকে? সে নিজেকে অন্বেষণ কর্ত্তে লাগল। সে বুঝতে পারলে, মা-বাপের ভালবাসা পাড়াপড়শীর আদর যত্ন এ সবের মধ্যেও "কিছু ভাল না লাগার—অবস্থাটা তাকে যেন গিলে খেয়ে আছে? কেন তার কিছু ভাল লাগেনা, কেন তার মনটা সদাই উড়ু-উড়ু কচ্চে' কেন সে বাল্যস্মৃতিভরা বাপের কুটীরখানি এমন অপছন্দ কচ্চে? কি হয়েছে তার? তার কি যে হয়েছে তা সে প্রথম প্রথম বুঝে উঠতে পারলে না।

কিন্তু দুই একদিন অন্বেষণ কর্ত্তে কর্ত্তেই গোপন সত্যটী তার কাছে

ধরা প'ড়ল। সে বুঝতে পারলে একজনের কি মহাটানে কি প্রবল আকর্ষণে কি অচ্ছেদ্য বন্ধনে সে বাঁধা পড়েছে। এতদিন 'প্রীতি' 'প্রণয়', 'ভালবাসা', এসব কথাগুলো সে মুখ দিয়ে উচ্চারণ করেনি, বা তাদের অর্থ খুঁজে পায়নি। আজ ঐ সব কথা মূর্ত্তিধারণ করে তার আশে পাশে ঘুরে বেড়াতে লাগল। সে এবারে বুঝতে পারলে তার অবস্থাটা আর কিছুই নয় বিরহ।

সে ভাবতে লাগল সেই ত সে, যাকে একদিনের তরেও সুখী কর্ব্বার চেষ্টা করিনি, যাকে জ্বালিয়ে মারতে পারলেই সে আনন্দ অনুভব কত্তো কিন্তু সে আজ তার এত বন্ধনের কারণ হলো কি করে?

এমনি করে তার দিন কাটতে লাগল।

ভাসা ভাসা চিন্তা কর্ত্তে কর্ত্তে বীণা গভীরতার চিন্তায় ডুবে যেতে লাগল। সে কি করে দিন কাটাচ্চে? সে যে গামছা খুঁজে বার কর্ত্তে জানেনা, বিছানার বালিশটা সরিয়ে নিতে পারে না—সে কি করে দিন কাটাচ্ছে? পরের হাতে তাকে ছেড়ে দিয়ে এসেছি, কিন্তু পর কতদিন দেখবে? তারা কি তার অভাবের সন্ধান পাবে? যদি সে জ্বরে পড়ে, কে তার দুধসাবু করে দেবে? সে কি মুখ ফুটে পরকে জানাতে পার্ব্বে। কেন মরতে হুড়মু করে চলে এলুম।

এই সময় বীণার প্রধান অবলম্বন হলো, কোলের খোকা সুকুমারের প্রতিচ্ছবি! বীণা দিনের মধ্যে শতবার সেই মুখটী একদৃষ্টে দেখতো, দেখে দেখে বিভোর হয়ে যেত, চুমুর উপর চুমু খেয়ে খোকাকে অতিষ্ট করে তুলতো, কখনো অজ্ঞের অলক্ষে, চোখের জলে শিশুর গণ্ডদুটী

ভিজিয়ে দিত। সে যেন মধু অভাবে গুড় দিয়ে দেবতার পূজা সেরে নিতে লাগল।

একদিন এমনি করে খোকার মুখে মুখ দিয়ে সে পড়ে আছে। খোকা তার একরাশ চুল আঁকড়ে ধরে আধ আধ বুলিতে বলছে মা, মা, মা! বীণা সেই অবস্থাতেই উত্তর দিচ্চে—কি, কি, কি। খোকা আবার বলছে—পা, পা, পা। বীণা গলা খাট করে বলছে, কলকেতা, কলকেতা, কলকেতা।

এই দৃশ্য বীণার মায়ের নজরে পড়ল। মা ক্ষণকাল আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে থেকে বল্লে,—"বীণা, সুকুমারকে আসতে চিঠি দিয়েছিস ?"

বীণা চম্‌কে উঠে ছেলের হাত থেকে চুলের গোছা ছাড়িয়ে নিয়ে যেন রাগ করে বল্লে,—"আর তোমার নাতীকে—নিয়ে পারি না বাপু! আমায় খেয়ে ফেল্লে।"

মা আবার জিজ্ঞাসা কর্ল্লেন—"আমি যা বল্লুম, তার জবাব দেনা। সুকুমারকে আসতে চিঠি দিয়েছিস্ ?"

"ওসব ঝঞ্ঝাট আমার দ্বারা হবে না।" এই বলে বীণা উঠে চলে গেল।

মা নাতীকে কোলে নিয়ে আদর করে বল্লে,—দাদু! তুমি আমায় ভালবাস ?"

নাতী। না।

দিদিমা। কাকে ভালবাস ?"

নাতী। মুলী খাবো।

—নয়—

মোহিতের ঠাট্টাটা সুকুমারের যখন অসহ্য হ'ল সে দিদির কাছে নালিশ করে বল্লে,—"ও দিদি, দেখনা! তোমার ভাই যে আমায় জ্বালিয়ে খেলে।" মোহিতও ছাড়বার পাত্র নয়, বল্লে,—"আমি কি মন্দটা বলে'চি? এখন বিরহ পর্ব্ব। এখন তুই একটা পদ্য না লিখলে চলবে কেন?"

দিদি হেসে বল্লেন—"তোমাদের যে কখন কিসের পর্ব্ব তাত আমি জানি না, ভাই। তবে হ্যাঁ, সুকুমার! আমিও বলি, মোহিত যখন ধরেছে তখন তুই একটা পদ্য লিখে ওকে দেখিও। ওর কাছে ছোট হবে কেন?"

সুকুমার অবাক্ হয়ে বল্লে,—"বাঃ বেশ! "আমি তোমাদের কাছে গেলুম নালিশ কর্ত্তে, তুমি ভাইএর গোড়ে গোড় দিলে।"

মোহিত উচ্চহাস্য করে বল্লে,—"দিদি যে কবিতার পোকা তাত জাননা। হেন কবিতা নেই যা দিদি পড়েনি।"

সুকুমার। দিদির যখন এত পড়্‌তে ঝোক্ তখন না হয় তুই একটা পদ্য লেখা যাবে।

দিদি। হ্যাঁ আজ রাত্রেই চেষ্টা করে দেখো। লোকের কাছে অকবি হতে যাবে কেন, সুকুমার?

এই বলে দিদি চলে গেলেন। দুই বন্ধুতে অনেকক্ষণ ধরে কথা কইতে লাগল

রাত্রে নির্জ্জনতা পেয়ে সুকুমার পদ্য লিখতে বসল। গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত পরিশ্রম করে সে দুটী পদ্য খাড়া কর্লে। একটী দিদির মনস্তুষ্টির জন্য, আর একটী বন্ধুর প্রীতি উৎপাদনের জন্য। পদ্যদুটী পর পর লেখা গেল।

রমণী।

রমণীর আস্যে সুধামাখা হাস্যে
বিজলী খেলে।
রমণীর গাত্রে স্নেহভরা নেত্রে
স্বরাভা জ্বলে॥
রমণীর নিঃশ্বাস রমণীর বিশ্বাস
অতীব গভীর।
রমণীর স্পর্শে প্রবাহিত হর্ষে
মলয় সমীর॥
রমণীর সাধনা বাসনা ও কামনা
নিজ-বলিদান।
রমণীর ধর্ম্মে রমণীর কর্ম্মে
পণহিত প্রাণ॥
না থাকিলে গ্রহরাজ কোনরূপে চলে কাজ
আঁধার গহনে।
ত্রিভুবন অন্ধকার শুষ্ক মরু হাহাকার
রমণী বিহনে॥

বিভূতি দর্শন।

মুখখানি তার চাঁদের মত
লতার মত বাহু।
কইলে কথা স্বরটী শোনায়
মধুর কোকিল কুহু ॥
চুলগুলী নীল কাদম্বিনী
হাস্য তড়িৎ-রেখায়।
দন্ত রাজী ফুল্ল কুমুদ
বিম্বে অধর দেখায় ॥
গমনটী তার গজের মত
ধনুর মত ভ্রু।
কান্দে যখন মুক্তাসম
ঝরে প্রেমাশ্রু ॥
পূর্ণকুম্ভ পয়োধরে
কম্বুসমান গ্রীবা।
নখাগ্রে তার ঢেউ খেলে যায়
চাঁদের কিরণ কিবা ॥
উরুত যুগল রম্ভ সম
কিম্বা কবির বাঞ্ছা।
নয়ন যুগল মৃগের মত
ফুল-স্নিগ্ধ-সাচ্চা ॥

তাইত বলি, নয়ন মেলি
যে দিক পানে চাই।
বিভূতি তায় ছড়িয়ে আছে
স্পষ্ট দেখতে পাই॥
ঘটে ঘটে বিশ্ব পটে
প্রিয়ার মূর্ত্তি হেরি।
পার্থ সমান হইতে রে ভাই
নাইকো আমার দেরী॥

পরদিন মোহিত যখন জিজ্ঞাসা কল্লে,—"কৈহে, কবিতা লিখেছ ?" সুকুমার উত্তর দিলে,—"তোমার খাতিরে চেষ্টা করেছিলুম, কিন্তু কৃতকার্য্য হতে পারিনি। তবে যেমন তেমন দুটো খাড়া করেছি পড়ে দেখ।"

কবিতা দুটি মনোযোগের সহিত পড়ে মোহিত আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে বল্লে,—"এ তোমার হাতে লেখা! এযে বিশ্বাস হয় না যে! দিদি, দিদি!"

সুকুমার খপ্ করে কবিতা দুটো কেড়ে নিয়ে বল্লে,—"না ভাই, না ভাই! তোমার বড় বোনকে দেখাতে পার্ব্বনা।"

ইতিমধ্যে মোহিতের বড় বোন্ এসে উপস্থিত হলেন তাঁর কাছে লুকিয়ে রাখা সম্ভব হলো না। পদ্যদুটী পড়ে দিদি খুব প্রশংসা কল্লেন তারপর নিজের কাজে চলে গেলেন।

মোহিত বল্লে,—"এ কবিতা নষ্ট কর্ত্তে দেব না। এসব প্রকাশ

কর্ত্তেই হবে। তোমার মত কবি যে লোক-চক্ষুর অন্তরালে থাকবে তা হতে পারে না।"

সুকুমার পদ্যদুটী প্রকাশে বাহ্যতঃ আপত্তি কর্ল্লে বটে, কিন্তু তত বাধাও দিলে না। নিজের ব্যক্তিত্বকে ফুটিয়ে তুলতে অভিজ্ঞ লাজুকেরও আন্তরিক বাসনা লুক্কায়িত থাকে। ঠিক্ হলো, সেই দিনই মোহিত এই পদ্যদুটী নিয়ে সাপ্তাহিক বা মাসিক পত্রিকার দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়াবে এবং একজন না একজন সম্পাদকের হস্তে গছিয়ে দিয়ে আস্‌বে।

সন্ধ্যার সময় সুকুমার ও দিদিতে বসে কথাবার্ত্তা হচ্চে, এমন সময় মোহিত শুষ্কমুখে বাড়ী ঢুকলো। দিদি জিজ্ঞাসা কল্লেন, "আজ এত দেরী হলো, মোহিত ?"

মোহিত সুকুমারের দিকে চেয়ে বল্লে,—"ভাই, এত চেষ্টা কর্ল্লুম কিছুতে কৃতকার্য্য হতে পাল্লুম না। কোন সম্পাদকই আমল দেয় না। বলে, রেখে যান, সময় মত দেখব। 'নবীন যুগ' বলে একখানা সাপ্তাহিক কাগজের সম্পাদক আবার বল্লে, "এখন রেখে যেতে পারেন, ছ'মাস বাদে দেখব।" লোকটার ধৃষ্টতা দেখে অবাক হয়ে গেলুম।

সুকুমার। রেখে দাও। আমার পদ্য প্রকাশ হয়ে কাজ নেই!

মোহিত। যা ব'লেচ ভাই। এ যুগে কবি হওয়া বা সাহিত্যিক হওয়া বড় সোজা কথা নয়। এখন মুদী, স্যাক্‌রা, বালক, বণিতা-প্রভৃতি সম্পাদকের সিংহাসন অলঙ্কৃত কচ্চে, এখন কবি হতে হলে বিশিষ্ট গুণ থাকা চাই।

সুকুমার। সে কি রকম ?

মোহিত। খোসামোদ, গালিগালাজ, অশ্লীলতা এই সব গুণ না থাক্‌লে কবি হওয়া যায় না।

সুকুমার। ঐ সব অর্জ্জন কর্ব্বার সুযোগ যখন আমার নেই তখন কবিযশঃপ্রার্থী হতেও চাই না, মোহিত। ছেড়ে দাও ওসব কথা। অফিস হতে পরিশ্রান্ত হয়ে এসেচ, বিশ্রাম কর। তারপর পদ্য অগ্নিসাৎ করা যাবে।

মোহিত। না, নষ্ট কর্ত্তে দেবনা ভাই। কাল তুই একখানা বড় বড় কাগজের সম্পাদকের কাছে যাবো প্রবাসী, বসুমতী।

সুকুমার। তাতে আমার কোন আপত্তি নেই। 'যাচ্ঞা মোঘা বরমাধিগুণে না ধমে লব্ধ কাথা।'

মোহিত। তার মানে ?

সুকুমার। বরং বড়লোকের কাছে বিফল মনোরথ হওয়া ভাল, কিন্তু রামাশ্যামার কাছে কৃতকার্য্য হওয়া ভাল নয়।

মোহিত। সেটা ঠিক্।

এইবার দিদি মধ্যস্থা হয়ে বল্লেন, "পরের কথা পরে হবে। সুকুমার, ভাই এক কাজ কর। পদ্য-দু'টী বৌএর কাছে পাঠিয়ে দাও। সে প'ড়লে তোমার লেখা সার্থক হবে। এবার যখন চিঠি লিখবে মনে করে পাঠিয়ে দিও !"

মোহিত সহাস্যে বল্লে, "ও এখনো কোন চিঠি লেখেনি, দিদি।"

দিদি। সেকি কথা ? বৌকে চিঠি লেখনি ? হ্যাঁ সুকুমার ?

সুকুমার মুখ রাঙা করে বল্লে, "না।"

দিদি। চিঠি পাওনি ?

সুকুমার। না।

দিদি। কি করে পাবে ? তুমি কি মনে করেচ, সে আগে চিঠি দেবে ? খেপা কোথাকার। সে মেয়ে-মানুষ জাত নয়! যেচে সোহাগ দেখাবে ? পোড়া কপাল! আজই চিঠি লিখে দিও বৃথা আশায় থেকো না।

এই বলে মোহিতের দিদি চলে গেলেন।

এই সমস্ত রহস্যালাপ ও পাঁচ মেশালী আলোচনা হতে সুকুমার একটী নূতন অভিজ্ঞতা লাভ কর্লে যে বীণা উপযাচিকা হয়ে তাকে পত্র দেবে না। সে যদি আগে পত্র দেয় তবে তার উত্তর দিতে পারে। এতদিন বীণার কোন পত্র না পাওয়াই তার উপর সুকুমারের কতকটা অভিমান হয়েছিল, কিন্তু এখন সে বুঝতে পার্লে, এটা শুধু বীণার স্বভাব নয়, নারী-জাতিরই একচেটিয়া প্রবৃত্তি। সে আরও বুঝলে পাঠ্যাবস্থায় অলঙ্কার শাস্ত্রে নারী-চরিত্র সম্বন্ধে সে যতটা অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করেছিল তা সম্যগ্ জ্ঞান নহে। নারী-চরিত্র আরো দুর্জ্ঞেয় ও বৈচিত্রপূর্ণ। যাহোক, যদি নিয়মের ব্যতিক্রম হয়, এই ভেবে আরো দুইদিন অপেক্ষা কর্লে, কিন্তু তবুও বীণার পত্র এলনা দেখে সে নির্জ্জনে গভীর রাত্রে পত্র লিখতে বসল।

প্রাণের বীণা,—

চিঠি লিখতে গিয়ে প্রথমেই তোমায় জানিয়ে রাখি, এ কটাদিনে আমার যে জ্ঞান হলো সারাজীবনেও সে জ্ঞান হয়নি। একজন লোক

সে যতই আমায় হতাদর করুক, কি করে যে আমায় একেবারে ভুলে গেল তা' আমি ভেবেই পাই না। যাহোক, সে সুখে আছে জান্‌তে পারলেই আমার সুখ। কিন্তু এই সংবাদটুকুও যে কি ক'রে পাই তা ভেবে পাই না।

যাক্ দুঃখের কথা। আমি এখন কলিকাতাতেই আছি। যে ঠিকানা তোমায় দিয়েছিলুম সেই ঠিকানাতেই আছি। ছেদা হয় একটা উত্তর দিও। আর অধিক কি লিখিব। আশা করি সব ভাল আছ। গুরুজন-দিগকে আমার প্রণাম জানাইও। ইতি,

তোমার স্বামী।

চিঠিখানি দশটার সময় পোষ্ট করে সুকুমার অফিস্ চলে গেল। দুদিন একভাবেই কেটে গেল। তৃতীয়দিন অফিস হতে আসবামাত্র মোহিতের দিদি সহাস্য বদনে একখানা খাম সুকুমারের হাতে দিলে। সুকুমার কার চিঠি বুঝতে পেরে মুখ টিপে হেসে চিঠি নিয়ে ঘরের ভিতর চলে গেল এবং খাম খুলে প'ড়তে লাগলো।

প্রণাম শতকোটী নিবেদন মিদং——

পরে তোমার একখানি পত্র পাইয়া সকল সমাচার অবগত হইলাম। তুমি যে লিখিয়াছ আমায়, এ কটাদিনে যে জ্ঞান হইল সারাজীবনে সে জ্ঞান হয়নি, তা সে সকলের পক্ষেই জানিবে। নইলে গেল শনিবারে আসিতে ভুলিতে না। আর তুমি যে লিখিয়াছ কি করে আমায় ভুলে গেলে, তা' অবিশ্যি তুমি বলতে পার। তোমার মনের বাসনাটা কি আমি জানিতে চাই। তুমি কি শ্বশুরবাড়ী আসিবে না প্রতিজ্ঞা করিয়াছ? মা আমায় উঠ্‌তে বসতে ঝাঁটা মারছে। তুমি না

আসিলে আমি কি করিব? যা ভাল বোঝ করিবে। আর তুমি যে বাড়ীতে থাক সেখানে আর কে কে আছেন? তুমি সেই যে তোমার বন্ধুর দিদির কথা বলিয়াছিলে তিনি কি রকম তাঁহার বয়স কত? সেখানে তোমার কোন কষ্ট হইতেছে কিনা জানাইবে। খোকা ভাল আছে। দিন নেই, রাত নেই, কেবল বা, বা, বা। আমি বলি, ওরে হতভাগা তোর বা তোকে ভুলে গেছে। সে করে কি জান আমার চুলগুলো ধরে আমায় কামড়াতে আসে। একরত্তি ছেলে আমার সঙ্গে ঝগড়া? দু'দিন পরে, বাপ-বেটায় আমার হয়তো গলাধাক্কা দিয়ে বলবে—বেরো। যাহা হউক আসছে শনিবার অতি অবশ্য অবশ্য আসিবে। মাথা খাও! আসা চাই নহিলে মা বড় দুঃখু করিবে। আর অধিক কি লিখিব। আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ করিবে পত্রপাঠ পত্রের উত্তর দিবে। ইতি,

তোমার দাসী "বীণা"।

পত্রখানি সুকুমারের প্রাণটাকে একেবারে ঠাণ্ডা করে দিলে। সে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সেখানিকে বার বার প'ড়তে লাগলো। মোহিতের দিদির বয়স জিজ্ঞাসার অর্থ কি তাও সে বুঝতে পারলে। সে এই বিষয় নিয়ে বীণার সঙ্গে একটু চালাকি খেল্‌বে মনে কর্ল্লে। কিন্তু চালাকি খেল্‌তে গিয়ে সে নিজের বিপদ নিজেই ডেকে আনলে এবং কিছুদিন পরে চালাকীর পরিণাম ভোগ কর্ত্তে লাগল। সুকুমার সেই রাত্রেই পত্র লিখতে বসল।

প্রাণের বীণা,

তোমার পত্র আজ অফিস হতে এসে দেখতে পেলাম। আমি

শনিবার যেতে পাচ্চিনা তার কারণ এখন অফিসে খুবই কাজের চাপ প'ড়েছে। শনিবারও সন্ধ্যের পর পর্য্যন্ত পরিশ্রম কর্ত্তে হয়। আর মনে কচ্চি, আসচে শনিবারের পরের শনিবার তোমায় একেবারে নিয়ে আসব! কতদিন ছেলে ছেড়ে আছি বল দেখি? তোমাদের কি? যেথানে যাবে, ছেলে কাচে থাকবে। ভগবানের নিকট হতে লাইসেন্স পেয়েচ। কিন্তু বাপের কি অবস্থাটা হয় বল দেখি?

যাক সে কথা। তুমি যা ভাল বোঝ কর্ব্বে! আসতে চাও নিয়ে আসব, না আসতে চাও পেড়াপেড়ী কর্ব্বো না। আর তুমি আমার বন্ধুর বোনের কথা লিখেছ? সে আমারই বয়সী, কিম্বা দুই এক বছরের বড়। সে আমায় খুব আদর যত্ন করে। তাই ভাবছি, একজন না থাকলেই যে গোকুলপুরী অন্ধকার হবে তার মানে কি আছে।

হ্যাঁ ভাল কথা মনে পড়েছে। তোমার ওখান হতে এসে একদিন বাড়ীতে ছিলুম। বিনোদ খুব সেবাযত্ন দেখিয়েছে। তুমি বোধ হয় বলে গেছ লে। আমি মনে ভেবেছিলুম আমার জীবনটা বুঝি শুষ্কমক হাহাকার।

যাক বাজে কথা। পত্রপাঠ পত্রের উত্তর দিও। তোমার পিতা মাতা ও অন্যান্য গুরুজনদিগকে আমার প্রণাম জানাইও। তুমি আমার ভালবাসা জেনো। ইতি,

তোমার স্বামী।

পরদিন প্রাতঃকালে পত্রখানা হাত গলিয়ে লেটার বক্সে ফেলেই সুকুমারের কেমন মনে হলো কাজটা ভাল হলো না। হয়তো কি হতে কি হবে। হয়তো কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে সাপ বেরিয়ে পড়বে! মোহিতের

বোনের সম্বন্ধে ঐযে কথাটা লিখলুম বুড়ীকে ছুঁড়ীতে পরিণত করলুম তার পরিণাম যে কি হবে কে জানে? একে হাঁদা পাড়াগেঁয়ে মেয়ে তার উপর তার সত্যি সত্যি যদি একটা ভ্রান্ত ধারণা জন্মে তাহলে আমার নাকের জলে চোখের জলে করে দেবে।

সুকুমারের এখনও মনে হলো, পোষ্ট আফিসে গিয়ে পোষ্টমাষ্টারকে বলে কয়ে চিঠিখানা ফিরিয়ে নেয়। কিন্তু তা হবার আর উপায় না থাকায় সে মনকে দৃঢ় করে বল্লে,—"গতস্য শোচনা নাস্তি!" ভাগ্যে যা আছে তাই হবে।

কিন্তু দু'তিনদিন পরেই তার ভাগ্যাকাশে ঝড় উঠলো বিদ্যুতের চকমকানিতে তার অন্তরাত্মা ত্রাহিরব করে উঠলো। বীণার চিঠি এল।

প্রণাম——

পরে তোমার পত্র পাইয়া সকল ব্যাপার বুঝিতে পারিলাম। তোমার মনের মত বোন হইয়াছে শুনিয়া সুখি হইলাম। তোমার বোনকে নিয়ে সুখে থাকো। তার আদর যত্নে ভরপুর হয়ে থাক। আমি একটা কথাও বলিতে যাইব না। আর আমি বলবার কে? আমি তোমার দাসী বাঁদী বৈত নয়। তোমার কাজে কথা কহিবার আমার কি অধিকার আছে? তবে যা রয়-সয় তাই করলেই ভাল হয়। তোমার কি, তুমি ব্যাটা ছেলে। মরতে মরবে সেই মেয়েটাই। আর বিনোদের কথা লিখেছ? পোড়া কপাল! আমি বলতে যাবো কেন? ঐযে তুমি বলেচ একজন না থাকলেই যে অন্ধকার দেখতে হবে এর মানে

কি আছে ? আমি মলুম্, মলুম্, গেলুম্, গেলুম্, তোমার দেখবার অনেক আছে। ইতি——

তোমার পথের কাঁটা

বীণা।

চিঠিখানা বজ্র অপেক্ষাও কঠোরভাবে সুকুমারের মাথায় পড়ল। বীণা যে সামান্য রসিকতা হতে এত বড় একটা ভুল ধারণা করে বসবে, ত' সে অতটা ভেবে উঠতে পারেনি। সুকুমারের প্রথম কাজ হ'ল তৎক্ষণাৎ চিঠিখানা টুকরা টুকরা করে ছিঁড়ে ফেলা। ছি ছি! এরা ভাইবোনে দেখতে পেলে কি মনে কর্ব্বে? সে সমস্ত কাজ ফেলে বীণাকে চিঠি লিখতে বসল।

প্রাণের বীণা,—

তোমার পত্র পেয়ে একেবারে মর্ম্মাহত হলাম। তুমি যে আমার চিঠিখানার মুণ্ডুটা নীচে করে পড়বে তা আমি স্বপ্নেও ভাবিনি। আমি যত্নের কথা পাড়তে গিয়ে এই ভাবটা প্রকাশ করেছিলুম যে মেয়েমানুষের একটা ঐশ্বরিক বুদ্ধি এই সে পুরুষ মানুষের ভিতরটা একেবারে ধরে ফেলে। তুমি নেই এখন আমার কিসের অভাব, এটা টপ্ করে বুঝে নিলে বিনোদ আর মোহিতের দিদি! তাই ঠাট্টা করে লিখেছিলুম, একজন না থাকলেই যে অন্ধকার দেখতে হবে তার মানে কি আছে!

আর মোহিতের দিদির কথা লিখেছ। সে আমার মায়ের বয়সী। তার চুল পাক্‌বে পাক্‌বে হয়েছে, দাঁত পড়বে পড়বে হয়েছে। তার

ওপরও তোমার সন্দেহ হ'ল বলিহারি! তুমি যখন এখানে ছিলে তখনও ত বলেছিলুম, প্রৌঢ়া। ফের জিজ্ঞাসা করায় ঠাট্টা করেছিলুম মাত্র। সে রসিকা ও বাচাল। ছোটকে ছোটর মত দেখতে জানে না, সকলের সঙ্গেই ঠাট্টা। সে যদি তোমার মনের ভাব জান্‌তে পারে, আমার আর রক্ষে রাখবে না। আর অধিক কি লিখ্‌ব। বৃথা মনে অশান্তি ডেকে এন না। আমি সবটুকুই তোমার। আকাশের দেবতারা সাক্ষী, অন্তরের অন্তর্য্যামী সাক্ষী আমি তোমা ছাড়া আর কাকেও জানি না। ইতি,

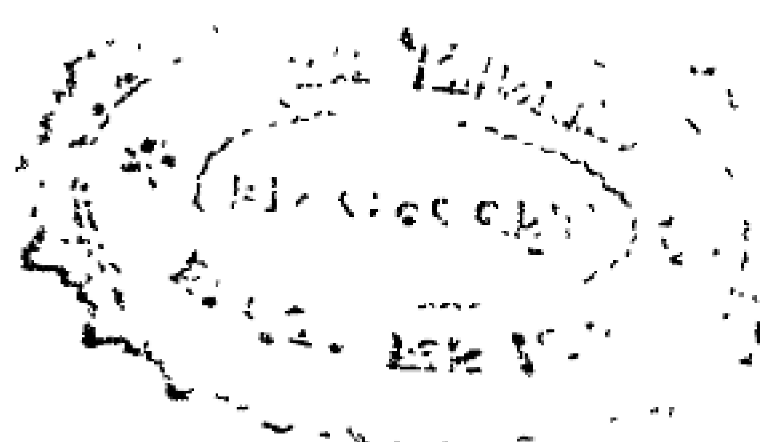
তোমার স্বামী।

যথাসময়ে এ পত্রেরও উত্তর এল কিন্তু সুকুমারের মনের ধাঁধা ঘুচল না। সে যেন বুঝতে পারলে, তারই অবিমৃষ্যকারিতায় বীণার মনে এই যে ছাপ পড়ে গেল, এ এক কথায় বিলীন হবে না। এর জন্য তাকে অনেক কাটখড় পোড়াতে হবে।

যাহোক, কিছুদিন পরে সুকুমার পুত্রকলত্রকে আনবার জন্য শ্বশুর বাড়ী চলে গেল। শাশুড়ী অনেক আপত্তি জানালেন কিন্তু সুকুমারের যুক্তির কাছে সবই খণ্ডিত হয়ে গেল। দিদি শাশুড়ীও অনেক ঠাট্টা কল্লেন কিন্তু সকলেই বুঝ্‌লে বিয়ে কর্লে আর ঘর চলেনা। বীণা বাহ্যতঃ ঘোর আপত্তি জানালেও মনে মনে আসবার জন্য প্রস্তুত হয়েছিল। সে মায়ের শত আদর যত্নের মাঝেও কিসের একটা অভাব অনুভব কচ্ছিল সে যেন নিজের ব্যক্তিত্বকে খুঁজে পাচ্ছিল না। যে মেয়ে একবার স্বাধীনতার আস্বাদ পেয়েছে অর্থাৎ নিজের সংসার বলে একটা বস্তু উপলব্ধি কর্ত্তে পেরেছে এবং কিছুদিন তার উপর কর্ত্তৃত্বও করেছে,

সে পরের সংসারে আপনাকে হারিয়ে, আর থাক্‌তে চায় না। বীণার নিজের যেটা, সেইটাকে ফিরে পাবার জন্তে সে মায়া মমতাও বলি দিতে মনস্ত কর্লে। বিশেষ সুকুমারের কলিকাতায় থাকা, আর সে একদিনের জন্তও পছন্দ করছিল না। সে ভাবলে, কি জানি আমার যে বরাত, কি হতে কি হবে কে বলতে পারে ?

রবিবার সন্ধ্যার সময় সুকুমার সপরিবারে নিজের বাড়ীতে প্রবেশ কর্লে।



—দশ—

অনেক স্বামী স্ত্রীকে মাঝে মাঝে বাপের বাড়ী পাঠাতে নারাজ —বিচ্ছেদের ভয়ে। কিন্তু এক একবার বাপের বাড়ী না গেলে মেয়েদের মধ্যে কর্ত্তব্যের জ্ঞান ফুটে ওঠে না। মায়ের সংসারটীকে মেয়ে যদি মধ্যে মধ্যে দেখতে পায়, তবে মায়ের অনুকরণে নিজের সংসারটীকে সাজাতে গোছাতে বাসনা জন্মে। মা তার স্বামী, পুত্র প্রতিবেশীর উপর যেরূপ ব্যবহার করে মেয়েও সেই সেই ব্যবস্থা কর্ত্তে অভ্যস্থ হয়।

বীণাও দিনকতক বাপের বাড়ীতে গিয়ে অনেক অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করে স্বামীগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন কর্লে। স্ত্রীর কর্ত্তব্য, জননীর কর্ত্তব্য, সামাজিক কর্ত্তব্য এই সমস্ত বিষয় সে তার মায়ের আচরণ দেখে শিখে এল। তার বাবা যখন খেতে বসতো তার মা সহস্র কাজ ফেলেও একবার কাছে এসে দাঁড়াত! তার বাবার একটু শরীর খারাপ হলে মা তাকে জোর করে বাড়ীতে আটকে রাখত, কোথাও বেরুতে দিত না। তার বাবা দুপুর বেলা যখন বিশ্রাম কর্ত্তো তার মা দারোয়ানের মত নজর রাখত, কেউ যাতে স্বামীর বিশ্রামে বাধা না দেয়।

বীণা বুঝলে এই সমস্ত স্ত্রীর কর্ত্তব্য। তার লজ্জা এল যে তার স্বামীর জন্য সে ওরূপ কিছুই করে না। বরং তার মনে অশান্তি দিতে

পারলেই সে আনন্দ অনুভব করে। বীণার প্রাণে ভয়ও ঢুক্‌ল; এরূপ অযত্ন দেখাতে যদি তার স্বামী পর হয়ে যায়? হয়ত বা এতদিনে তার মন ভেঙে গেছে, হয়ত বা সেইজন্যই সে পরস্ত্রীর আদর যত্ন এত বড় করে দেখছে। বীণা প্রতিজ্ঞা কর্ল্লে সে তার দোষ শুধ্‌রে নেবে এবং প্রাণপণে স্বামীসেবা করে স্বামীর মন ভুলাতে চেষ্টা কর্ব্বে। এবার হতে সে সর্ব্বান্তঃকরণে স্বামি সেবায় নিযুক্ত রইল।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তার একটা মারাত্মক ঠাট্টা সুকুমারকে বড়ই পীড়া দিতে লাগল। স্বামীর সেবা ও যত্নের মাঝে প্রায়ই বীণার মুখের বুলি হয়ে দাঁড়াল,—"আমি আর তোমায় কি কচ্চি? তোমার কল্‌কেতার দিদির মত কি আমি দেখতে শুনতে পার্ব্ব?"

একদিন সুকুমার বল্লে,—"দেখ বীণা, স্বামীর মনে অকারণ দাগা দিলে কি হয় জানত?" বীণা মুচকে হেসে চলে গেল।

বহুদিন পরে আবার একদিন সুকুমারের অনুরোধে বীণা বল্লে, ছাদে শুতে গেল এবং দুজনের মধ্যে এল-মেল গল্প চলতে লাগল।

সুকুমার জিজ্ঞাসা কর্ল্লে,—"আচ্ছা বীণা কতকগুলো প্রশ্ন কর্ব্ব, উত্তর দেবে?"

বীণা। কি?

সুকুমার। কতকগুলো প্রশ্ন আমার মনে প্রায়ই ওঠে। ধর একটা আজ কাল ত অধিকাংশ বাঙালীর ঘরে চৌদ্দ পোনের বছরের মেয়ের বিয়ে হয়। ঐ বয়সের মেয়েরা অবশ্যই বুঝতে পারে বিয়ে জিনিষটা কি। আচ্ছা চৌদ্দ-পোনের বছরের মেয়ে কি রকম বর পছন্দ করে—বয়স হিসাবে?

বীণা। ২৪ হতে ৩০শের ভেতর। এই ঠিক্ পছন্দসই বর।

সুকুমার। আচ্ছা চৌদ্দ পনর বছরের মেয়ে উনিশ কুড়ী বছরের ছেলে পছন্দ কর্ব্বে।

বীণা। সমান বয়সী বর। ঘেন্নার কথা যে। কোন মেয়ে তা চায় না।

সুকুমার। আচ্ছা বীণা, বড় বর, সে যদি তার যুবতী স্ত্রীকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসে, তাকে গহনা দিয়ে মুড়ে দেয়, তাত সুখ-স্বচ্ছন্দতার জন্য পাগল হয়ে যায়, তাতেও কি সেই মেয়ের মন ওঠে না?

বীণা মুচকে হেসে ঠোঁট বেঁকিয়ে বল্লে,—"কদাপিও নয়।"

সুকুমার। কেন কি অভাব পূর্ণ হয় না। মাতৃত্ব হতে ত আর বঞ্চিত হয় না।

বীণা। তা হলেও তার মন ওঠে না। সে কি যেন পায় না। আর সেইটেই যেন তার বড় চাওয়া বড় পাওয়া।

সুকুমার। সেটা কি?

বীণা। বেটাছেলেকে বোঝাই কি করে? তোমার সেই বই-খানাতে এটা বোঝায়নি? সেই যে অলঙ্কার শাস্তর নাকি?

সুকুমার। না, তাইতে এটা বাদ দিয়ে গেছে। হয়ত বা বুড়ো শাস্ত্রকারের তরুণীভাগ্য ছিল।

কথাটা শুনে বীণা খানিকক্ষণ ধরে হাসতে লাগল।

সুকুমার। আচ্ছা, বীণা বিধবাবিবাহ ভাল না মন্দ?

বীণা। তার মানে?

সুকুমার। ছোট ছোট বালবিধবাদের কি বিবাহ হওয়া উচিত নয়?

বীণা। উচিত ত বটে কিন্তু হবার পথও নেই যে।

সুকুমার। কেন নেই?

বীণা। শাস্তর নেই যে।

সুকুমার। যদি নতুন শাস্ত্র কেউ তৈরী করে? ধর তোমার বিনোদ। তার উপর সমাজ কি ঘোর অত্যাচার কচ্চে না?

এ প্রশ্নটা বীণার চক্ষে এত বড় ঠেক্‌ল যে সে কিছুক্ষণ চুপ্‌ করে রইল, তারপর গম্ভীর ভাবে বল্লে,—"তা বটে। বিনি ঠাকুরঝীর যে কি কষ্ট তা ভগবান ছাড়া কেউ জানে না। আহা, বেচারী এক একদিন আমার কাছে কেঁদে ভাসিয়ে দেয়। তবে মেয়েমানুষের সহ্য খুব। তারা যা সইবে তোমরা তা পার্ব্বে না!

সুকুমার। আচ্ছা, মেয়েমানুষের কলঙ্ক ভয় কতদিন থাকে?

বীণা। তার মানে?

সুকুমার। কতদিন পর্য্যন্ত পর পুরুষের সঙ্গে আলাপ পরিচয়, কথা বার্ত্তায়, তাকে বাঁধাধরার মধ্যে থাক্‌তে হয়।

বীণা। চিরকাল! মেয়েমানুষের নিস্তার কখনো নেই। বলে মরচে মেয়ে উড়চে ছাই, তবে মেয়ের কলঙ্ক নাই।

সুকুমার। তাহ'লে ত দেখচি, জীবন দুর্ব্বিসহ হয়ে উঠে।

বীণা। তবে বেশী বয়স হলে অতটা ভয় থাকে না। কিন্তু ভাবলে তোমার কল্‌কেতার দিদির এখনো কলঙ্ক ভয় যায়নি তা বলে দিচ্ছি।

সুকুমার একটু অধীরতা প্রকাশ করে বল্লে,—"আবার ঐ কথা ; তুমি ঠেস্ না দিয়ে কথা বলতে জান না।"

বীণা আদর দেখিয়ে সুকুমারের গায়ে হাত বুলুতে লাগল।

একদিন কলিকাতা হতে বাড়ী ফিরতে সুকুমারের একটু রাত হয়েছিল! সে বাড়ীতে পা দেবামাত্রই বীণা তাড়াতাড়ি তার কাছে এসে অধীর আগ্রহে জিজ্ঞাসা কর্লে,—"এত রাত্রি হ'ল ? বন্ধুর বাড়ীতে গিছ্‌লে বুঝি ?"

সুকুমারও একটু অধীরতা প্রকাশ করে বল্লে,—"একটু রাত হলেই কি বুঝ্‌বে বন্ধুর বাড়ী গিছ্‌লুম ? তা'হলে ত সংসার করা চলে না দেখ্‌চি। আমারো মরণ। গেলুম পরের বাড়ী দু'দিন কাটাতে। তার চেয়ে যদি গাছতলায় পড়ে থাকতুম ভাল হতো।"

বীণা কোন জবাব না দিয়ে মুখ ভার করে চলে গেল।

সুকুমারের সেই যে মনটা খারাপ হয়ে গেল তা আর সে রাত্রের জন্য শোধরাল না। খাবার সময় সে এমন গম্ভীর ভাব ধারণ কর্লে, তা দেখে বীণা অভিমান করে বল্লে,—"আমি কি বলেচি ? রাত হল কেন জিজ্ঞেস্ করেচি। তাইতে এতো ! বল তোমার মনে কি সাধ আছে। না হয় তোমার সঙ্গে জীবনে আর কথা কইবো না" এই কথা বল্‌তে বল্‌তে বীণার গণ্ডস্থল বয়ে দু'ফোঁটা চোখের জল গড়িয়ে প'ড়ল।

সুকুমার গভীর চিন্তার মাঝে প'ড়ল। কি করে যে বীণার মন হতে ভ্রান্ত ধারণা দূর ক'রবে এই চিন্তাটাই তার বড় চিন্তা হলো। একদিন বিনোদকে তার বাড়ীতে দেখতে পেয়ে সে তাকে

কাছে ডেকে বল্‌লে, "বিনোদ, শোন।" বিনোদ নিকটে এসে নতমুখে দাঁড়াল।

সুকুমার। আচ্ছা বিনোদ, তুমিই বল। দুদিন একজনের বাড়ীতে গেছি। আমার অপরাধ, বন্ধুর দিদির একটু সুখ্যাতি করেছি। এতে কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে গেল।

বিনোদ। আপনি সেখানে আর যাওয়া-আসা করেন কেন?

সুকুমার। আমি সেখানে যাওয়া আসা করি?

বিনোদ। বৌদি ত বলেন তাই।

সুকুমার। তা'হলে বৌদি এখন ঐ চিন্তাতেই মস্‌গুল।

বিনোদ। তার 'সমস্ত' বয়েস! আপনি এখন কিছুদিন সেখানে যাওয়া বন্ধ করুন।

সুকুমার দেখলে বিনোদ ফরিয়াদী পক্ষের উকিল। তাকে মধ্যস্থ করে আর কি মীমাংসা হবে? সুতরাং সে চুপ করে রইল।

আবার ভবিতব্যের মার এমনি, দুই একদিন পরে মোহিতের দিদির একখানি চিঠি বীণার হাতে এসে প'ড়ল!

সুকুমার সন্ধ্যার সময় বাড়ী এসে মুখ হাত ধুয়ে একটু বিশ্রাম ক'রছে, এমন সময় বীণা সেই ঘরে প্রবেশ করে একখানা পোষ্টকার্ড সুকুমারের সুমুখে ছুঁড়ে দিয়ে ব'ল্‌লে, "তোমার সোহাগের বোন দিয়েছে!"

সুকুমারের হৃৎপিণ্ডে দুই একটা ভূমিকম্পের স্পন্দন ধাক্কা দিয়ে উঠলো। সে কম্পিত হস্তে চিঠিখানা কুড়িয়ে নিয়ে পরম মনোযোগের সহিত প'ড়তে লাগল। তাতে লেখা ছিল—

দাম্পত্য-জীবন

স্নেহের ভাই সুকুমার!

তুমি সেই যে গেলে আর এ বাড়ী মাড়ালে না। তুমি তোমার বউ বেটা নিয়ে সুখে থাক, কিন্তু দিদিও ত একটা আশা রাখে? যদি চিরকালের জন্ত স্নেহের বন্ধন ছিন্ন ক'রবার ইচ্ছা ছিল তবে দুদিনের জন্ত মায়া বাড়াতে এলে কেন? আমি রোজ মোহিতকে জিজ্ঞাসা করি —সে বলে তোমার সময় নেই। সত্যি কি তাই? দিদির সঙ্গে একবার দেখা করে যাবারও কি সময় নেই? আশাকরি একবার আসবে। ইতি—

তোমার কলিকাতার "দিদি"।

চিঠিখানার বেফাঁস কথা কিছু নেই দেখে সুকুমার হাঁপ ছেড়ে বাঁচল, তারপর বীণার দিকে মুখ করে ব'ললে, "চিঠিখানা তুমিও ত পড়েচ। কি বুঝলে? আমি সেখানে ক'টা রাত্রি কাটিয়েছি? পোষ্টকার্ড-খানা কি প্রণয়পত্র বলে মনে হ'লো?"

"সে যাই হোক তুমি এখন সেথা যেতে পারবে না। আমি তোমার দিদিকে এই চিঠির উত্তর লিখে দেবো। তোমাকে সন্ধ্যের সময় আসতে হবে। আমি এত বড় বাড়ীতে একা থাকি, সন্ধ্যে হলেই গা ছম্‌ছম্‌ করে।" এই বলে বীণা চলে গেল।

সুকুমার আকাশ পাতাল ভাবতে লাগল। দিদির সঙ্গে দেখা ক'রব কি ক'রব না, এ সমস্তার মীমাংসা সে ক'রতে পারলে না।

পরদিন অফিসে মোহিত যখন বিশেষ পীড়াপীড়ি ক'রতে লাগল সুকুমার সাত পাঁচ ভেবে মোহিতকে সব কথা খুলে ব'ললে।

মোহিত একটু হেসে ব'ললে, "বেশ ত ! দিদিকে খুলে ব'; তারপর সে শুনে যা ভাল বোঝে করবে।"

মোহিতের কথামত সেদিন ত'ারা দু'জনে বড়বাবুর হাতে ধরে সকাল সকাল ছুটি নিয়ে মোহিতের বাসায় গেল। অনেকদিন পরে সুকুমারকে দেখে দিদি পরম আনন্দিত হলেন। সুকুমার একথা সে কথার পর ভিতরের ব্যাপারটা দিদিকে খুলে ব'ললে। দিদি ত হেসেই আকুল ! তারপর ব'ললেন, "এই কথা। আমি তোমার বাড়ী গিয়ে পাগলীর মাথা ঠাণ্ডা করে দিয়ে আসব।"

সুকুমার একটু আগ্রহ সহকারে ব'ললে, "সত্যি তুমি যাবে দিদি ? তাহ'লে ত ভালই হয়।"

দিদি ব'ললেন, "নিশ্চয় যাবো আসচে রবিবার মোহিতকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবো। সে কত বড় মেয়ে একবার বুঝে নেব।"

সুকুমার অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়ে বাড়ী ফিরে এল।

রবিবার সকালবেলা বীণা রান্নাঘরে একমনে কাজ ক'রচে, খোকা, নিকটস্থ ঘটী বাটী নিয়ে নাড়চে, ঠকাঠক্ ক'রচে এমন সময় এক আধা বয়সী স্ত্রীলোক সেই ঘরে প্রবেশ ক'রলে।

বীণা কিছুক্ষণ তার দিকে হাঁ করে চেয়ে থেকে ব'ললে, "তুমি কেগা বাছা ? কাকে খুঁজচ ?"

স্ত্রীলোক। আমি ? আমি যে কে তোমায় কি করে ব'লব ? তবে আমি তোমাকেই খুঁজচি।

বীণা। ব'স ব'স, কি ব্যাপার বল ! কোথেকে আসচ ? আমাকে চেন ?

স্ত্রীলোক। শুধু বসবো? আমি আমার দখল নিতে এসেছি। এই রান্নাঘরের আধখানা আমার—এই ঘটী বাটীর অর্দ্ধেক আমার, আমি তোমার কলকেতার সতীন! এই বলেই স্ত্রীলোকটী উচ্চহাস্য করে উঠলো।

হঠাৎ বীণার খেয়াল হ'লো, কে এ স্ত্রীলোক! লজ্জায় রাঙা হয়ে ধড়মড় করে উঠে দাঁড়িয়ে ব'ললে,—"ওমা! সে কি কথা! তুমি না দিদি! কি লোক দেখ! আমায় জানায়নি।" এই বলে আসন পেতে দিয়ে এক ঘটি জল গড়িয়ে তাকে পা ধোবার স্থানে নিয়ে গেল, তারপর জোর করে তার পা ধুইয়ে দিলে।

একজন অচেনা স্ত্রীলোককে পাড়ার মধ্যে প্রবেশ ক'রতে দেখে, দুই একজন বৌঝীও সুকুমারের বাড়ীতে এসে জমায়েৎ হলো। তারা এই স্ত্রীলোকে ঘিরে বসল। কলিকাতার দিদি রঙ্গরস করে এদের হাসিয়ে তুললে।

বীণা একবার চট্ করে উপরে চলে গেল। সুকুমারের ঘরে ঢুকতে গিয়েই দেখলে একজন লোক তার স্বামীর কাছে বসে গল্প কর্চ্চে! সে ঘরে আর প্রবেশ কর্ত্তে না পেরে আবার নীচে নেমে এল। বুঝতে পারলে, এই কলকেতার বন্ধু।

দুজন লোককে বাড়ীতে আসতে দেখে বীণার মনে অত্যন্ত আহ্লাদ হ'য়ে উঠল। অপর একজন লোককে দিয়ে স্বামীকে ডেকে তাঁকে একটু আড়ালে নিয়ে গেল, তারপর ব'ললে,—"কত রঙ্গই জান!"

সুকুমার মৃদু হেসে ব'ললে,—"রঙ্গ ত কিছু নয়, সংসার থাকলেই সব কর্ত্তে হয়।"

বীণা। মুড়ুলি এখন রাখ। বাজারে যাও, ঘরে একটাও নেই।

সুকুমার। সব হবে। কেবল একটা কথা বলে দি, দিদির সঙ্গে ভাল ব্যবহার ক'রো, আমার মুখ রেখো।

ঈষৎ বঙ্কিতকণ্ঠে বীণা বলিল,—"না উপোস করিয়ে রেখে দেবো।" এই বলে বীণা নীচে আবার চলে গেল।

সমস্ত দিন সুকুমারের বাড়ীতে পাড়ার মেয়েরা একেবারে ভেঙ্গে প'ড়ল। কলিকাতার দিদি নানা গল্পে—নানা রসিকতায় তাদের মু করে রেখে দি.ল। বীণা ছুটোছুটি করে হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে এই অতি সেবা শুশ্রূষা কর্ত্তে লাগ্‌ল! স্বামীর বন্ধুকেও সে ভুলেনি। ঠিক স মত চা, পান, খাবার জল প্রভৃতি নিয়ে দোরের আড়ালে দাঁ বন্ধুকে দিয়ে এসেচে এবং মান সম্ভ্রম বজায় রেখে চাপাগলায় দুই রসিকতাও করে এসেচে। মোহিত যখন ঠাট্টা করে সুকুমারকে বলছিল,—"যাকে দেখবার জন্তে এলুম, তাকে ত দেখ্‌তে পেলুম না হে" এবং সুকুমারও যখন বীণাকে ঘরের মধ্যে প্রবেশ কর্‌বার জন্ত বার বার অনুরোধ কচ্ছিল, তখন বীণা চকিতের মত দোরের কাছে এসে তার অনাবৃত দক্ষিণ হস্তখানি বন্ধুর প্রীত্যর্থে বন্ধুর দৃষ্টির সুমুখে ধরে গেছে অর্থাৎ যেখানে যেটা দরকার—বীণা সেইটা বজায় রেখেচে।

রবিবারটা আনন্দোৎসবে কেটে গেল। পরদিন সকালে বিদায় নেবার সময় দিদি, বীণার অশ্রুভরা চোখদুটী মুছিয়ে দিয়ে বল্লেন,—চল্লুম,

"মার ভুলবি না ত ?" বীণা জড়িতকণ্ঠে বল্লে,—"আবার আসবে ত"

"আসবো,—তোকে নিয়ে যাবো,—কত কি কর্বো।" এই তার চিবুকটী ধরে, চুমা খেয়ে, দিদি বিদায় নিয়ে চলে গেল।

এমনি ... আমাদের বীণা ধাপে ...প, ধীরে ধীরে অভিজ্ঞতা ...ন করতে লাগলো। শেষে এমন একটা দিন এল—যখন সুকুমার ...খণ্ডন করে ভাবতে বাধ্য হ'ল—

স্ত্রী—জীবন সঙ্গিনী, স্ত্রী—অভিন্নাত্মা, স্ত্রী—অর্দ্ধাঙ্গিনী

